শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু-চিত্রিত

জেনারেল

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বইখানি সাহিত্যরসিক, কবি

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়কে

সমর্পণ করিলাম।

ব ভ. ম.

এক 'সাপের চেয়েও সাংঘাতিক' ছাড়া এই বইয়ের সব গল্পগুলি ইতিপূর্বে বিভূতিবাবুর অন্যান্য কয়েকখানি বইয়ে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। গল্পগুলির চরিত্রসমষ্টি মূলতঃ একই এবং আবেদনও অভিন্ন; সেইজন্য সবগুলিকে একত্র করিয়া একটি বইয়ে সন্নিবেশিত করা হইল। বাড়তির মধ্যে যেগুলি চিত্রিত ছিল না সেগুলিকে চিত্রিত করিয়া দেওয়া হইল।

'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' ও 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' হইতে 'বরযাত্রী' এবং 'বর ও নফর' এই গল্প দুইটি লইবার অনুমতি দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

দোল পূর্ণিমা }
১৩৪৯ } —প্রকাশক

প্রায় পাঁচ মাসের মধ্যে 'বরযাত্রী'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পাঠকসমাজে বইখানি যে কিরূপ আদৃত হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

কাগজের অভাবে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদের এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী }
১৩৫০ } —প্রকাশক

গল্প

চিত্র

[১]

ত্রিলোচনের বিবাহ। বরযাত্রীদের মধ্যে রাজেন, কে. গুপ্ত গারাচাঁদ আর ঘোংনা আসিয়া হাজির হইয়াছে, গন্‌শার অপেক্ষা; সে আসিলেই এদিককার দলটা পূর্ণ হয়। ত্রিলোচন সাজ-গোজের মধ্যে এর পূর্বেও আসিয়া কয়েকবার খোঁজ লইয়া গিয়াছে, আবার তর্জনীর ডগায় একটু স্নো লইয়া মুখ বাঁকাইয়া দক্ষিণ গালটা নির্মমভাবে ঘষিতে ঘষিতে আসিয়া হাজির হইল; প্রশ্ন করিল, "এল র‍্যা?"

ঘোঁৎনা বলিল, "ওর মামা ওকে যে রকম আগলে বসে আছে দেখলাম—"

এমন সময় হালদারদের বাড়ির পাশের গলিটায় সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ হইল, এবং গন্‌শা সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং সবেগেই দলটির মাঝখানে প্রবেশ করিয়া ব্রেক চাপিয়া নামিয়া পড়িল। জবাবদিহি হিসাবে বলিল, "গ-গ্‌গন্‌শাকে আটকায়, সে এখনও মা-ম্মায়ের পেটে।"

ছোকরা একটু তোৎলা ; রাগিলে কিংবা উৎসাহিত হইলে এক একটা অক্ষর প্রায়ই দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। ডান দিকের ভ্রূটায় একটা হেঁচকা টান দিয়া সামলাইয়া লয়।

রাজেন বলিল, "তোর কিন্তু না গেলেই ভাল হ'ত গন্‌শা। এতদিন হাঁটাহাঁটি করে সাহেব যদি বা ইণ্টারভিউয়ের জন্যে আজ ডাকলে, বরযাত্রা যাওয়ার লোভে—"

ঘোঁৎনা বলিল, "তা'তে আবার আজকাল চাকরির যা বাজার।"

গন্‌শা বলিল, "তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এর পর আমার নি-নিজের বিয়েতে বলবি, গ-গ্‌গন্‌শা, তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা-চ্চাকরির খোঁজ করগে।"

গণেশের কথাটা বলিবার হক আছে। সে ত্রিলোচনকে তাস খেলিতে শিখাইয়াছে, সিগারেট খাইতে শিখাইয়াছে, চলন্ত ট্রামে উঠা-নামা করিতে শিখাইয়াছে, এবং নিয়মিতভাবে বায়স্কোপের সিরিয়াল-অসিরিয়ালে লইয়া গিয়া পৃথিবীর যত সিনেমা-জ্যোতিষ্কদের নাম মুখস্থ করাইয়া তাহাকে সকল দিক দিয়া লায়েক করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। আপাতত এ কয়দিন ধরিয়া দাম্পত্য-নীতিতে জোর তালিম দিতেছে সেই, এবং বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-রাজ্য করায়ত্ত করিবার পূর্বে বাসর-দুর্গটি কি করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে, তাহারও কৌশল-কানুন অধিগত করা হইতেছে ঐ গন্‌শারই নিকট।

এল না ?
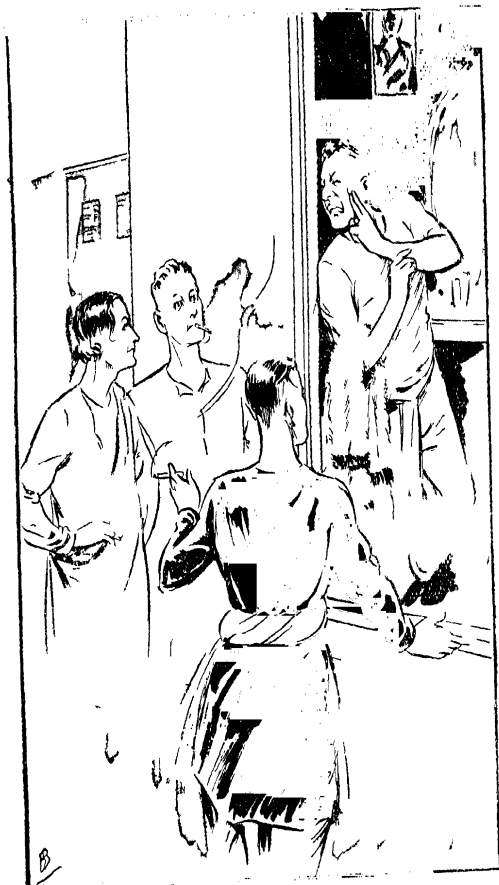
গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ যা শীগ্‌গির যা, কি কি আছে র‍্যা ?"

ত্রিলোচনকে ফিরাইয়া ঘোৎনা বলিল, "আর শোন্, ওদিকে কে কে যাচ্ছে বল্‌ তো ? বেশি ভেজাল বাড়লে আবার ফূর্তি জমবে না।"

ত্রিলোচন বাঁ হাতের আঙুলের পর্ব গুনিতে গুনিতে বলিল, "বাবা এক, মেসো দুই, সেজপিসে, সহায়রামবাবু, এই হ'ল চার, আর, আর—"

বাংলা দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কে. গুপ্ত ভয়ে ভয়ে মনে করাইয়া দিল, "একজন পুরুত যাবে না ?"

ত্রিলোচন গুনিল "পুরুত পাঁচ, দীনে নাপতে ছয়। পুরুত-মশাই নিজে যেতে পারবেন না, তার কাকা ন্যায়রত্ন মশাই যাবেন।"

গোরাচাঁদ একটু অস্বস্তির সহিত বলিল, "এই ছ'জনেও মিষ্টিমুখ করবে তো ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "পুরুত-ঠাকুরের কাকা ? সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার উপর ; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে !"

ত্রিলোচন বলিল, "তাকে দীনে সামলাবে।"

রাজেন বলিল, "একা দীনে ব্যাটা ক'জনকে সামলাবে ? ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্জের যাওয়া মানে বোতলের শ্রাদ্ধ।"

ত্রিলোচন বলিল, "সহায়রামবাবু আর সেজপিসে রাত্তিরেই

চলে আসবে ; কাল তাদের আপিসের মেল-ডে কিনা, ছুটি পেলে না। আর বোতল ? ছু' পাঁট সাফ হয়ে গেছে, ছু' ডজন চপ কাট্‌লেট—"

গোরাচাঁদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন মিছিমিছি তিলুকে আটকাচ্ছিস সবাই ? সাজগোজে দেরি হয়ে যাবে, ভাল করে একটু সাজতে হবে তো ? কথায় বলে বরসজ্জা।… ঐ সঙ্গে কিছু চপ কাট্‌লেট সরিয়ে ফেলগে ত্রিলোচন, ট্রেনে কাজ দেবে।"

উপর হইতে ছোট বোন ডাকিল, "দাদা, গল্প করছ, জামাকাপড় প'রতে হবে না ? বউদি চন্দন-টন্দন নিয়ে ব'সে আছেন যে।"

গোরাচাঁদই উত্তর দিল, "তোদের সব তাড়াতাড়ি।" ত্রিলোচনের গেঞ্জিতে একটা টান দিয়া বলিল, "আগে গিয়ে কি যেন মিষ্টিমুখের কথা বলছিলি, দেখে শুনে দিগে। তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলে তোর মার মনে আবার শুভদিনে একটা খটকা থেকে যাবে। ও সাজগোজের জন্যে ভাবিস নি, আজকাল আবার মেলা সাজগোজ করাটা ফ্যাশান নয়, না রে গন্‌শা ?"

গন্‌শা বলিল, "তা বইকি, আজকাল যত—"

ত্রিলোচন পা বাড়াইল, গন্‌শা হঠাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, "মা-স্মালা, গোলাপজল, এসেন্স পাঠিয়ে দিগে, আর আমার জন্যে একটা সিল্কের রুমাল আর ভা-ভ্‌ভালো শাল পারিস তো, পা-প্পালিয়ে এসেছি কিনা ; আর দেখ…"

ত্রিলোচন দরজার নিকট ফিরিয়া দাঁড়াইতে গন্‌শা বাঁ হাতটা তুলিয়া সিগারেটের টিন আঁটে এই পরিমাণ একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুদ্রা সৃজন করিয়া বলিল, "বা-ববাগাবি একটা!"

উত্তরে ত্রিলোচন বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুইটা তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "সে হয়ে গেছে—এই!"

গন্‌শা বিরক্ত হইয়া গোবর্চাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "বে-বেবেচারা বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা করাবার সময় করবে? খ্যাঁটের গন্ধ পেলে তোর জ্ঞান থাকে না গোরে? আমায় আবার সা-সৃসাক্ষী মানতে কে বলছিল বা? একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অমনই, 'না রে গন্‌শা'?"

[২]

যেখানে বিবাহ সে গ্রামটার মূল নাম গোকুলপুর; পরে 'কালসিটে-গোকুলপুরে' দাঁড়ায়। কবে নাকি গ্রামের লোকেরা এক মাতাল গোরার দলকে উত্তম-মধ্যম দিয়া এই সামরিক খেতাবটা অর্জন করে। মুখে মুখে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন শুধু 'কালসিটে'তে দাঁড়াইয়াছে।

বরযাত্রীর দলও প্রায় গোরার মতই শত্রুস্থানীয়, তাই গ্রামে কোন বরযাত্রী আসিলেই ছেলে-ছোকরারা সুযোগমত কানে তুলিয়া দেয়, "এ যার নাম কালসিটে মশাই, একটু সমঝে চলতে হবে।"

গ্রামটা ডায়মণ্ড হারবারের কাছাকাছি, ষ্টেশন হইতে মাইল তিন চার দূর।

বাড়িটা নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। গ্রামের সব বাড়িই এই রকম। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে খানা-ডোবা; দুই একটা মাঝারি সাইজের পুকুরও আছে, সব জলে টইটুম্বুর। জলটা ঘাটের কাছে একটু দেখা যায়; তাহার পরই ঘন সতেজ পানার কার্পেট।

সদর আর অন্দর আলাদা আলাদা, রসি দুয়েকের তফাৎ হইবে। উৎসব উপলক্ষে সদর-বাড়ির সামনে একটি ছোট শামিয়ানা পড়িয়াছে। শামিয়ানার চারিদিকে খুঁটিতে কাচের পাত্রে মোমবাতির নিষ্প্রভ আলো, মাঝখানে একটা তীব্র-জ্যোতি গ্যাসের আলো—বকমধ্যে হংস যথা শোভা পাইতেছে। অন্দর-বাহির মিলিয়া আরও গোটা-কতক গ্যাসের আলো।

শামিয়ানার মধ্যে বরের আসর। বর বিষণ্নমুখে বসিয়া আছে এবং দূরে পাড়ার কোন মেয়ের দল বাড়ির মধ্যে যাইতেছে দেখিলেই বাসরঘর স্মরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "বাপ রে দফা সারলে আজ!" তাহাকে ঘিরিয়া

তাহার বন্ধুবর্গ। সবচেয়ে কাছে গন্‌শা, একটা মখমলের বালিশ বুকে চাপিয়া ত্রিলোচনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে ত্রিলোচনও মুখটা বাড়াইয়া আনিতেছে, এবং একটু আধটু কথাবার্তা হইতেছে।

একটু দূরে কর্তারা। বলা বাহুল্য, সকলেই অপ্রকৃতিস্থ কম-বেশি করিয়া! সহায়রামবাবু কন্যাযাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য, তিনি কতশত জায়গায় বরযাত্রী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ কোথাও দেখেন নাই। নানা রকম উদাহরণ দিয়া অশেষ প্রকারে কথাটা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুশকিল, তাহারা কোন রকমেই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাহাদের মধ্যেও সব অল্পবিস্তর নেশা করিয়াছে এবং ধরিয়া বসিয়াছে, তাহারা অতি দীনহীন ইতর; বরপক্ষীয়েরা বরং অতিশয় ভদ্র ও সম্মানার্হ, এ গ্রামে এ রকম বরযাত্রী কখন আসে নাই।

কথাটা অমায়িক মৃদু হাস্যে, হাতজোড় প্রভৃতি বিনয়োচিত প্রথায় আরম্ভ হইয়াছিল; ক্রমেই কিন্তু সে ভাবটা তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল, এবং একটা জেদাজেদির সঙ্গে সবার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিসে একটু উষ্ণ হইয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, "কেমনতর লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে, অপনাদের মত ভদ্রলোক দেখিনি, তা কোনমতেই মানবেন না? ভারি জ্বালা তো!"

ওদিককার একজন তাঁহারই মত ভারি আওয়াজে উত্তর করিল, "আর আমাদের "কথাটা বুঝি কিছু নয় তা'হলে মশাই? আমরা এতগুলো ভদ্রলোক মিথ্যেবাদী হ'লাম?"

ত্রিলোচনের পিসের পোষকতা পাইয়া সহায়রামবাবুর আত্মসম্মান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাগিয়া গলা চড়াইয়া বলিলেন, "ক'টা ভদ্রলোক আছে আপনাদের মধ্যে গুনে দিন তো দেখি, চিনতে পারছি না। ভদ্রলোকের মান রাখতে জানেন না, আবার ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিতে যান!"

বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহার উচ্চারণ আরও বেশি গাঢ় এবং অস্পষ্ট।

পিছন হইতে একটা ছোকরা শাসাইল, "এটা কালসিটে মশাই, মনে থাকে যেন!"

একটা বাড়াবাড়ি রকম কিছু হইতে যাইতেছিল, কন্যা-বাড়ির লোকেরা এবং কয়েকজন বয়স্থ লোক আসিয়া তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিল। সহায়রামবাবু আর ত্রিলোচনের পিসেকে ধরিয়া সদর-বাড়ির ঘরে উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং ওদিককার কয়েকজনকেও সরাইয়া আসরের নিদারুণ ভদ্রাভদ্র সমস্যাটা কতক হালকা করিয়া দিল।

রাজেন তাহার নিজের লেখা কবিতা বিলি করিতে যাইতেছিল। ঘোৎনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল, কানের কাছে মুখ দিয়া বলিল, "এই, সব ক্ষেপে রয়েছে, এখন আর ঘাটাস নি। যারা পড়তে জানে না, ভাববে ঠাট্টা করছে।"

রাজেন ক্ষুণ্ণমনে বলিল, "তাহ'লে এগুলো কি হবে? এত কষ্ট করে লিখলাম, ছাপালাম, কেউ পড়বে না?"

গোরাচাঁদ আশ্বাস দিল, "ভাবিস নি, আমি কাল শেয়ালদার মোড়ে বিলি করিয়ে দোব'খন। আজকাল একটা ছোঁড়া জ্যাঠার 'সন্ন্যাসী-প্রদত্ত দদ্রুভৈরবে'র হ্যাণ্ডবিল বিলোয় কিনা, সঙ্গে একখানা করে তোর 'হর্ষোচ্ছ্বাস' দিয়ে দেবে।"

রাজেন কোন উত্তর দিল না, নাক মুখ কুঞ্চিত করিয়া পত্তের বাণ্ডিলটা হাতের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল।

ত্রিলোচন ভীতভাবে গন্‌শার দিকে মুখটা সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল, "দেখলি তো পিসে আর সহায়রামবাবুর কাণ্ডটা, ওদের আর কি? ওঁরা দুজনেই তো এই গাড়িতে লম্বা দেবে, সব ঝোঁকটা গিয়ে পড়বে আমার ওপর। ভাবটা বুঝেছিস তো? ব্যাটারা বাড়িতে সব মেয়েদের খবর দিতে গেল, আসরের শোধ বাসরে তুলবে।...আঃ, গোলমালে আবার গানের অন্তরাটা দিলে ভুলিয়ে। তারপর কি র‍্যা গন্‌শা, 'মুহা পঙ্কজ সোঙ্‌রি সোঙ্‌রি'? একটু মাথাটা সরিয়ে আন, সুর করেই বল্।"

গন্‌শা মখমলের বালিশের উপর তর্জনীর টোকা দিতে দিতে ত্রিলোচনের মুখের উপর ভাবব্যাকুল চোখ দুইটা তুলিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল, "মুহা পঙ্কজ সোঙ্‌রি সোঙ্‌রি, চিত মোর ব্যা—ব্যা—ব্যা"

রাজেন সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল, এই

চিত মোর ব্যা—ব্যা—ব্যা—

গাঁটের মাথায় নিজের গলাটা জুড়িয়া দিল, “ব্যাকুল হোয়, নয়না নিদ জানত নেহি, মানত নেহি—”

গন্‌শা গাহিতেছিল, “জ-জ্জা-জ্জানত নে-ন্নে—”

রাজেনের হাতটা টিপিয়া বলিল, “তুই থাম, এগিয়ে যাচ্ছিস তা-তাড়াহুড়ো করে।”

রাজেন এই রকম চারিদিকেই থাবা খাইয়া নেহাৎ অপ্রসন্ন ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এমন জানিলে কখনই আসিত না। গন্‌শার ব্যবহারে তাহার দুঃখটা বিশেষ করিয়া এইজন্য যে, গানটি তাহার স্বরচিত, যদিও গন্‌শার সুর দেওয়া। রাজেন 'বাসর-তাণ্ডব' নাম দিয়া ঝালোয়ার প্রদেশের রাজপুত-কাহিনী অবলম্বন করিয়া একটা নাটক লিখিতেছে। ঝালোয়ার-সামন্ত সুব্বা সিং বাসরঘরে রাজপুত বীরাঙ্গনা-পরিবৃত হইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূ মীরাবাঈয়ের উদ্দেশ্যে তন্ময় হইয়া গানটি গাহিতেছেন, এমন সময় খবর পাওয়া গেল দুর্গপাদদেশে মুঘল সৈন্য।

এই সময় ত্রিলোচনের বিবাহের হাঙ্গামা আসিয়া পড়ায় নাটকটা আর অগ্রসর হয় নাই। রাজেন স্থির করিয়াছিল, রাজপুতদের জিতাইবে; কিন্তু গন্‌শার দুর্ব্যবহারে মেজাজটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া যাওয়ায় মনে মনে ভাবিতেছে, গণেশশংকর নাম দিয়া একটা তোৎলা দাগাবাজ ব্রাহ্মণকে দাঁড় করাইয়া রাজপুত-বাহিনীকে মুঘলের হস্তে বিধ্বস্ত করাইয়া দিবে।

গোরাচাঁদ কে. গুপ্তকে বলিতেছিল, "লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে, কি রকম খাওয়াবে কে জানে!"

এমন সময় ত্রিলোচনের পিতা ডাক দিলেন, "বাবা গোরাচাঁদ, শুনে যাও একটা কথা।"

গোরাচাঁদ কাছে গিয়া বসিল। ত্রিলোচনের পিতার চোখ দুইটি বেশ একটু রক্তাভ, বেশ অনায়াসেই যে চাহিয়া আছেন এমন বোধ হয় না। গোরাচাঁদের কাঁধের উপর কোমলভাবে স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আমার ত্রিলোচন আর তোমরা কি আলাদা?"

গোরাচাঁদ এ প্রশ্নের কোন সংগত কারণ খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু প্রশ্নকর্তার অবস্থা দেখিয়া সহজে অব্যাহতি পাইবার আশায় উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, আমরা সবাই আপনার ছেলের মতন, কিছু তফাৎ নেই তো। তিলুকে নিজের ভাই জেনেই তো এসেছি সব।"

"তা হ'লে একটি কথা, কেউ তোমরা এখানে অন্নস্পর্শ ক'রো না আজ।"

গোরাচাঁদ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ আবার কি ফ্যাসাদ! একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর তাহার একটা সম্ভাবনার কথা মনে হইল; বলিল, "আজ্ঞে, আমরা যা, ত্রিলোচনও তাই; কিন্তু ওর আজকে বিয়ে বলে কিছু খেতে নেই, আর আমরা তো শুধু বরযাত্রী হয়ে এসেছি কিনা—"

"সেজন্যে নয়। এদের আক্কেলটার কথা ভাবছি, আমাদের

কি অপমানটা করলে দেখলে না? আমি যৎপরোনাস্তি রেগেছি গোরাচাঁদ; এই আমি আর তোমাদের মেসো ব'সে আছি, বর তুলে নিয়ে যাক তো আমাদের সামনে থেকে!"

গোরাচাঁদ ভীত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে সেটা কি ভাল হবে? খেতে বারণ করেন সে কিছু শক্ত কথা নয়, কিন্তু এরা যে রকম অবুঝ আর বেয়াক্কেলে লোক দেখছি, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গাম—"

"ওরে, এই দিক পানে; অন্দরে নিয়ে যা, ওই দিক দিয়ে ঘুরে যা!"

কয়েকটা ভারী দই-ক্ষীরের তিজেল বাঁকে লইয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে, কর্তাগোছের একজন তাহাদেরই নির্দেশটা দিল। গোরাচাঁদ সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া লইয়া বলিল, "কি যে বলছিলাম? হ্যাঁ, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গাম—এমন কি, না খেলেও একটা রীতিমত হাঙ্গাম করতে পারে। তাই বলছিলাম—"

ত্রিলোচনের পিতা গন্‌শাকে ডাক দিতে যাইতেছিলেন। গোরাচাঁদ ত্রস্তভাবে বলিল, "আমি দিচ্ছি ডেকে, আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন? হ্যাঁ, ও বরং চালাক আছে, যা বলে—"

গিয়া গন্‌শাকে বলিল, "তিলুর বাবা ডাকছেন রে।" একটু চাপা গলায় তাড়াতাড়ি টিপিয়া দিল, "দেখিস যেন মেলা আত্মীয়তা করতে যাস নি; তা হলে আমার মতন বেকায়দায় ফেলে খাওয়া বন্ধ করবে, ভয়ানক খাপ্পা হয়েছে এদের ওপর।"

এই সময় কন্যাকর্তা গলায় গামছা দিয়া করজোড়ে বরের আসরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণ ভাবে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এইবারে বরকে নিয়ে যাবার—। কই, বেয়াই-মশাই কোথায়? এই যে—"

কাছে গিয়া বলিলেন, "তা হ'লে দাদা, অনুমতি দিন এইবার।"

গোরাচাঁদ, গন্‌শা, ত্রিলোচন সকলেই রুদ্ধশ্বাসে একটা বিষম দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিতা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে-সুস্থে উঠিয়া কন্যাকর্তাকে বুকে জড়াইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই, আজ যদি—ওফ!"—গলাটা অশ্রুবদ্ধ হইয়া পড়ায় আর বলিতে পারিলেন না।

যাইবার সময় ত্রিলোচন বন্ধুদের দিকে একটা বিপন্ন অসহায় ভাবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। কে. গুপ্ত একটু কাছে ছিল, সাহস দিয়া বলিল, "যান, ভগবান আছেন।"

বর চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ত্রিলোচনের পিতার নিকট গেল; ডাকিল, "জ্যাঠামশাই!"

ত্রিলোচনের পিতা শোকাচ্ছন্নভাবে মাথাটা হাতের তেলোয় ধরিয়া বসিয়া ছিলেন; মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "কে, গোরাচাঁদ? গোরা রে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত—ওফ!"

গোরাচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছিলাম, আর তবে না-খাওয়ার হাঙ্গামাটাও করে কাজ নেই, কি বলেন? যখন মিটেই গেল—"

[৩]

বর চলিয়া গেলে কন্যাপক্ষের একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বরযাত্রীদের মধ্যে কাঁরা এই গাড়ীতে ফিরে যাবেন যেন?"

ঘোৎনা বলিল, "হ্যাঁ, সহায়রামবাবু আর বরের পিসেমশাই, তাঁরা ঐ ঘরে রয়েছেন।"

প্রশ্নকর্তা বলিল, "দুজন তা হ'লে? বলেন তো আপনাদের সবারই জায়গা করে দিই; ক'জন আছেন সব মিলিয়ে?"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি সামনে আগাইয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়! আছি, আমি এক, ঘোৎনা দুই—"

গনশা নিচু গলায় ধমক দিয়া বলিল, "খা-খ্‌খালি খাই খাই, স্ত্রী-আচার দেখবি নি? রাজুকে খোঁ-খ্‌খোঁজ নিতে পাঠালাম কি করতে?...আজ্ঞে না, আমরা একটু ফূর্তিটুর্তি করি, খাওয়া তো রোজই—"

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ঠিক, একটু আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা করুন।...কই হে, এঁদের ডেকে নাও না তোমরা। শিবপুর

থেকে এসেছেন, গান-বাজনার দেশ ; বলে, গাইয়ে বাজিয়ে সুর, তিনে শিবপুর…

সভার এক দিকে গান-বাজনা হইতেছিল। এক চুড়িদার পাঞ্জাবী-পরা ছোকরা শীর্ণ কাঁধের উপর কেশভারাক্রান্ত মাথাটা প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া নাড়িয়া গান গাহিতেছে, সাত আটটি সমবয়সী মন্দিরা বাজাইয়া, শিস্ দিয়া, হাততালি দিয়া, তুড়ি বাজাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। আশ-পাশের আর সকলে সমস্ত দলটির মৃত্যুকামনা করিতেছে।

ভদ্রলোকের কথায় একজন বলিল, "আমরা তো তাই চাই। আপনারা দয়া করে—"

গন্‌শা সবার মুখপাত্র হইয়া বলিল, "মা-প্মাপ করবেন ; আমাদের মধ্যে কেউ গা-গ্‌গাইতে বাজাতে জানে না।"

ওদিক্‌কার একজন বলিল, "সে কথা শুনব কেন মশাই ? সাদা কথাতেই আপনার অমন গিটকিরি বেরুচ্ছে, গাইতে বসলে—"

অপর এক ছোকরা জুড়িয়া দিল, "গিটকিরি ছাড়া তো কিছু বেরুবেই না।"

গন্‌শা একটা রাগারাগি গণ্ডগোল করিতে যাইতেছিল, রাজেন আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধে হাত দিয়া চাপা গলায় বলিল, "হাড় ক'খানির মায়া রাখ ?"

গন্‌শা ফিরিয়া বলিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

"তা হ'লে স্ত্রী-আচার দেখবার নাম ক'রো না ; যা করে

বেঁচে এসেছি, আমিই জানি।...বাইরে দাঁড়িয়ে যাব কি না যাব ভাবছি, একটা কেলে রোগা ছোঁড়া এসে বললে, ভেতরে চলুন না, বাইরে কষ্ট করছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ কোথা থেকে এসে কাঁধের উপর হাত দিয়ে—কে মশাই আপনি? ফিরে দেখি, ইয়া লাস, আমার পায়ের গোছ তার হাতের কব্জি। পরে একজনের কাছে খবর নিয়ে জানলাম, কনের কাকা, নাম জগুদা। থতমত খেয়ে বললাম, বরযাত্রী—স্ত্রী-আচার দেখছি।”

“ ‘শুনে সুখী হ’লাম। একলা যে?’ ”

“বললাম, ‘তারা আসব আসব করছে।’ ”

“ ‘শুনে সুখী হ’লাম, তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন। একটিতে আমার হাতের সুখ হবে না।...কালসিটেতে এসে স্ত্রী-আচার দেখবে? মাতলামির আর জায়গা পাও নি?’ ”

“আমি তো ভয়ে কেঁচোটি হয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলাম। দেখি, সেই হারামজাদা ছোঁড়াটা কোণে দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে; যদি কখনও শিবপুরে পাই ব্যাটাকে—”

গান-বাজনার কথা লইয়া গনশার রাগটা চড়িয়াই ছিল, আরও ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, “ইডিয়ট! ভী-ভ্‌ভীরু কোথাকার! বি-বিয়ে দেখতে এসে যদি স্ত্রী-আচারই দেখলাম না তো—। চল্ সবাই, দে-দেখি কে কি করে!”

গনশা দৃপ্তভাবে পা ফেলিয়া অগ্রণী হইল, আর সবাই সাহস এবং উৎসাহের অনুপাতে আগু পিছু হইয়া চলিল।

রাজেন শুধু ভীরু অপবাদটা দূর করিবার জন্য গন্‌শার পাশে রহিল।

সদর ছাড়াইয়া একটু দূরে যাইতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা। গায়ে একটা সোয়েটার মাত্র, সরল পেশিগুলা জাগিয়া আছে। একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া এদিকেই আসিতেছিলেন, রাজেন দূর হইতে চিনাইয়া দিল; অবশ্য চিনাইয়া না দিলেও কোন ভুল হইত না।

কাছে আসিয়া রাজেনকে লক্ষ্য করিয়া একটা খসখসে গম্ভীর আওয়াজে বলিলেন, "এই যে, সবাইকে ডেকে এনেছেন!"

রাজেনের মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, মানে হচ্ছে এরাই সব বললে—"

ঘোৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "গোরাচাঁদ বললে, বরং খেয়ে নিলে হ'ত; আমি বললাম তা হ'লে কনের কাকাকে গিয়ে বললেই হবে, তিনি সব করছেন কম্মাচ্ছেন—"

রাজেন বলিল, "আমি বললাম, আর জগুদা লোকও বড় ভাল।"

গন্‌শা বলিল, "লো-ল্লোক ভাল শুনে আমি বললাম, চ-চ্চল তা হ'লে আম্মো যাই, জগুদার সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয়ও হবে। সে-স্‌সে একটা মস্ত সৌভাগ্য কিনা।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "বেশ বেশ; কিন্তু দু-একটা জিনিস

এখনও বাকি আছে। যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো গোরাচাঁদ বাবু না হয়—”

ঘোৎনা বলিল, “সেই খুব ভাল কথা। গোরাচাঁদ, তুই তা হ’লে—। কোথায় গেল গোরাচাঁদ?”

শুরুতেই যেই ঘোঁৎনা ‘গোরাচাঁদ বললে’ বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, গোরাচাঁদ বহির্মুখী একটি ছোট্ট দলে ভিড়িয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কেহ আর কোন কথা কহিল না। শুধু কে. গুপ্ত একটু ছাপরেয়ে ইডিয়ম মিশ্রিত করিয়া বলিল, “খুব হট্টাকট্টা জোয়ান, গ্র্যাণ্ড ফুল ব্যাক হয়, গোষ্ঠ-পালের জোড়া!”

আরও ঘণ্টা দুয়েক কাটিল। দলটা খানিকক্ষণ স্রোতের কুটাকাঠির মত এদিক সেদিক করিয়া কাটাইল। দুই একজন সহায়রামবাবুদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেও চাহিল; বাকি সবাই তাহাদের আটকাইয়া রাখিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই আবার আসরে আসিয়া জুটিল। ভাঙ্গা আসর, এখানে সেখানে এক-আধজন শুইয়া গড়াইয়া আছে। আশে-পাশেও লোক বিরল, আলোও বেশির ভাগ নির্বাপিত। গোরাচাঁদ একটা বালিশের উপর কাত হইয়া বলিল, “খাইয়েছে মন্দ নয়, তবে একটু একটেরেয় পড়ে গিয়েছিলাম, এই যা।”

খানিকক্ষণ খাওয়ার আলোচনাই চলিল।

গোবাচাঁদ আবার বলিল, "রাজু, তোর পদ্যটা পড়্ তো একটু, শুনি। গোড়াটায় বেশ লিখেছিস—'আজকে সখা দিল-পেয়ালায় ফূর্তি-সরাব উছলে ওঠে!"

আর শ্বশুরা লোকও বড় ভাল…

ঘোঁৎনা বিরক্তভাবে বলিল, "আরে দুৎ, উছলে ওঠে! তিলুর বিয়েটা জমতেই পেলে না, পদে পদে বাধা; এ যেন—। গন্‌শা কোথায়? দেখছি না যে?"

রাজেন বলিল, "তাই তো!"

শুইয়া বসিয়াই সকলে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

কে. গুপ্ত হঠাৎ ঘোঁৎনার কাঁধটা নিজের কাছে টানিয়া বলিল, "দেখুন তো গণেশবাবুর মতই না?"

ঘোঁৎনা বলিল, "তাই তো বোধ হচ্ছে; অন্ধকারে ওখানে কি করছে ছোঁড়া?"

সদর-বাড়ির বাঁ দিক দিয়া একটা রাস্তা স্টেশনের দিকে গিয়াছে এবং তাহারই একটা সরু ফেঁকড়া ঘন বনজঙ্গল রাবিশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া অন্দর-বাড়ির পিছন দিকে হারাইয়া গিয়াছে। সেই রাস্তাতেই একটা বিচালির গাদার আড়ালে গন্‌শাকে দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছে। বিচালিটা পার হইয়া বেশ সহজ ভাব ধারণ করিল। দলের মধ্যে আসিয়া সকলের উৎসুক প্রশ্ন নিবারণ করিয়া চাপা গলায় বলিল, "চুপ!"

বলিয়া নিজেও একটু চুপ করিয়া রহিল। ঘোঁৎনা তাহার কাপড় হইতে একটা চোরকাঁটা ছাড়াইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় গিয়েছিলি রে গন্‌শা?"

গন্‌শা মুখটা একটু নিচু করিল, সবাই ঘেঁষিয়া আসিলে বলিল, "তি-ত্রিলুর বাসরঘর দেখে এলাম।"

'সে কি!' 'ধুৎ, মিছে কথা!' 'মাইরি?'—বলিতে বলিতে সবাই আরও ঘেঁষিয়া আসিল। কে. গুপ্ত বলিল, "ত্রিলোচন-বাবু আছেন তো?—কানটান—জামায় রক্তটক্ত—"

"আপনার ত্রিলোচন এখন সহস্র-লোচন ইন্দ্র হয়ে ব'সে আছে, চা-চ্চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদি!"

রাজেন কল্পনায় চিত্রটা আঁকিয়া লইয়া বলিল, "উঃ, যেতে হবে মাইবি!"

গন্‌শা জানাইয়া দিল, অভিযানটা বেজায় শক্ত। সরু রাস্তাটা একটু গিয়া আর নাই। তাহার পর দূরের গান-বাজনা আর মাঝে মাঝে হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া, ঘন আগাছার মধ্য দিয়া ছাই, গোবর, ভাঙ্গা ইঁট, সুরকির গাদা প্রভৃতির উপর দিয়া বাড়ির পিছন দিকে পৌঁছিতে হইবে। সে আরও মারাত্মক জায়গা, চাপ জঙ্গল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুইটা ঘর পার হইয়া বাসরঘরটা। খড়খড়ি-দেওয়া পাশাপাশি দুইটা জানালা শীতের জন্য বন্ধ। একটার জোড়ের কাছটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছে, আর অন্যটাতে একটা খড়খড়ির নিচের দিকে একটা ছোট্ট ফালি উড়িয়া গিয়াছে। "ভ-ভগবানের দয়া"—বলিয়া গন্‌শা বিবরণ শেষ করিয়া প্রশ্ন করিল, "বো-বোঝ; চাও যেতে কেউ?"

ঘোৎনা বলিল, "আলবৎ যাব, এর আর বোঝাবুঝি কি আছে?"

কে. গুপ্ত বলিল, "সাপখোপ—"

ঘোৎনা ধমক দিয়া বলিল, "রাত্তিরে ঐ নাম করছেন? আচ্ছা কাঠগোঁয়ার তো!"

কে. গুপ্ত ধাধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল।

গন্‌শা বলিল, "তবে হ্যাঁ, জঙ্গলের ওদিকে খানিকটা ফাঁকা মা-ঠ আছে, যদি তাড়া করে তো—"

গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "কি দেখলি জানলার ফাঁক দিয়ে গন্‌শা? এক ঘর বুঝি খুব সুন্—"

রাজেন বাধা দিল, "থাক, বর্ণনা করলে আবার বাসি হয়ে যাবে।"

"সে করাও যায় না!"—বলিয়া গন্‌শা সকলের উৎসুক কল্পনাকে একেবারে চরমে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল।

[৪]

দুইটা জানালার মধ্যে হাত চারেকের জায়গা। একটা রাজেন আর গন্‌শা, অপরটা ঘোৎনা আর কে. গুপ্ত দখল করিল।

পথে গোরাচাঁদের পা দুইটা হাঁটু পর্যন্ত একটা গোবরগাদায় ডুবিয়া গিয়াছিল। গন্‌শার কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলিল, "ওরে গন্‌শা, বড্ড কুটকুট করছে; উঃ কি করি বল্ তো?"

গন্‌শার মন তখন অন্য রাজ্যে। একটি ষোড়শী আসিয়া কনের মুখের ঘোমটা তুলিয়া ত্রিলোচনকে বলিতেছে, "এই দেখ ভাই। আহা, বেচারী এইজন্যে মনমরা হয়ে ছিল গো। দেখ দিকিন কেমন!"

গোরাচাঁদ গন্‌শার কাঁধটা একটু টিপিয়া বলিল, "শুনেছিস ? গেলাম, গেলাম মাইরি, গোবরটা নিশ্চয় পচা ছিল।"

গন্‌শা ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিল, "কি করে জানলি ?"

গোরাচাঁদ খিঁচাইয়া বলিল, "কি করে জানলি ! ভয়ানক কুটকুট করছে যে পা দুটো।"

গন্‌শা চোখ দুইটা ছিদ্রপথে আরও ভাল করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

গোরাচাঁদ নিরাশ হইয়া অপর জানালায় চলিয়া গেল, ঘোৎনার জামার খুটে একটা টান দিয়া বলিল, "ঘোঁতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ—"

"না, হয় না ; ফেলে দে।"—বলিয়া ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি আবার দৃষ্টিটা গবাক্ষবদ্ধ করিল।

ষোড়শী চঞ্চলে চোখ দুইটি তখন বরের মুখের উপর রাখিয়া আবদারের সুরে বলিতেছে, "হ্যাঁ ভাই বর, অমন চাঁদপানা মুখ একখানা দেখিয়ে দিলাম, মজুরী হিসেবেও একখানা গান—"

একটি কিশোরী বলিল, "হ্যাঁলা সরীদি, জানিস না, দয়া করলে কি আকে রস দেয় ? কানে মোচড় না দিলে কি গান বেরোয় ?"

ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে টিপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দেখলেন ঐটুকু মেয়ে অবলীলাক্রমে বিদ্যেসুন্দর আউড়ে দিলে !"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "সে আবার কি?"

ঘোঁৎনা মুখ ঘুরাইয়া লইয়া মনে মনে বলিল, "তোমার মুণ্ডু, কাটখোট্টা!"

ওদিকে রাজেন গন্‌শাকে প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিতেছিল, "পোষ মাসে বিয়ে হয় না, না রে গন্‌শা? ধর্ যদি তেমন জরুরি হয়? আচ্ছা মাঘ মাসে? মাঘ মাসের গোড়ায় দিনটিন আছে কি না খোঁজ রাখিস্?"

ঘরের ভিতর কানমলার অনেকগুলি সমর্থনকারিণী জুটিয়া গেল। ত্রিলোচন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াইয়া বলিল, "থামুন; আমি গাইব, তবে কথা হচ্ছে, গানের অন্তরাটা হারিয়ে যাচ্ছে, বাংলা নয় কিনা। যদি একবার ভেতরের বারান্দায় গন্‌শাকে ডাকিয়ে পাঠান তো—"

গন্‌শা তাড়াতাড়ি মুখটা সরাইয়া লইয়া অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার সহিত ফিসফিস করিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ বল্ দিকিন! ইডিয়ট! এক্ষুনি ওদিকে ডাক পড়বে, এখন কি করা—"

রাজেন দেখিতেই ছিল; হাতটা একবার 'না'র ভঙ্গিতে নাড়িয়া গন্‌শাকে টানিয়া লইল। গন্‌শা শেষের দিকটা শুনিতে পাইল, "আমরা গন্‌শা কি ট্যাপসা, এদের ডাকতে যাই আর কি!—"

গোরাচাঁদ গন্‌শা আর রাজেনের মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের চিড়চিড়ানিটা বাড়িয়া যাওয়ায় এক

রকম নাচিতে নাচিতেই সরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে গন্‌শাকে টানিয়া লইয়া চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "আবার চাগিয়েছে রে, গেলাম মাইরি!"

"তুই সব মাটি করলি; আয় তো এদিকটায় ফাঁকায় একটু সরে। সেই মেয়েটা এতক্ষণ বোধ হয়—"

পাশেই হঠাৎ দুয়ার খোলার আওয়াজ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ এঁটো পাতা, খুরি, গেলাস দুইজনের মাথায় কাঁধে পিঠে সজোরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তাহাদের ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই, "ওগো বাবা গো, ডাকাত!"—বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে একটা চীৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি, সবগুলা যেন এক মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

দলটার যে যেখানে ছিল, একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিবার সময় নাই, শুদ্ধ জীবধর্ম্মের প্রেরণায় কাজ। কোন রকমে বাঁচিতে হইবে, যেমন করিয়া হোক না কেন।

কে. গুপ্ত যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সোজা সেই দিকে ঘুরিয়া ছুট দিল; সদরের দিকে নয়, একেবারে সোজা।

"ঐ পালায়, পেছু নাও!"

"উত্তর দিকে ছুটেছে!"

ঘোঁৎনা পলাইবার উপক্রম করিয়া ঘুরিতেই একটা গাছে ধাক্কা লাগিল। বোধ হয় পেঁপেগাছ, খুব মোটা।

ওদিকে কে হাকিল, “না, বন্দুক না নিয়ে বেরিও না; খবরদার! টোটা ভরে বেরুবে।”

ঘোঁৎনা তরতর করিয়া পেঁপেগাছটার উপর উঠিয়া পড়িল। একটু উপরে উঠিয়াই টের পাইল, কতকগুলা ডাল বাহির হইয়া একটা ঝোপ; আপাততঃ সেখানটায় একটু থামিল।

গন্‌শা গোরাচাঁদের কোমরের র‍্যাপারটা টানিয়া বলিল, “স-স্‌সামনেই ফাঁকা মাঠটা, শীগগির নেমে পড়্।”

রাজেন বলিল, “তার চেয়ে চেঁচিয়ে বল্, আমরা বরযাত্রী।”

“তুই আলাপ ক-করগে মুখ্যু।”—বলিয়া গন্‌শা গোরাচাঁদকে একরকম টানিতে টানিতেই পা বাড়াইল।

পাশেই বাসরঘরে একটু যেন ধস্তাধস্তি হইতেছে। একজন বয়স্থার গলার আওয়াজ, “ওরে না না, জানালা খুলিস নি, ওদের হাতে বন্দুক থাকে, ওরে অ নীহার! কি নির্ভয় মেয়ে সব বাবা আজকালকার!”

জানালাটা টানা-হিঁচড়ানির মধ্যে খুলিয়া গেল। রাজেন এক রকম লাফ দিয়াই গন্‌শা আর গোরাচাঁদকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পরেই পাতলা আগাছার মধ্য দিয়া ছুট। হাত-কয়েক পরে জমিটা সামনে একটু নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরেই ফাঁকা। তিনজনে ঢালুটুকু এক রকম লাফ দিয়াই কাটাইল; পরক্ষণেই ঝপাং ঝপাং ঝপাং করিয়া তিনটা শব্দ।

“ওরে, পুকুরে পড়েছে—খিড়কির পুকুরে, তিনটে!”

খিড়কির দরজা খুলিয়া গেল।

ওগো বাবাগো, ডাকাত!

"লালঠেনে হবে না, গ্যাস-লাইটটা নিয়ে আয়।"

"একটা টর্চ হ'লে হত,—বরযাত্রীদের কাছে একটা আছে, নিয়ে আয়; তারা ঘুমোচ্ছে বোধ হয়, জাগিয়ে দে।"

তিনজনে প্রাণপণে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রাজেন চাপাস্বরে বলিল, "এই তোর মাঠ? কি ভীষণ পানা রে বাবা! উফ্!"

গন্‌শা বলিল, "ঘা-ঘ্‌ঘাস ভেবেছিলাম। ডুব-সাঁতার কাট্।"

সমস্ত পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বেটাছেলের গলার আওয়াজ ক্রমেই বেশি শোনা যাইতেছে। নানা রকম প্রশ্ন, উত্তর, হুকুম।

"এই পুকুরে?"

"হ্যাঁ, ঘিরে ফেল। লাঠি শড়কি যাই হোক, সবাই এক একটা হাতে রেখো, ভয়ংকর লাস এক একটা।"

"রঘো বাগ্দীকে খবর দেওয়া হয়েছে?"—এটা যেন জগুদার স্বর।

এক কোণ হইতে গগনবিদারক আওয়াজ আসিল, "এজ্ঞে, এই যে মুই রামদা নিয়ে রয়েছি। নেমে পড়ব?"

এপার হইতে উত্তর হইল, "না, ঘিরে ফেল চারিদিক থেকে।...ওরে, কুকুর দুটোকে খুলে দে।"

"দেখতে পাচ্ছ কেউ?"

রঘো বলিল, "যেন তিনটে মাথা ওদিকপানে।"

গন্‌শা ডুব দিল।

"ছুটো!"

রাজেন ও গোরাচাঁদ ডুব দিল।

"গোঁত্তা দিয়েছে সব।"

"নজর রাখিস।"

রাজেন মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কতক্ষণ ডুবে থাকা যায়?"

গোরাচাঁদ প্রতিপ্রশ্ন করিল, "কতক্ষণ ভেসে থাকা যায়? আমার পেটে জায়গাই ছিল না,—তার ওপর জল—"

রাজেন বলিল, "পানার জল।...উঃ, কি কামড়ায় র‍্যা?"

গন্‌শা বলিল, "মা-স্মাছ—বোধ হয় পো-প্পোষা মাছ।"

রাজেন বলিল, "উঃ, পোষাই বটে ওদের, ছিঁড়ে ফেললে।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আবার পচা গোবরের চার পেয়েছে কি না?"

যে টর্চ আনিতে গিয়াছিল, খিড়কির নিকট হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "বরযাত্রীরা তো নেই জগুদা, দুজন খালি মদ খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ডাকাত পড়েছে বলতে বললে, পড়ে থাক, উঠিও না।"

পুকুরের একদিক হইতে জগুদার কর্কশ আওয়াজ হইল, "আপনারা তা হ'লে কোন্ দিকে আছেন মশাই? একবার টর্চটা বের করুন না।"

অপর একজন বলিল, "তারা আবার এই সময় কোথায় গেল? পরের ছেলে—ভাবনার কথা তো।"

গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এই গন্‌শা, এই তালে জানিয়ে দে, আমরা এখানে, কোন ভাবনা নেই।"

রাজেন বলিল, "আর টর্চটা ভিজে গেছে।"

গন্‌শা বোধ হয় জানাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময় পাশে একটা ঢিল আসিয়া পড়ায়, সে সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ডুবিয়া পড়িল।

"ঐ যে, ঐখানটায় একটা ঘায়েল হয়েছে!"—সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা ছোট বড় ঢিল আসিয়া আশেপাশে পড়িল। একটা বন্দুকের আওয়াজও হইল।

আর দেরি করা চলে না। গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেঁচাইয়া বলিল, "ঢিল ছুঁড়বেন না আপনারা।"

রাজেন বলিল, "বন্দুকও ছুঁড়বেন না।"

একজন কথাগুলা বাঁকাইয়া বলিল, "বটে বটে, কি ছুঁড়তে তা হ'লে হুকুম হয়?"

একজন ইয়ারগোছের ছোক্‌রা ও-কিনারা হইতে বলিল, "ফুল ছুঁড়ুন, চন্দনে ডুবিয়ে।"

গোরাচাঁদ দম লইয়া বলিল, "আমরা বরযাত্রীর দল।"

চারিদিক একটু নিস্তব্ধ হইয়া গেল, আধমিনিটটাক মাত্র। তাহার পর সকলের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। ওপারে কে একজন বলিল, "রসিক আছে তো!"

পেঁপেগাছ হইতে ঘোৎনা এই তালে বলিতে যাইতেছিল,

"আমি একজন আছি এখানে"—কিন্তু অবিশ্বাসের বহর দেখিয়া আর বলা হইল না।

পাশের কিনারা হইতে উত্তর আসিল, "ঐ যে শুনেছে বর-যাত্রীদের পাওয়া যাচ্ছে না—ওরে আমার চালাক রে।"

তিনজন এই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল; পায়ে মাটি ঠেকিল। রাজেন বলিল, "না, দিব্যি করে বলছি, আমরা বরযাত্রী, উঠলেই টের পাবেন।...থু থু, কি পানা রে বাবা!"

গন্‌শা লম্বা ডুব দেওয়াতে অতিরিক্ত হাঁপাইতেছিল। রাজেন বলিল, "রঘু বাগ্দী এদিকে নেই তো?"

আবার সেই উৎকট বক্রোক্তি, "বটে, ওরে, রঘুকে ডাক্।"

তিনজন আবার ঝপাঝপ করিয়া জলে পড়িল। তখন জগুদার কণ্ঠের আওয়াজ হইল, "আচ্ছা', উঠে আয়, কিন্তু এক এক করে। রঘু, তুই একটু ওদিকেই থাক, তোয়ের থাকবি কিন্তু।"

রাজেন প্রথমেই উঠিল। হাত-পা এক রকম অবশ হইয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে পাঁক, পানা, কুটাকাঠি। ঠকঠক করিয়া কাঁপুনি। কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের পরতে একটা বড় চাঁদামাছ লণ্ঠনের আলোয় চকচক করিতেছে। বুকটা হাপরের মত উঠানামা করিতেছে; কোন রকমে দুইটা কথা ধাক্কা দিয়া বাহির করিল, "এই দেখুন।"

পূর্বপরিচিত সেই কালো লম্বা ছেলেটা বলিল, "বাঃ, কি চমৎকার!"

আর একজন বলিল, "চোখ জুড়িয়ে গেল!"

গোরাচাঁদ উঠিয়া আসিল। রাজেনেরই মত, অধিকন্তু কাপড়টা খুলিয়া গিয়াছে, নীচে আণ্ডার্‌ওয়্যার। রাজেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এ গোরা।"

সেই ফাজিল ছেলেটা বস্ত্রের সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাইল্যাণ্ডার গোরা বলুন!"

গন্‌শা ফিরিয়াই আবার ডুব দেওয়ায় পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল; অর্ধমৃত অবস্থায় উঠিয়া আসিল। গোরাচাঁদেরই অনুরূপ, বাড়তির মধ্যে মাথায় একটা ছোট্ট কচুরিপানার চূড়া।

সেই ছেলেটা পিছন হইতে সম্ভ্রমের স্বরে বলিল, "কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ!"

"উঠেছে উঠেছে ওই দিকে।"—শব্দ করিতে করিতে চারিদিকের লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল, "কি বলছে? এরাও বরযাত্রী? দড়ি নিয়ে এস।"

অন্য একজন বলিল, "বরযাত্রীরা নেই কিনা, ধরা পড়ে তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে।"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছোক্‌রাটা সামনে আসিয়া বলিল, "আরে, তাদের যে ইষ্টিশানের দিকে যেতে দেখলাম। আর তাদের

…কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ।…

দেখলেই জগুদা তক্ষুনি চিনে ফেলত, না জগুদা ?”—বলিয়া একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

“দেখতেও হ’ত না, গলা শুনেই চিনতাম।”—বলিয়া একবার তাহার দিকে কেমন একভাবে চাহিয়া, হঠাৎ নিজের গলাটা পরিষ্কার করিবার দরকার পড়ায় জগুদা সরিয়া পড়িল।

কন্যাকর্তা বৃদ্ধগোছের। ছেলেটার দিকে পিটপিট করিয়া চাহিয়া বলিলেন, “তুই যেতে দেখলি তাদের ? তা হবে; কয়েকজন চলে যাবে বলে তখন গোঁ ধরেছিল; আর তারা ছিল ছ’সাতজন।”

গোরাচাঁদ বলিল, “পাঁচজন ছিলাম।”

জগুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “আর তাদের মধ্যে একজন তোৎলা ছিল, সবচেয়ে হারামজাদা।”

গন্শা তাড়াতাড়ি দম লইয়া বলিল, “এই যে ম-মশাই, আম্মো রয়েছি; বে-বেবজায়—”

“মা-ম্মাইরি। অমনই তো-ত্তোৎলা সেজে গেলে!”

কন্যাকর্তা বলিলেন, “অত তোৎলা ছিল না তো।”

দুই-তিনজন ধূর্তামি করিয়া বলিয়া গেল, “একজন বোবা ছিল।”

“একজন খোনা ছিল।”

“একটা খোঁড়া ছিল।”

“তা এখনও হতে পারে।”

কন্যাকর্তা প্রশ্ন করিলেন, "বরযাত্রী তো ওদিকে কি করছিলে সব ?"

তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। রাজেন গন্‌শাকে একটু ঠেলিয়া বলিল, "বল্ না রে।"

গন্‌শা মুখটা খিঁচাইয়া বিরক্তভাবে কহিল, "আরে দুৎ, আমার কথা বে-বেবেশি আটকে যাচ্ছে, বি-বিবশ্বাস করবে না।"

গোরাচাঁদ কহিল, "রাজেন বললে, দিব্যি খাওয়ালে ভদ্দর-লোকেরা; চল্, ত্রিলোচন বোধ হয় এতক্ষণ বাসরে গান ধরেছে, বাড়ির পেছনে দিব্যি নিরিবিলিতে—"

গন্‌শা যোগাইয়া দিল, "পু-প্পুকুরধারটিতে বসে—"

"দিব্যি নিরিবিলিতে পুকুরধারটিতে বসে একটু—"

রাজেন থাকিতে পারিল না, বলিল, "আমি বললাম, থাক, দরকার কি ? মেয়েছেলেরা রয়েছেন—"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হানিল; একটু উপস্থিতবুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল. "আমি বললাম, মেয়েছেলেরা গান ধরলেই উঠে পড়ব, তাঁরা তো আমাদের বোনেরই তুল্য।"

গন্‌শা বলিল, "মা-ম্মার পেটের বোনের—"

কন্যাকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, "সব ধাপ্পাবাজি ! মার পেটের বোনের ! কেউ গেল থানায় ? রঘু !"

রঘু বাগ্দী পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল ; বলিল, "এজ্ঞে, এই যে আছি মুই। আপনাদেরও যেমন হয়েছে কত্তা, ঐসব কথা

পেত্তয় করেন। আয়েশ করে গান শোনবার কি নন্দনকানন রে! সব একেলে সখীন ডাকাত, দেখেছেন না?"

রঘুর উপস্থিতিতে এবং কথাবার্তায় সবাই আরও ঘাবড়াইয়া গেল। রাজেন বলিল, "আচ্ছা, পুলিস ডাকবার আগে আমাদের কর্তাদের কাছে নিয়ে চলুন না একবার, তাঁবা তো ভুল করবেন না।"

গোরাচাঁদ বলিল, "না হয় বরের কাছে।"

কর্তা শাসাইয়া উঠিলেন, "খবরদার, বরের কাছে যেন না নিয়ে যাওয়া হয।"

পিছন হইতে একজন বৃদ্ধগোছের লোক বলিলেন, "আর দেখ, বর-কনে যেন ঘর থেকে না বেরোয়; কোথায় কে আছে, কত রকম বিপদ হতে পারে, দুর্গা দুর্গা।"

জগুদা বলিল, "আচ্ছা, বরকর্তার কাছেই নিয়ে চল সবাইকে। রঘু, পাশে পাশে থাকিস্।"

তিনজনেই নিজের নিজের মূর্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হ'লে একখানা করে শুকনো কাপড় আর জামা—"

সমস্ত দলটাতে একটা চেঁচামেচি গোছের পড়িয়া গেল।

"মাইরি?"

"ওঁদের জামাই সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"একটা চৌঘুড়ি নিয়ে এস।"

"যেমন ভাবে পুকুর থেকে উঠেছিলে সেই রকম ভাবেই যেতে হবে; তাতেও যদি চেনে, তবেই—"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছেলেটা বলিল, "দময়ন্তী নলকে অমন অবস্থাতেও কি করে চিনেছিলেন? বরং যে পানাগুলো খসে গেছে, আবার চাপিয়ে দাও।"

অগত্যা সেই অবস্থাতেই অগ্রসর হইতে হইল। দলটা রং-বেরঙের মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আগে-পিছে চলিল।

সদর-বাড়িতে মাঝখানের ঘরটিতে কর্তা ও বরের মেসো এক জায়গায় মড়ার মত পড়িয়া। এক কোণে পুরুতঠাকুর তাঁহার বধিরতার কল্যাণে গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য। বাহিরের বারান্দায় দীনে নাপতে কাজকর্ম সারিয়া কর্তাদের বোতল-ঝাড়া একটু প্রসাদবিন্দু পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ষোল আনা ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

দলটা বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জগুদা 'বেয়াই-মশাই!' বলিয়া বরকর্তাকে জাগাইতে যাইতেছিল, সেই ছেলেটা হঠাৎ সামনে আসিয়া বলিল, "দাঁড়ান দাঁড়ান, ওরাই আগে দেখাক, কে বরের বাবা, কে বরের মামা, কে বরের বোনাই, কে বরের—"

তিনজনে কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "কেন, ঐ তো বরের বাপ।"

গন্‌শা টীকা করিল, "ভ-ভ্রবতারণবাবু।"

"ঐ বরের মেসো অনন্তবাবু, ঐ পুরুত-মশাই—কালা, রাতকানা; বাইরে দীনে নাপতে।"

ছেলেটা দমিবার নয়, চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, "সব খোঁজ নিয়েছে রে!"

একজন বলিল, "বোধ হয় শিবপুর থেকে ধাওয়া করেছে!"

অনেক ডাকাডাকি এবং পরে ঠেলাঠেলির পর ভবতারণ-বাবু 'উঁ' করিয়া একটা শব্দ করিলেন। দুই-তিনজন চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, "দেখুন তো, এই কি আপনাদের বরযাত্রী?"

অনেকবার প্রশ্ন করায়, অনেক কষ্টে কর্তা রক্তাভ চক্ষু দুইটি চাড়া দিয়া অল্প একটু উন্মীলিত করিলেন; আরও অনেক চেষ্টার পর প্রশ্নটার মর্মগ্রহণ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "কে বাবা, নন্দি-ভিরিঙ্গি, থ্রিলোচনের বরযাত্র এশ্চো? এক শিলৃম চড়াও তো বাবা।"

তিনজনেই একরকম আর্তস্বরেই চীৎকার করিয়া বলিল, "জ্যাঠামশাই, আমরা গোরাচাঁদ, রাজেন, গণেশ—"

"গজানন, শিঃ, তুই শেক্কালে বাপের বিয়ে দেখতেলি?"—বলিয়া অবশ অঙ্গুলি দিয়া সবাইকে সরিয়া যাইতে ইশারা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৃথা পরিশ্রম ভাবিয়া তাঁহাকে আর কেহ জাগাইতে চাহিল না।

বরের মেসো অনন্তবাবুর একটুও সাড়া পাওয়া গেল না। গোরাচাঁদ নিরাশভাবে বলিল, "হা ভগবান!"

পুরোহিত মহাশয়কে তোলা হইল। কথাটা তাঁহাকে শুনাইতে এবং ভাল করিয়া বুঝাইতে সবিশেষ বেগ পাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "ডাকাতরা বলছে, বরযাত্রী? তা

আমি তো রাত্রে দেখতে পাই না বাবা, প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখ না হয়।"

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইয়া বলিল, "ন্যায়রত্ন-মশাই, আমি গোরাচাঁদ।"

"গোরাচাঁদ? এস দাদা, আজকের দিনে আর কি আশীর্বাদ করব? শীঘ্র একটি বিবাহ হোক, কন্দর্পকান্তি হও—"

সেই সর্বঘটের ছেলেটা একটু কাছে ঘেঁষিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "কন্দর্পকান্তি আশীর্বাদের আগেই হয়ে বসে আছে।"

পাশ থেকে কে একজন বলিল, "মানস-সরোবরে চান করে।"

ন্যায়রত্ন মশাই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বইকি, তোমরা সুপুরুষ তো আছই; তা গোরা রে, এঁরা কি বলছেন, ডাকাতরা নাকি বলছে, তারা বরযাত্রী? কি অনাসৃষ্টি! চিনে দাও তো দাদা।"

রাজেন বলিল, "এরা বলছে—এঁরা বলছেন, বরযাত্ররা ডাকাত।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ঠিক অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না, ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত।"

দলের একজন ডান হাতটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিল, "সামলাও ন্যায়ের ধাক্কা এখন, তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল? ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?"

গন্‌শা মরিয়া হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "ম-মশাই আমি পারলে সো-সোজা করেই বলতাম, কি-কিন্তু সত্যিই তোৎলা ; দয়া করে একবার বর তি-ত্তিলুর কাছে নিয়ে চলুন, তারপর পু-প্পুলিসে দিয়ে দেবেন না হয়। উঃ শী-শ্‌শীতে কালিয়ে গেলাম !"

বলা বাহুল্য, কথাবার্তার ভঙ্গিতে অনেকের সন্দেহটা মিটিয়া আসিতেছিল, বিশেষ করিয়া বয়স্থদেব মধ্যে। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "তাই নিয়ে চল না হয়, রঘুকে এগিয়ে দাও!"

কর্তা বলিলেন, "জগু; বাড়ির মেয়েদের তা হ'লে বলগে।"

দলটি তিনজনকে ঘিরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠানদিদি আর মেয়েরা বরের চারিদিকে বূাহ স্থষ্টি করিয়া বাহির-হইতে-পাওয়া খবরের টুকরাটাকরাগুলা লইয়া নিজের নিজের কল্পনাশক্তির পরিচর্চা করিতেছিল। কর্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, "একবার বরকে বাইরে পাঠিযে দাও।"

"ওমা, কি অমুঙ্গলেব কথা, কি হবে! কোনমতেই না"—বলিয়া সবাই বূাহটা আরও সুদৃঢ কবিয়া ঘেরিয়া ফেলিল। কন্যাকর্তাকে নিজেকেই ভিতরে যাইতে হইল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘোঁৎনা পুকুরের দিকটা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব সন্তর্পণে পেঁপেগাছ হইতে নামিয়া চুপিসাড়ে সদর-বাড়িতে দলটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেখানকার কথাবার্তায় আত্মপ্রকাশের

উৎসাহ না পাইয়া খুব সাবধানে বাড়ির মধ্যেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের দ্বারা সনাক্ত হইবার সুযোগটা হারানো কোনোমতেই সমীচীন হইবে না ভাবিয়া, "কি হয়েছে র‍্যা গন্‌শা? এত গোলমাল কিসের?"—বলিতে বলিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে "অ্যাঁ, তোদেব একি দশা!"—বলিয়া হাত চোখ কাঁধের ভঙ্গি সহকারে একখানি নিখুঁত অভিনয় করিল।

তিনজনেই বলিয়া উঠিল, "ঘোৎনা যে! কোথায় ছিলি! দেখ্ না, এ ভদ্দরলোকেরা কোনমতেই—"

ঘোৎনা গাছের উপর হইতে পুকুরপাড়ের সব কথাই শুনিয়াছিল; বলিল, "তোরা যখন আমার বারণ না শুনে পুকুরের দিকে গান শুনতে গেলি—"

মুরুব্বিয়ানায় গোরাচাঁদের গা জ্বলিয়া উঠিল, গন্‌শা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে টিপিয়া থামাইল।

"আমি ভাবলাম, দুত্তোর, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। খানিকটা দূরে গেছি, এদিকে একটা সোরগোল। তাড়াতাড়ি ফিরিলাম। একে অজানা জায়গা, তায় রাত্তির, খানিকটা এদিক, খানিকটা ওদিক করে শেষে পথ ভুলে—"

"একটা পেঁপেগাছে উঠে পড়লাম।"

সবাই এই শেষের বক্তা সেই ফাজিল ছোকরাটির পানে চাহিল। তাহার ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতে আসিয়া দাঁড়াইবার কেমন একটা গূঢ় শক্তি আছে, ইতিমধ্যে কখন

ঘোঁৎনার পাশটিতে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। সে নিজের টিপ্পনির পর আর কিছু না বলিয়া ঘোঁৎনার চারিদিকের লোকদের সরাইয়া দিয়া ঘোঁৎনাকে একটু সামনে আগাইয়া দিল। সকলেই দেখিল, তাহার পিছনে কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের সঙ্গে বাঁধা দুইটা ডাঁটাশুদ্ধ পেঁপের পাতা, একটা শুকনো, একটা পাকা—মাঝারি সাইজের। গাছে থাকিতে কখন আটকাইয়া কাপড়ের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে, ঘোঁৎনার সাড় হয় নাই।

"দোসরা ধাপ্পাবাজ! লাগাও চাঁটি!" একটা গোলমাল উঠিতেছিল, এমন সময় শ্বশুরের সঙ্গে ত্রিলোচন আসিয়া ঝুঁকে দাঁড়াইল।

"সত্যিই যে তোরাই দেখছি! আমি বলি, বুঝি ডাকাতই পড়ল। তা জলে ঝাঁপ দেওয়ার কুবুদ্ধি হ'ল কেন? আর কে. গুপ্ত কোথায়? গোরা, তোর দাড়িতে কি ঝুলছে, মুখ তোল্ তো!"

দাড়িতে বোধ হয় একটা পানার শিকড় ঝুলিতেছিল, কিন্তু মুখ তুলিবার তখন আর গোরাচাঁদের অবস্থা ছিল না,—গোরাচাঁদেরও নয়, গন্শারও নয়, রাজেনেরও নয়, ঘোঁৎনারও নয়।

সন্দেহ সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওয়ামাত্র একটা রব পড়িয়া গেল—

"ওরে, শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তিনখানা।"

"কাপড়, জামা, র‍্যাপার,—শীগগির।"

"চা করতে বলে দে, দেরি না হয়।"

"আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে, বাসরঘর দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তো—"

সেই ছেলেটা বলিল, "স্পষ্ট করে বললেই হ'ত জগুদাকে।"

"ওরে, নিয়ে এলি কাপড়? দেরি কেন?"

কাপড় আসিল দুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী। চারিখানি বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ি, চারটি সায়া, চারটি ব্লাউজ। একটু মিষ্ট ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, "বাসরঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।"

[১]

গন্‌শা বলিল, "আমার ক-ক-ক্কপালে পরের শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে সুখ লেখা নেই। সেবারে কালসিটেয় তিলুর বরযাত্রী হযে গিয়ে সুখ ঐ হ'ল; পরশু মাসীর বাড়ি গেছলাম। মা-ম্মাসী ডেকে ডেক্কে তেইশ-জনকে পেন্নাম কবালে, তিনজন ফাউ, সেখানে অত গুরুজন আছে জানলে ওদিক মাড়াতাম না। কো-ক্কোমরের ফিক ব্যথাটা এসা আউড়ে উঠেছে!"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "ফাউ মানে?"

"তি-ত্তিনটে তাদের মধ্যে দাসী ছিল, মানে, ঘাড় তুলে দেখবার তো আর ফুরসৎ ছিল না!"

কে. গুপ্ত বলিল, "ভিড় জিনিসটা ফুটবলের মাঠেই ভাল মশাই। গাড়িতে বলুন, শ্বশুর-বাড়ি কুটুম-বাড়িতে বলুন—"

গোরাচাঁদ বলিল, "নেমন্তন্নয় বল, বড্ড অসুবিধেয় পড়তে হয়।"

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, "নিজের বিয়ের কি হ'ল র‍্যা গন্‌শা? মামা বলে কি?"

গন্‌শার মুখটা অদ্ভুতভাবে বিকৃত হইয়া পড়িল। একটু পরে সংক্ষেপে বলিল, “কুষ্ঠির মিল হয় তো গু-গু-গুষ্টির মিল হয় না; ওরা বলে এক, মামারা বলে আর। বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু-ব-ববউয়ের কথা চাপা পড়ে গেছে।”

ঘোৎনা বলিল, “আসলে ওর মামারা ঠাউরেছে, এর মধ্যে একটা চাকরি বাকরি হয়ে গেলে দাঁও মারবে। গ্যাঞ্জেস মিলে তো সেদিন গিছলি, কি বললে ?”

গোরাচাঁদ বলিল, “ভিড়ের কথা যদি বললি তো আমার শ্বশুর-বাড়ি ভাল। বউ, শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী একটি শালী, শালা আর শালাজ; পিসেমশাই বলে ডাকবে, তার জন্যে শালাজের একটি ছেলেও দিয়েছেন ভগবান, মানে যে ক'টি দরকার, ঠিক সাজানো, ফালতু ভিড় পাবে না। বাজে মার্কার মধ্যে এক শ্বশুর, তা সে বেচারী সন্ধ্যের পর আফিম খেয়ে পড়ে থাকে, নিশ্চিন্দি।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, বোধ হয় সবাই মনে মনে গোরাচাঁদের কথাগুলি রোমন্থন করিতে লাগিল। একটু পরে গোরাচাঁদ আবার বলিল, “শীগ্‌গির একবার যেতে লিখেছে, শাশুড়ী অনেক দিন দেখেনি কিনা!”

রাজেন প্রশ্ন করিল “কবে যাচ্ছিস্ ?”

“বাবা বলেছে, এটা মলমাস; ক'টা দিন যাক, তারপর।”

গন্‌শা বলিল, “বে-বেবটাছেলের আবার মলমাস! তু-তুই তো আর স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছিস না।”

খুঁজতে থাকবে? বলে দিলেই হবে একটা কিছু; মা-আমাদের তো ঘুম হচ্ছে না গন্‌শার ভাবনায়!"

[২]

সঙ্গে চাকর যাইতেছে, গোরাচাঁদের মনে একটা মস্ত লোভের উদ্রেক হইয়াছিল, সন্ধ্যা-বাজারের নিকট পৌঁছিয়া সেটাকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; বলিল, "যখন দুজনেই যাচ্ছি গন্‌শা, কিছু গল্‌দা-চিংড়ি, দার্জিলিঙের কপি, কড়াইশুঁটি আর নৈনিতাল আলু নিয়ে গেলে হ'ত না? আর কিছু মিষ্টি? মানে, তোর খাবাব না কষ্ট হয়, একটু পাড়াগাঁ গোছের জায়গা কিনা! আমরা পৌঁছুবও সেই যার নাম আটটা, রাত হয়ে যাবে।"

গন্‌শা বলিল, "কিন্তু গাড়ির আর মোটে আধ ঘণ্টাটাক দেরি।"

যাহা হউক, বাজারটা একেবারে হাতের কাছে, কেনাই ঠিক হইল। আন্দাজের একটু বেশি সময়ই লাগিল। গোরাচাঁদ তরকারির ঝুড়িটা লইল, গন্‌শা খাবারের হাঁড়িটা। তারপর ক্ষিপ্রতার জন্য গন্‌শা যে বাসটায় উঠিয়া বসিল, কতকটা ক্ষিপ্রতার অভাবে ও কতকটা ঝুড়িটার জন্যও

গোরাচাঁদ সেটা ধরিতে পারিল না। দুটি ষ্টপ পার হইয়া যাওয়ার পর গন্‌শা সেটা টের পাইল। ফিরিয়া আসিতে, গোরাচাঁদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং গায়ের ঝাল মিটাইতে আরও খানিকটা সময় গেল। ষ্টেশনে আসিয়া প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "ডা-ড্ডানদিকেরটা, না বাঁদিকেরটা র‍্যা গোরে ?"

পাশাপাশি দুইটা গাড়ি দাঁড়াইয়া। ঢুকিবার সময় প্ল্যাটফর্মের নম্বর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে; সন্দেহ আছে বুঝিলে গন্‌শা আবার পাছে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, সেই ভয়ে গোরাচাঁদ পরিণাম চিন্তা না করিয়াই বলিল, "না বাঁদিকেরটা।"

গাড়িতে ভিড় ছিল একটু। একেবারে ভিতরের দিকে এক কোণে গিয়া দুইজনে একটু জায়গা পাইল। গোরাচাঁদ চুপড়িটা উঠাইয়া বাঙ্কের এক কোণে রাখিল; গন্‌শার হাত হইতে হাঁড়িটা লইয়া চুপড়ির মধ্যে বসাইয়া দিল।

কয়দিন বৃষ্টি হয় নাই, বেশ গরম পড়িয়াছে; তায় দৌড়াদৌড়ি, তাহার উপর ভিড়। গন্‌শা ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আসিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধ যাত্রী বলিল, "ফাষ্টো বেল হয়ে গিয়েছে হে বাপু।"

গণেশ দোরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল, "যাওয়া হবে কনে ?"

"সিঙ্গুর।"

"সিঙ্গুর! সে তো বাবা তারকেশ্বরের লাইন। এ গাড়ি তো নয়, ঐ সামনেরটা। এ গাড়ি তো পশ্চিমে যাবে।"

গনশা কতকটা অবিশ্বাসে, কতকটা উদ্বেগে বলিল, "কে বললে?"

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল।

বৃদ্ধ বোধ হয় একটু রগচটা; বলিল, "কেউ বলে নি; তুমি উঠে এস। ওতে যাবে না, শেষে এটাও হাতছাড়া করবে। গাঁটের পয়সা দিয়ে যখন টিকিট কিনেছ, উঠে পড়।"

হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি ষ্টার্ট দিল। গনশা চীৎকার করিয়া বলিল, "গোরা, শী-শী-শীগগির নেমে পড়, বলছে—"

গোরাচাঁদের খটকা লাগিয়াছিল একটা। "কে বলছে? কে বলছে র‍্যা?"—বলিতে বলিতে হন্তদন্ত হইয়া লোকেদের পা মাড়াইয়া মোট ডিঙাইয়া আসিয়া কোনমতে নামিয়া পড়িল। গনশা চোখ রাঙাইয়া বলিল, "ত-তবে যে তুই বললি বাঁদিকেরটা?"

গোরাচাঁদ চলন্ত গাড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, "যাঃ, চুপড়িটা গেল ছেড়ে, হাঁড়িশুদ্ধু! হায় হায়!..."

একটু অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "মশাই, চুপড়িটা ফেলে দিন না এদিকে, ঐ বাঙ্কে রয়েছে—উত্তর দিকে, মানে পূর্ব দিকের উত্তুর, মানে উত্তুর কোণটায় আর কি—"

গনশা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল,—"ছো-চ্ছোট্, দৌড়ো দিল্লী পর্যন্ত ঐ বলতে বলতে!"

হাঁড়িশুদ্ধ, হায় হায়।

পাশের গাড়ির প্রথম বেলটা পড়িল। একজন রেলকর্মচারী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা তারকেশ্বর লাইনের গাড়ি তো সার্?"

"হ্যাঁ, শীগগির উঠে পড় গিয়ে।"

ভুলের সমস্ত সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "যে তারকেশ্বর লাইনে সিঙ্গুর আছে?"

গন্‌শাও উত্তরটা শুনিবার জন্য ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটা ধমক খাইয়া দুইজনে তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়িতে উঠিল। গন্‌শা প্ল্যাটফর্মের দিকের বেঞ্চটায় বসিয়া ছিল; গোরাচাঁদ পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিতে করিতে বলিল, "গলা বাড়িয়ে দেখ তো গন্‌শা, খাবারের ভেণ্ডারটা আছে কাছেপিঠে? বেশ খানিকটা ছুটোছুটি হয়রানি হ'ল কিনা!"

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

গোরাচাঁদ ব্যাগটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "সে চুপড়িটা এতক্ষণ বোধ হয় লিলুয়া পেরিয়ে গেল হাঁড়িশুদ্ধ! কেনা পর্যন্ত খালি দৌড়াদৌড়ি, একটাও যে মুখে ফেলে দোব, এমন ফুরসৎ হ'ল না।"

যাহা হউক, গাড়িটার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুইজনেরই মনমরা ভাবটা কাটিয়া গেল। গন্‌শা, চাকরের মুখে মানায়, এই রকম ভাব ও ভাষার একটা গান ধরিল, 'পরাণ যদি

লিলেই রে প্রাণ—।' সেটা জমিয়া উঠিতে দুই এক জন উঠিয়া যাওয়ায় কোলের কাছে যখন একটু জায়গা খালি হইল, গোরাচাঁদ গিয়া সেইখানটিতে বসিল। প্রথম গুনগুন করিয়া গানে একটু যোগ দিল, কিন্তু গন্‌শার তোৎলামির জন্য কোবাসে অসুবিধা হওয়ায়, গাড়ির বাহিরে হাত বাড়াইয়া শুধু তবলা বাজাইতে লাগিল।

গাড়ি রিষড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে এক দল বরযাত্রী নামিল। খানিকটা উল্লসিত চেঁচামেচি; এসেন্সের জুঁইয়ের গোড়ের গন্ধ; চেলি-পরা, কপালে চন্দনের ফুটকি দেওয়া বর। গন্‌শাব গানটা মৃদু হইতে হইতে থামিয়া গেল। গাড়ি ছাড়িয়া খানিকটা গেলে বলিল, "হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল; তোর শা-শা-শালীর বয়েস কত র‍্যা গোরা? মানে, যদি বিয়ের যুগ্যি হয় তো, শিবপুরে পাত্তর-টাত্তোব দেখি; একটা ভদ্রলোকেব উপকার করতে পারা মস্ত একটা ভাগ্যি কিনা!"

গোরাচাঁদ বলিল, "বউয়ের ষোল যাচ্ছে, এ কার্তিকে সতবোতে পডবে; শালী হ'ল দু বছর তিন মাসের ছোট, তা হলে—"

গন্‌শা হিসাবের গোলমালের দিকে না গিয়া বলিল, "বিটুইন তেরো অ্যাণ্ড চোদ্দো। হেল্‌থ্ কেমন?"

"বউয়ের চেয়ে ভালই বলতে হবে। বউটা ম্যালেরিয়ায় বড্ড ভুগল কিনা, একেবারেই হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিল; ধন্বি

বলতে হবে পান্নালাল ডাক্তারকে, যাকে বলে মরা মানুষ চাঙ্গা করে—”

গনশা প্রশ্ন করিল, “দে-দেখতে কেমন?”

গোরাচাঁদ একটু লজ্জিতভাবে ধমক দিয়া বলিল, “যাঃ! আহা, উনি যেন দেখেন নি! তবে যে বললি সেদিন, গোরা, তিনুর বউয়ের চেয়ে তোর বউয়ের রংটা আরও...”

গনশা আর বিরক্তি চাপিতে পারিল না, “তোর শালীর কথা জিজ্ঞেস করছি, না, স্রেফ বউ বউ করে সেই থেকে—”

গোরাচাঁদ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “তাই বল। আমি এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি, গণেশ জেনে শুনেও ও কথা জিজ্ঞেস করছে কেন!...শালী হচ্ছে যাকে বলে—হ্যাঁ, সুন্দরী!”

“লেখাপড়া কেমন? ক-কথা হচ্ছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে আবার খুঁটিয়ে বলতে হবে কিনা! নইলে বলবে, খুব খোঁজ রাখেন তো মশাই। আবার সম্বন্ধ করতে এসেছেন!”

“ছাই লেখাপড়া, ওর চেয়ে বউ অনেক পড়েছে; কিন্তু মুখের কাছে দাঁড়াও দিকিন শালীর!”

গনশা হাসিয়া বলিল, “সত্যি নাকি?”—মৃদু হাস্যের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া কি চিন্তা করিল খানিকটা, তাহার পর ধীরে ধীরে ত্রিলোচনের বিয়ের সেই হিন্দী গানটা ধরিল, ‘মুখা পঙ্কজ সোওরি সোওরি—’

শেওড়াফুলিতে পৌঁছিতে গোরাচাঁদ বলিল, “তোর খিদে

পায় নি গন্‌শা ? সে চুপড়িটা বোধ হয় এতক্ষণ চন্দননগরে—তোর কি আন্দাজ হয় ?”

গন্‌শা বলিল, “খিদের চেয়ে তেষ্টা পেয়েছে বেশি ; একটা লেমনেড হ’লে হ’ত।”

গোরাচাঁদ বলিল, “তুই তবে তাই খা, ঐ ভেণ্ডারটা আসছে ; আমি দেখি নেমে, যদি খাবার-টাবার পাওয়া যায় কিছু।”

গন্‌শা ধমক দিয়া উঠিল, “গ-গ-গর্দভ কোথাকার! আর একটুখানি সহ্যি করে থাকবে, তা নয়, পথে যা-তা খেয়ে পেট ভরাচ্ছে।”

কথাটা গোরাচাঁদের খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। প্রকাশ করিয়া বলিলও, “ঠিক বলেছিস গন্‌শা, পাড়াগাঁয়ের রাস্ত হলেও জামাই মানুষ পৌঁছেছে যতদূর সাধ্য করবেই তারা, একটা মস্ত আহ্লাদের কথা তো! কিছু না হলেও পুকুরের মাছ আর গরুর দুধটা তো আছেই। আমিও তা হ’লে একটা লেমনেডই খাই এখন ; খিদেটা জলে চাপা রইল। তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কি বলিস ?”

লেমনেড ছিল না, দু’জনে দুইটা সোডাই পান করিল। গন্‌শা একটা ঢেকুর তুলিয়া বলিল, “চা-চ্চাপা কি! খিদেয় একেবারে শান দেওয়া রইল। মাছ যদি তেমন ওঠে তো একবার কালিয়া রেঁধে দেখাই গোরে। পাড়াগাঁয়ে কিন্তু আবার চাকরের রান্না খাবে না যে!”

গোরাচাঁদ উল্লসিত হইয়া বলিল, "রান্নাঘরের দোরগোড়ায় বসে তুই বাতলে দে না কেন শালাজকে, সেই র'াধে কিনা। এক ঢিলে দু'পাখী মারা হবে, গল্পও করতে থাকবি আবার—শালী, বউ সবাই থাকবে। তারা ভাববে, জামাইবাবুর চাকর, ওটার কাছে আবার লজ্জা! চাকরবাবু যে এদিকে শিবপুরের ডাকসাইটে গণেশরাম—"

দুইজনেই সজোরে হাসিয়া উঠিল।

সিঙ্গুরের আর দেরি নাই। গাড়ির এদিকটায় তাহারা মাত্র দুইজনে বসিয়া। গন্শা উঠিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া একটা ময়লা ধুতি ও একটা ঘুন্টি-দেওয়া ফরসা পিরান পরিল, মাথায় টেরিটা মুছিয়া ফেলিয়া কানে একটা বিড়ি গুঁজিয়া দিল। জামাকাপড় এবং ক্যাম্বিসের জুতা-জোড়াটা গোরাচাঁদের ছোট্ট সুট্‌কেসটায় গুছাইয়া ফেলিল; তাহার পর হঠাৎ চোখ দুইটা ট্যারা করিয়া লইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল, "দাঠাউর!"

দুইজনে আবার একচোট হাসিয়া উঠিল।

[৩]

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় গাড়ি সিঙ্গুরে পৌঁছিল। গল্প করিতে করিতে ষ্টেশনের বাহির হইয়া দুইজনে চলিতে

আরম্ভ করিল। বউয়ের কথা, শালী-শালাজের কথা, খাওয়ার কথা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি যে? এদিকে এসেও পড়েছি অনেকটা; তোকে কি বলে ডাকব র‍্যা শ্বশুর-বাড়িতে? মানে, বউটা আবার তোর নাম জানে কিনা!"

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এ কোথায় এলাম র‍্যা গন্‌শা, এ যে অনেক ভদ্দরলোকের বাড়ি!"

গন্‌শা বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করিল, "তুই কি বা-ব্বাগদীপাড়া-কেওড়াপাড়ায় শ্বশুর-বাড়ি খুঁজছিলি?"

বেশ অন্ধকার। গোরাচাঁদ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে বলিল, "সে কথা নয়, মানে শ্বশুর-বাড়িটা একটেরেয় কিনা, নিজ সিঙ্গুর ছাড়িয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে। বাড়িঘর, কি দোকানপাট তো নেই সেদিকে। চল্ আবার ইষ্টিশানে, গল্প করতে করতে একেবারে উল্টো রাস্তায় এসে পড়েছি। এদিকটা তো আমার জ্ঞাতি পিসশ্বশুরের বাড়ি।"

"না হয় পিসশ্বশুরের বাড়িই রাতটা কাটাবি চল্ না, সকালে তখন—"

গোরাচাঁদ শিহরিয়া উঠিল; কহিল, "ওরে বাব্বা! তারা তো চায়ই তাই। টের পেলে রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে

রাতারাতি কাজ সাফাই করে লাস গুম করে ফেলবে। জমি নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ভয়ংকর খুনে মোকদ্দমা চলছে কিনা! ওরা তো চায়ই, কেউ একবার আসুক এদিক বাগে; জামাই পেলে তো লুফে নেবে।”

গন্‌শা তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া লইয়া ফিরিল। খুবই চটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ষ্টেশনে না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছু বলিল না। ষ্টেশনের কাছে আসিয়া খুব একচোট গালিগালাজ করিল গোরাচাঁদকে। আবার ঠিক রাস্তা ধরিয়া দুইজনে যাইতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে দুই তিন জায়গায় খবর লইয়া যখন বুঝিল যে, ঠিক রাস্তাতেই যাইতেছে, তখন মনের রাগটা এবং পিসশ্বশুরের আতঙ্কটা অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল। যখন বুঝিল, কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, গন্‌শার মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কথাবার্তাও সরস হইয়া আসিল। সাহস পাইয়া গোরাচাঁদ বলিল, “তুই তো ঐ সব বলে ঠাট্টা করছিস শুধু, আমার এদিকে নাড়ি জ্বলে গেল খিদেয়, ভুল রাস্তার পাল্লায় পড়ে রাতও হয়ে গেল বড্ড।”

“না-ন্নাড়ি কি আমারই জ্বলছে না? দেখছি, কালিয়াটা আর হবে না রাত্তিরে। যদি বড় মিরগেল ওঠে তো ভেজেই দিক আপাতত; লুচি তো করবেই—স্রেফ মিরগেল মাছের পেটি ভাজা আর লুচি।”

গোরাচাঁদ মুখে রস জমিয়া উঠায় একটা ঝোলটানা-গোছের শব্দ করিয়া বলিল, “দুটোই বড় শুকনো হয়ে গেল;

তা রাতটা কাটুক ঐ ভাবেই, সকালে তখন দেখা যাবে। বউকে বরং বলব, দুধটাকে নটক্ষিরে করে......হাতে একটা আস্ত ইট তুলে নে তো গন্‌শা, এসে গেছি, আমি এই বাঁশের আগালেটা বাগিয়ে ধরছি।"

গন্‌শা দাঁড়াইয়া পড়িয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "কেন র‍্যা, আবার কি?"

কুকুরটা-বড় রোখা। রাত্তিরে কেউ এলে ধরে নেয়, চোর কিংবা পিসশ্বশুরের বাড়ির কেউ; দাঙ্গার পর থেকে ওদের ওপর বড় চটা কিনা! ঐ ডাকতে আরম্ভ করেছে! তুই যে থান-ইট তুলে নিয়েছিস, একেবারে থেঁতো হয়ে যাবে যে!...আয়, বাঘা, বাঘা, চ্যু চ্যু—আমি রে, তোদের জামাইবাবু।...আচ্ছা, বাড়ি একেবারে নিষুতি কেন বল্ তো গন্‌শা?"

"ঘুমিয়েছে নিশ্চয়, রাত দশটা হয়ে গেল।"

গোরাচাঁদ বলিল, "ঘুমুলে কুকুরটার এ রকম ডাকেও ঘুম ভাঙবে না?"

দুইজনে কুকুরটাকে আটকাইতে আটকাইতে বাহিরের উঠানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন একজন ভিতর-বারান্দা থেকে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে? কে র‍্যা বাঘা?"

গোরাচাঁদ বলিল, "আমি শিবপুর থেকে আসছি।"

সেই রকম নিদ্রালু স্বরে প্রশ্ন হইল, "কি দরকার রাত দুপুরে?"

হাতে একটা আদ্ধা ইট তুলে নে তো গন্‌শা ··

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তর গোরাচাঁদের মুখে টপ করিয়া যোগাইল না। গন্‌শা বলিল, "না, দ দ্দরকার তেমন কিছু নেই, তবে ইনি—তোমার গিয়ে দা-দ্দাদাঠাউর এ বাড়ির জামাই।"

গোরাচাঁদ ফিস 'ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়িটা ঠিক তো? 'জামাই' আবার একটা গালাগাল কিনা!"

ওদিকে আর কোন সাড়া নাই। লোকটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিশ্চয়, ঘুমের মধ্য হইতে প্রশ্ন করিয়াছিল। দুইজনে কুকুরটাকে কখন তাড়না, কখন খোসামোদ করিতে করিতে বারান্দার খোলা রকে উঠিয়া গেল। গোরাচাঁদ লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া একটু চড়া গলায় বলিল, "জামাই মানে, শিবপুরের জামাই গোরাচাঁদ আমি; সঙ্গে এ গন্—, আমার চাকর।"

গন্‌শা কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "দুদ্দ্ খীরাম।"

"আমার চাকর দুখীরাম। তুমি কে কথা কইলে?"

সেই নিদ্রালু স্বর একটু ধমকের সুরে প্রশ্ন করিল, "বলি, তুমি কে?"

গোরাচাঁদ হতাশ হইয়া গন্‌শার দিকে চাহিয়া বলিল, "বললাম তো একচোট সব খুলে। কি গেরো বল্ তো!"

একটু থামিয়া গলা আর একটু চড়াইয়া বলিল, "বাপা, এখনও চিনতে পারছিস না জামাইবাবুকে? সেই লুচি খেতিস হাত থেকে।"

গনশা বলিল, "পিসশ্বশুরের বাড়ির লোক নয় রে বাবু।"

এবার ঘরের ভিতর হইতে ভারি গলায় প্রশ্ন হইল, "বাইরে কে ব্যাড়র-ব্যাড়র করছে? কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে।"

গোরাচাঁদ গনশাকে বলিল, "শ্বশুরের আওয়াজ। আফিমের ঘুম কিনা, ঠিক ধরতে পারছে না।"

চেঁচাইয়া বলিল, "বাবা আমি আপনাদের গোরাচাঁদ, শিবপুর থেকে আসছি।"

"কে, বাবাজী? এস বাবা, এস এস।...নিধে! এই বেটা হারামজাদা, পড়লে আর হুঁস থাকে না! বকে জামাই দাঁড়িয়ে যে!"

তাড়া খাইয়া নিধিরাম ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। বাঁ হাতে কালিপড়া লণ্ঠনটা লইয়া দুয়ার খুলিল, তাহার পর আলোটা তুলিয়া ধরিয়া চোখ পিট পিট করিতে করিতে টানা জড়িত স্বরে কহিল, "তাই তো, জামাইবাবু যে! এস এস, আজ্ঞে হোক, পেন্নাম হই। তা, বলা নেই, কওয়া নেই—যেন গিয়ে বিনি মেঘে বজ্রাঘাত, বাঃ, কি সৌভাগ্য! ওটি কে?"

গনশা বলিল, "আমি দা'ঠাউরের নফর নিধুদা; গড় করি।"

[৪]

তিনজনে ঘরে আসিল। গোরাচাঁদ শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া সামনের একটা পায়া-মচকানো চেয়ারে, প্রতি মুহূর্তেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। গন্‌শাও খুব ভক্তিভরে পায়ের ধূলা লইয়া নীচে উবু হইয়া বসিল। নিধু ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

শ্বশুর খানিকটা নিঝুন হইয়া বসিয়া রহিলেন। অস্বস্তি বোধ হওয়ায় গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "আপনি—আপনারা কেমন আছেন?"

কোন উত্তর হইল না।

গন্‌শা ইসারায় তাগাদা করিল, হাতের কাছে অন্য কোন প্রশ্ন না পাওয়ায় গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "এবার এদিকে বিষ্টি কেমন হ'ল?"

নড়নচড়ন পর্যন্ত নাই। গন্‌শা আবার প্রশ্ন করিতে তাগাদা করিল, গোরাচাঁদ ভীতভাবে হাত নাড়িয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, "চটে যায়।"

আবার খানিকক্ষণ নিঝুম। একটা ঝোঁক কাটিয়া গেলে শ্বশুর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন, "হু, গোরাচাঁদ এসেছ, না?"

গোরাচাঁদ ব্যাকুলভাবে একবার গন্‌শার দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাই তো!"—আবার খানিকটা চুপচাপ, শুধু গোরাচাঁদের চেয়ার সামলানোর ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হইল দুই তিন বার।

নিধিরাম তামাক সাজিয়া দিয়া এক পাশে বসিল।

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া গোরাচাঁদের শ্বশুর একটু চাঙ্গা হইলেন। বলিলেন, "তখন থেকে চুপ করে তাই ভাবছি। হাঁরে নিধে, বাড়ির সবাই বিয়ে-বাড়ি নেমন্তন্নে গিয়ে বসে রইল, জামাই খাবেন কি?"

নিধিরাম কলিকাটির দিকে অর্দ্ধমুদ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া ছিল, নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল, "সেই কথাই তো ভাবছি।"

গোরাচাঁদের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। গন্‌ধা একটু চাপা, তবু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, সেও হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। দুইজনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া শ্বশুর কি স্থির করে, সেই প্রত্যাশায় একটু চুপ করিয়া রহিল। আরও খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া নিধিরামের দিকে হুঁকাটা বাড়াইয়া শ্বশুর বলিলেন, "ভাবিয়ে তুললে যে! উপোস করে থাকবেন?"

নিধিরাম কলিকাটা পাক দিয়া হুকা হইতে খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "রামঃ, সেকি হয়?"

"উপায়?"

নিধিরাম পরম ভক্তিভরে কলিকাটা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "বাবা আছেন।"

বাবা—এ প্রান্তে তারকেশ্বরের সাধারণ নাম।

গন্‌শা গোরাচাঁদের পানে ঠোঁটটা কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, অর্থাৎ আর কোন আশা নাই।

"আমি বলি,"—বলিয়া গোরাচাঁদ কি বলিতে যাইতেছিল, নিধিরাম হাসিয়া বলিল, "তুমি যা বলবে, বুঝ্‌তেই পারছি দা'ঠাকুর, খবর দিয়ে আসতে পারনি বলে আর খুব রাত হয়ে গেছে বলে পথে শেওড়াফুলিতে খেয়ে এসেছ, এই তো? শুনছেন জামাইবাবুর কথা কর্তা?"

নেশাটা চটিয়া যাইতেছে, জামাইয়ের হাঙ্গামা না মিটাইলে অব্যাহতি নাই; বৃদ্ধ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দ্যাৎ! সে তুই আমি করতাম বলে কি ও ছেলেমানুষেরাও করবে? না, সেটা উচিত হ'ত?"

অর্থটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট, গন্‌শা ও গোরাচাঁদ বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। গোরাচাঁদ কি উত্তর দিতে যাইতেছিল; পেটুক মানুষ, পাছে বেমানান কিছু বলিয়া বসে—সেই ভয়ে গন্‌শা তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল, "আজ্ঞে, বললে বিশ্বাস যাবেন না, দা'ঠাউর সত্যিই খেয়ে এসেছেন।"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া মরিয়া হইয়া আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কপালদোষে হঠাৎ একটা ঢেকুর ঠেলিয়া বাহির হইল। তবু যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা সোডা—"

গন্‌শা তাহার দিকে একটা ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "খাবেন না সোডা? তি-ত্তিন গণ্ডা রসগোল্লা পোয়াটাক কচুরি-সিঙারা মিলিয়ে, পো-খানেক মিহিদানা —এইসব খেলেন, শেষে আমি বললাম—"

গোরাচাঁদ হতাশভাবে চাহিয়া ছিল, তাহার মুখের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গন্‌শা বলিল, "শেষে আমি বললাম, দা'ঠাউর, একটা সোডা খেয়ে নাও; তাঁরা তো সেখানে খাবার জন্যে জেদাজেদি করবেনই—"

নিঁধিরাম বলিল, "করব না জেদাজেদি? ঘরের জামাই এলেন, বাঃ!"

গন্‌শা ক্রমাগত চোখ-টেপানি দিতেছে। আর কোনও আশা নাই দেখিয়া গোরাচাঁদ নিরুৎসাহ কণ্ঠে যতটা সম্ভব জোর দিয়া বলিল, "দুখীরামের কথা শুনে আমি বললাম, হাজার জিদ করলেও আমি আর খেতে পারব না। শেষকালে কি মারা যাব?"—বলিয়া চেষ্টা করিয়া আর একটা ঢেকুর তুলিল।

শ্বশুর নিধিরামের নিকট হইতে কলিকাটা লইয়া বলিল, "আমার কিন্তু বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না যে, জামাই পথেই খেয়ে এসেছেন। নিধে কি বলিস?"

হাঙ্গামা-পোহানোর ভয়ে নিধিরাম অনেকটা সামলাইয়া আনিয়াছে, আবার কাঁচিয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "অবিশ্বাসের তো হেতু দেখছি না, কর্তামশাই; নতুন জামাই মিছে কথা বলবেন কি? তায় আপনার মত দেবতুল্যি শ্বশুর!"

"তাই তো!"—বলিয়া বৃদ্ধ আরও খানিকটা চিন্তা করিলেন; তাহার পর উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি বলি কি নিধে, জামাইকে না হয় নেমন্তন্ন-বাড়ি নিয়ে যা না কেন, ততক্ষণ আমাতে আর—এটির নাম কি?"

গোরাচাঁদ উৎসাহভরে বলিল, "দুখীরাম।"

"আমাতে আর দুখীরামে বসে বসে গল্প করি না হয়।... বেহাই বেহান-ঠাকরুণ আছেন, কেমন দুখীরাম?"

"বেশ আছেন।"—বলিয়া গন্‌শা তাড়াতাড়ি বলিল, "আজ্ঞে, আমিতো জ্ঞা-জ্ঞান থাকতে দা'-ঠাকুরকে একলা ছেড়ে দিতে পারব না। এই সাপখোপের দেশ; কর্তাবাবু বললেন, দুখীরাম, ম-মলমাস, ছেলেটা একলা যাচ্ছে, সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, খ-খ-খবরদার!"

গোরাচাঁদ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "নিধু খুব বিচক্ষণ লোক গন্—দুখীরাম, ও আবার ঝাড়ফুঁকও জানে। তোর কোন ভাবনা নেই; নিশ্চিন্দি হয়ে বাবার সঙ্গে গল্প কর, আমি একটু হয়ে আসি। কথা হচ্ছে, খিদে তো একেবারেই নেই, কিন্তু শাশুড়ী ঠাক্‌রুণকে দেখবার জন্যে প্রাণটা কেমন আইঢাই করছে; অনেকদিন পায়ের ধুলো নিই নি কিনা!"

গন্‌শা ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া খাক হইতেছিল, গোরাচাঁদের দিকে একটা উগ্র কটাক্ষ হানিয়া সংযতভাবে কহিল, বি-বিবনি পায়ের ধুলোয় যখন চারটে মাস কাটালে চোখ কান বুঝে, তাখন আর একটা কি দুটো ঘণ্টা কোন রকমে কাটাও না.

দা'ঠাউর, মা-ঠাকরুণ এক্ষুনি নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরবেন ছিচরণ সঙ্গে নিয়ে।”

শ্বশুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “সে আজ সমস্ত রাত্তি আসবে না, তারা কেউ না; সম্পর্কে আমার নাতনীর বিয়ে কিনা, গিন্নী বাসর জাগবে—ওকি! ধর ধর।”

শেষ আশা একটু ছিল শাশুড়ীর; সেটুকুও যাওয়ায়, গভীর নিরাশায় শরীরটা হঠাৎ শিথিল হইয়া পড়ায় গোরা-চাঁদের ভাঙ্গা চেয়ার হইতে আছাড় খাওয়ার দাখিল হইয়াছিল, গন্‌শা নিধিরাম ধরিয়া ফেলিল।

শ্বশুর বলিলেন, “আহা, ঘুম ধরেছে।”

নিধিরাম বলিল, “চাপ খাওয়া হয়েছে কিনা।”

শ্বশুর উঠিয়া বলিলেন, “তবে বাবাজী, চল, দুর্গা-শ্রীহরি বলে শুয়েই পড়বে চল। খিদে যখন নেই-ই বলছ, শুধু প্রণাম করবার জন্যে কোশটাক পথ ভাঙার মাঝরাত্রে কি দরকার? উঠ তা হলে। দুখীরামকে না হয় গোটাকয়েক খইচুর এনে দোব?”

গন্‌শা উত্তর দেওয়ার আগে গোরাচাঁদ প্রতিহিংসাবশে বলিল, “না না, খাওয়ার ওপর খেয়ে একটা কাণ্ড করে বসবে শেষে; ওর ভরসায়ই বাবা আমায় এখানে পাঠিয়েছেন মলমাস অগ্রাহ্যি করে।”

গন্‌শার পানে না চাহিয়া শ্বশুরের পিছনে পিছনে ভিতরে চলিয়া গেল।

আহা, ঘুম ধরেছে!...

[৫]

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আরও কাটিল। গোরাচাঁদ ভিতর-বাড়িতে ক্ষুধার জ্বালায় এবং খাদ্য সম্বন্ধে হতাশায় বিছানাতে পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, এমন সময়ে ঘরের দুয়ারের কাছে গন্‌শা ডাকিল, "দা'ঠাউর!"

গোরাচাঁদ উত্তর দিতে যাইতেছিল, নিধিরামের গলার আওয়াজ শুনিল, "ঘুমে এলিয়ে পড়েছেন, আর তুলে কাজ নেই। তুমি তা হলে এই দোর-গোড়াটায় শুয়ে থাক দুখীরাম ভাই, আমি যাই কর্তার কাছে; এই শতরঞ্চি রইল।"

নিধিরাম চলিয়া গেলে গন্‌শা ভিতর-বাড়ির কপাট বন্ধ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, গোরাচাঁদ তখন ধীরে ধীরে ডাকিল, "গন্‌শা!"

"জেগে আছিস?"—বলিয়া গন্‌শা দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

গোরাচাঁদ চিঁচিঁ করিয়া বলিল, "ঘুমুতে পারছি না ভাই, আর সাহসও হচ্ছে না। এস্‌সা খিদে গন্‌শা! মনে হচ্ছে, ঘুমুলে আর ওঠা হবে না, জামাইকে ওদের সকালে ধরাধরি করে টেনে বের করতে হবে।"

গন্‌শা মশার কামড়ে চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "চাকর সেজে এলে আবার মশারি দেবে না মনে ছিল না রে—উঃ! তার ওপর দু বেটা আফিমখোরের বক্তার! নেশা চটে গেছে কিনা।"

গোরাচাঁদ বলিল, "তাও যেমন ভগবান দয়া করে ভুল গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিলেন, যদি রেখে দিতেন—! পেটটা খালি থাকলে পুড়ে যাওয়ার মত জ্বালা করে রে! জানতাম না। নিখেটা কি ধড়িবাজ দেখেছিস ?"

গনশা বলিল, "ছুটোই। খিদেয় মরছি, অথচ কেমন বলিয়ে নিলে, খেয়ে এসেছি। এসা কোণঠাসা করে এনেছিল যে, না-মা বললে আর মান থাকত না।"

খানিকটা চুপচাপ গেল। তাহার পর গন্‌শা মাথাটা মশারির মধ্যে গলাইয়া দিয়া পূর্বের চেয়েও চাপা গলায় বলিল, "গোরে, এক মতলব বের করেছি; ভাবছি, রাজি হবি কি না, তোর আবার শ্বশুরবাড়ি কিনা!"

গন্‌শার মতলব বাহির করায় কত বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়। গোরাচাঁদ পরম আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি মতলব রে গন্‌শা ?"

"বুড়ো সেই খইচুরের কথা বলেছিল—"

"দিয়েছে নাকি ?"—বলিয়া গোরাচাঁদ মশারি জড়াইয়া এক রকম পড়-পড় হইয়া নামিয়া গন্‌শার সামনে দাঁড়াইল।

গন্‌শা বলিল, "দেয় নি, ত-তবে বাড়িতেই তো আছে।"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকিয়া একেবারে গলা নামাইয়া বলিল, "চুরি ?"

গন্‌শা উপরে নিচে মাথা নাড়িল।

গোরাচাঁদ ঝোল টানার শব্দ করিয়া বলিল, "জামাই হয়ে—তাই বলছিলাম; কিন্তু কেই বা দেখছে! আর এসা চমৎকার খইচুব এখানকার গন্‌শা; সন্দেশ রসগোল্লা ফেলে—"

"ভাঁড়ার-ঘর কোন্‌টা জানিস?"

গোরাচাঁদ আবার ভাঁড়ার-ঘর চিনিবে না—তাও শ্বশুরবাড়ির! বলিল, "উঠোনের ওদিকে রান্নাঘরের পাশে—হ্যাঁরে গন্‌শা, আমার একটা আধটায় হবে না; কমে গেলে ওরা সব টের পেয়ে যাবে না তো যে, জামাই রাত্তিরে উঠে এই কাণ্ডটি—"

"গা-গা-গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল; আগে চল্‌ নিয়ে, যদি তালা দেওয়া থাকে তো আবার—"

গোরাচাঁদের বুকটা যেন ধ্বসিয়া গেল; ভীত নিরাশ দৃষ্টিতে বলিল, "তা হ'লে?"

"চল্‌ না, ইডিয়ট!" বলিয়া গন্‌শা তাহাকে একটা ঠেলা দিল। বালিশের তলা হইতে দেশলাইটা লইল।

প্রদীপ লইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে গোরাচাঁদ বলিয়া উঠিল, "তোরই মতলবের ওপর আমার এক মতলব এসে গেল গন্‌শা; রান্নাঘরটাও অমনই আগে একবার দেখে নিলে হয় না? কপাল যেমন, তাতে যে কিছু পাব—তবু ধর, যদি ওবেলার ভাজা মাছটা আশটা—"

গন্‌শা বলিল, "হ্যাঁ চল্‌; কখনও কখনও জল দিয়ে পান্তা করেও রাখে মেয়েরা, খুব তোয়াক্ক বোঝে কিনা, নেমন্তন্ন খেয়ে শরীরটা গরম হবে।"

উঠান পার হইয়া রকে উঠিয়া গোরাচাঁদ উৎফুল্লভাবে বলিল, "তালা দেওয়া নেই রে গন্‌শা, ভগবান বোধ হয় এবার মুখ তুলে চাইলেন।"

ভগবান সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন। রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই দুইজনে দেখিল, সামনে একটা শিকেয় টাঙানো একটা বেশ বড় সাইজের হাঁড়ি, তাহার উপর একটা জামবাটি, তাহার উপর একটা কড়া; পাশে আর একটা শিকেয় একটা পিতলের কড়া।

একটা বিড়াল উনানের পাশে বসিয়া ছিল, ইহাদের দেখিয়া লাফাইয়া জানালায় উঠিয়া বসিল।

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি গিয়া পিতলের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বাহির করিয়া লইল, উল্লাসে চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, "দুধ রে গন্‌শা—মিল্ক!"

গন্‌শা বলিল, "নামা!"

চঞ্চল হাতে নামাইতে গিয়া এসটু সরশুদ্ধ দুধ চলকাইয়া গোরাচাঁদের কপালের উপরটায় পড়িয়া গেল। বাঁ হাতে সরটি মুছিয়া মুখে দিয়া গোরাচাঁদ বলিল, "বেশ মোটা সর রে। দুটো বাটি পাওয়া যেত!"

দুধ রে গন্‌শা .. মিল্ক!

গন্‌শা বলিল, "আগে হাঁড়ির শিকেটা দেখে নে। এই রে, তোর কপালে কড়ার কালি লেগে গেল যে!"

সৌন্দর্যের দিকে গোরাচাঁদের খেয়াল ছিল না। "ঠিক বলেছিস, তুধটা শেষ পাতের জিনিস কিনা!"—বলিয়া কপালটা ডান হাতে মুছিয়া অন্য শিকাটার দিকে অগ্রসর হইল।

গন্‌শা বলিল, "আমি ধরছি শিকেটা; তুই একটা একটা করে পাড়্। আবার জামায় হাতটা মুছলি বুঝি? এঃ, ভূত হয়ে গেলি যে!"

গন্‌শা শিকের একটা দড়ি ধরিল। গোরাচাঁদ উপরের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বলিল, "ঝোল, গন্‌শা!"—আঙুলগুলো চালাইয়া উত্তেজিতভাবে বলিল, "মাছের ঝোল!"

আর তর সহিতেছিল না, গোটাকতক মাছ বাহির করিয়া মুখে ফেলিয়া আনন্দের চোটে গন্‌শার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "পুটিমাছের টক মাইরি!"

গন্‌শার উঁচু-দাঁত মুখে জল আসিয়াছিল, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "তা হ'লে হাঁড়িতে নির্ঘাত পান্তা আছে; জামবাটিটা দেখ্ তো? আমার হাত ধরতে গেলি কেন? দেখ্ তো, আমায়ও বাঁদর বানিয়ে ছাড়লি!"

জানালার উপর একটা বিড়াল বিস্মিত দৃষ্টিতে এই অভিনব দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করিতেছিল, ডাকিল—মিউ।

গোরাচাঁদ বলিল, "তাড়া তো বেটীকে। ভাগীদার জুটেছেন!"

গন্‌শা বলিল, "না না, আমি এক মতলব ঠাউরেছি, যাবার সময় সব ফেলে-ছড়িয়ে বেড়ালটাকে ঘরে বন্ধ করে যাব।"

"তোর এতও মাথায় খেলে মাষ্টার!"—বলিয়া গোরাচাঁদ সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিল, তাহার পর বলিল, "ঠিক করে ধরিস, আমার হাতটা কাঁপছে।"

[৬]

কড়াটা বাঁ হাতে একটু তুলিয়া জামবাটির মধ্যে হাত দিতে যাইবে, এমন সময় বাহিরের রকের এ কোণাটায় বাঘা উৎকট স্বরে ঝাঁউ ঝাঁউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। একে আচমকা, তায় চোরের মন, দুইজনেই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল এবং তাহাদের হস্তধৃত দড়ি ও কড়াটা কাঁপিয়া গিয়া কড়াটা ঝাঁকিয়া প্রায় অর্ধেকটা অম্বলের মাছ আর ঝোল হড় হড় করিয়া গোরাচাঁদের মাথার উপর পড়িল। গন্‌শা একটা লাফ দিয়া পিছনে সরিয়া গেল, কিন্তু তবু যে নিতান্ত বাদ গেল, এমন নয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজার নিকট হইতে আওয়াজ আসিল, "বাঘা, আমরা সব; থাম্!"

ঝোলে-বোজা চোখে কোন রকমে পিট পিট করিয়া চাহিয়া গোরাচাঁদ দেখিল, গন্‌শা চোখ দুইটা বড় করিয়া

তাহার দিকে চাহিয়া আছে, অতিমাত্র ভীত ও চাপাস্বরে বলিল, "আমার সম্বন্ধী—শিবুদা!"

গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "উপায়?"

আওয়াজ অগ্রসর হইতে লাগিল—বিয়েবাড়ির চর্চা। সবাই রকে উঠিল। শিবু বাহিরের দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল, "বাবা, ও বাবা! নিধে! দুজনেই নিঃসাড়! এই নিধে!"

কর্তার গলারই উত্তর হইল, "এলি তোরা? জামাই এসেছেন।"

দুয়ার খোলার শব্দ হইল। প্রবেশ করিতে করিতে শিবু প্রশ্ন করিল, "আমাদের গোরাচাঁদ! কখন এল?"

গন্‌শা ফিস ফিস করিয়া ডাকিল, "গোরে!"

গোরাচাঁদ কাঠ হইয়া গিয়াছে, একবার নিজের অন্নসিক্ত শরীরটা দেখিয়া বিহ্বলভাবে গন্‌শার পানে চাহিয়া রহিল।

সদর-দুয়ারে করাঘাত হইল। গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করব বল্ তো গন্‌শা? কাপড়-জামাটা ছেড়ে—"

গন্‌শা বলিল, "পাগল! সময়ই বা কোথায়? আর স্যুটকেসটাও বাইরে।"

ঘন ঘন করাঘাতের সঙ্গে তাগাদা হইল, "গোরাচাঁদ, দোর খোল হে!"

"জামাইবাবু।"

গন্‌শা অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া বলিল, "পালাতে হবে গোরে, খিড়কিটা কোন্ দিকে বল তো?"

এত বিপদেও গোরাচাঁদের এ সম্ভাবনাটা মনে হয় নাই; চরম বিস্ময়ের সহিত বলিল, "পা—লা—তে হবে! শ্বশুর-বাড়ি যে! আর সত্যিই তো, তা না হলে—"

বাইরে শোনা গেল, "নিধে, তুই ওদিক থেকে একটু হাঁক দে তো। শালা যেন কুম্ভকর্ণ! আর চাকরটাই বা কি রকম!... দোর খোল হে!"

জোর কড়া নাড়ার শব্দ হইল, কপাটে দু-একটা লাথিরও ঘা পড়িল।

এমন সময় যেখানটা, কুকুর ডাকিয়া উঠিয়াছিল, সেখানটায় নিধিরামের শঙ্কিত কণ্ঠে শোনা গেল, "দাদাবাবু, রান্নাঘরে আলো দেখছি যে! মা-ঠাকরুণ জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন নাকি?"

"কই, না! হে বাবা তারকেশ্বর!"—মেয়ে-গলার কাঁপা আওয়াজ হইল।

খানিকক্ষণ একেবারে চুপচাপ। শিবু নিধিরামের কাছে আসিয়া বলিল, "সত্যিই তো! আর দু—"

গোরাচাঁদ এক ফুৎকারে আলোটা নিবাইয়া দিল। গন্‌শা খুব চাপা গলায় বলিল, "কি কর্‌লি গাধা!"

"নিবিয়ে দিলে! চোর! চোর! বাবা, জেনে শুনে চোর ঢোকালে বাড়িতে!...নিধে!"

"দেখলাম জামাই, সেই রকম মুখ চোখ, কথাবার্তা; দিব্যি প্রণাম করলে।"

"তবে আর কি! প্রণাম করলে! শীগগির খিড়কি আগলাগে নিধে; নিশে বাগদাকে হাঁক দে। ও রতনের মা! ও সামন্ত, সামন্ত!"

একটু দূরে বনের মধ্য হইতে আওয়াজ আসিল, "এজ্ঞে!"

"শীগগির এস সড়কিটা হাতে করে, দু শালা ঢুকেছে।"

"এলাম। সটকায় না যেন, একসঙ্গে গাঁথব। রতনের মা, তোর সেই কাটারিটা নিয়ে বেরো।"

গন্‌শা আর গোরাচাঁদ ঘর ছাড়িয়া উঠানের মাঝামাঝি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, গোরাচাঁদ একসঙ্গে গাঁথার কথায় একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

আওয়াজ হইল, "নিধে!"

"আমি এই খিড়কিতে, বাঘাকে নিয়ে।"

গন্‌শা চারিদিকে চাহিয়া নিরাশভাবে বলিল, "কি করা যায়? তাহার পর হঠাৎ গোরাচাঁদের পায়ের নিকট হইতে একটা আদ্ধা ইট কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "হয়েছে, চল্‌ খিড়কির দিকে, তুইও পিঁড়েটা তুলে নে!"

গোরাচাঁদ শঙ্কিতভাবে বলিল, "খুন করে পালাবি নাকি নিধেকে?"

গন্‌শা বলিল, "আর বাঘাকে। নয়তো কি খু-খু-খুন হব সামন্তর সড়কিতে? কোন্‌টে খিড়কি? এগো।"

কি হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় কুকুরটা হঠাৎ নিধিরামের নিকট হইতে উর্ধ্বশ্বাসে কি একটা তাড়া করিয়া

রান্নাঘরের পিছনে গেল এবং সেখানে থাবা গাড়িয়া বসিয়া উঁচু মুখে প্রবল সোরগোল লাগাইয়া দিল।

শিবু একটু লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে; সবাই এই দিকটা চলে এস; এখনও আছে শালারা। নিধে, আর দিকিন্; সামন্তকে আস্তে আস্তে পাঁচিল ডিঙিয়ে ওদিকে পড়্! বাঘা, ঠিক চোখে চোখে রাখবি ঐ ভাবে।"

বাঘা রাখিতেও ছিল, কালো বিড়ালের মত শত্রু আর তাহার নাই। বাঘাহীন খিড়কিতে নিধিরামের পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া সবিক্রমে বলিল, "হ্যাঁ, ওঠ তো সামন্ত খুড়ো; দাও সড়কিটা ধরে থাকি ততক্ষণ।"

গন্‌শা ও গোরাচাঁদ গিয়া খিড়কি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যেই বুঝিল, নিধিরাম সরিয়া গিয়াছে, দোর খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইল। গন্‌শা খুব সন্তর্পণে শিকলটা তুলিয়া দিল। খুব অন্ধকার, ঝোপঝাপ। গোরাচাঁদ অগ্রসর হইল। হাতটা পিছনে করিয়া গন্‌শার জামা ধরিয়া খুব চাপা গলায় বলিল, "আয়, একটু ঘুরে গিয়ে সদর রাস্তা! বাঘা সরে নি, ওরা বাড়ি নিয়েই থাকবে একটু।"

গন্‌শা প্রশ্ন করিল, "খা-খানা ডোবা নেই তো—ত্রি-ত্রিলের শ্বশুরবাড়ির মত?"

গোরাচাঁদ বলিল, "না, তবে রাত্তিরে যাঁদের লতা বলতে হয় তাঁদের উৎপাত আছে; 'আস্তিকস্য মুনির্মাতা' বলতে থাক্ গন্‌শা,—চাপা গলায়—যাতে শুধু মা মনসাই শুনিতে পান।"

এত বিপদেও বাড়িটার দিকে চাহিয়া তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বলিল, "একটা রাতও কাটিল না; বউ ওদিকে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে—"

* * *

শিবপুর ষ্টীমার-জেটির রেলিঙে হেলান দিয়া মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত, গন্‌শা আর গোরাচাঁদ। রাজেন প্রশ্ন করিল, "তারপর, গোরের শ্বশুর-বাড়ি কেমন লাগল গন্‌শা ?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "এক রাত্তির থেকেই চলে এলি যে বড় ?"

গোরাচাঁদের মনটা অপ্রসন্নই ছিল, একটু ব্যঙ্গের সুরে উত্তর করিল, "শ্বশুর-বাড়ি এক রাত্তিরের বেশী থাকলে মান থাকে নাকি ?"

ত্রিলোচন বলিল, "সে কথা নয়, মানে, দিলে যে বড় আসতে ?"

গন্‌শা কুটা না কি একটা দাঁতে কাঁটিতেছিল; গঙ্গার দিকে চাহিয়া বলিল, "আসতে কি দি-দ্দিতে চায়? অনেক ক-ক্কষ্টে—"

আর শেষ করিতে পারিল না। কথাটা বাড়ি ঘেরাও করিয়া আটকানো, খিড়কি দিয়া পালানোর সঙ্গে এমন মিলিয়া গেল যে, আপনিই যেন তাহার গলার স্বর মাঝপথে বাধিয়া গেল।

[১]

শিবপুরের ষ্টীমার-ঘাট। জেটির কাছে ঘাসের উপর সব বসিয়া আছে,—গন্‌শা, ঘোৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর রাজেন। ত্রিলোচন উপস্থিত নাই, শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে।

ছয়টা-বাহান্নর ষ্টীমার আসিয়া লাগিল। আর সব প্যাসেঞ্জার বাহির হইয়া গেলে ছোটখাট একটি পশ্চিমা বরযাত্রীর দল নামিল, বোধ হয় তক্তাঘাট হইতে আসিয়াছে। বরের কানে দুইটা বড় বড় কুণ্ডল, গায়ে ফিনফিনে সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় আরও মিহি জাপানী সিল্কের গোলাপী রঙের চাদর। মাথায় প্রচুর তেল এবং চোখে প্রচুর কাজল। জেটি হইতে বাহির হইয়া বোধ হয় নিজের বিশিষ্টতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সে চোখে কেমিকেলের ফ্রেমের একটা নীল চশমা আঁটিয়া একটা হাওয়াগাড়ি সিগারেট ধরাইল।

ষ্টীমার ছাড়িয়া গেলে গন্‌শারা সব আসিয়া জেটির রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। ক্ষানিকক্ষণ চুপচাপের পর রাজেন বলিল, "এদের খুব ছেলে-বেলায়ই দিব্যি বিয়ে হয়ে যায়, নিশ্চিন্দি।"

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে ঘোঁৎনা জিজ্ঞাসা করিল, "গণৎকারের কাছে তো গেছলি, গন্‌শা; কি বললে র‍্যা?"

গন্‌শার মুখটা একটু কুঞ্চিত হইল মাত্র, কোন উত্তর না দিয়া দূরে হাওড়ার পুলের দিকে চাহিয়া রহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "আম্মো তো সঙ্গে ছেলাম। বললে, বউ তো ওদিকে ডাগোরডোগোরটি হয়ে তোয়ের রয়েছে, কিন্তু গন্‌শার আক্ষরে একটা দোষ আছে, সেটা না খণ্ডালে তো বিয়ে হতে পারে না; তাতে কম করে সারতে গেলেও সওয়া পাঁচ টাকা লাগবে।...না গেলেই ছেল ভাল,—ওর মামা অত টাকা বের করবে না, মাঝে পড়ে বউ কোথায় ডাগর হয়ে উঠছে শুনে ভাবনায় ও বেচারীর মনটা..."

রাজেন বলিল, "যা যাঃ, ওসব ধাপ্পাবাজি, বিশ্বাস করি না।"

গন্‌শা হাওড়ার পুল হইতে দৃষ্টি সরাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "তু-তুই কি বলতে চাস এখনও হা-হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে?"

রাজেন বলিল, "না তোর বউয়ের কথা বলছি না, সে তো ডাগরটি হবেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। বলছি এই গণৎকারদের কথা—তুই বিশ্বাস করিস? এই দোষ খণ্ডানোর কথা?"

গন্‌শা কোন উত্তর দিল না। ঘোঁৎনা বলিল, "বিশ্বাস না

করে কি করবে? পানাপাড়ায় 'কায়েৎ মহারাজ' বলে এক সাধু এসেছেন। বলছেন নাকি এত দিন আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলেন, হঠাৎ যোগনিদ্রায় স্বপ্ন দেখেছেন তিনি আসলে চিত্রগুপ্তের নাতজামাই। মন বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। শীগ্‌গিরই দেহত্যাগ করবেন। সেখানে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দেবেন বলে, যে-সব পুরোনো পাপী হাতে পায়ে ধরেছে তাদের নামধাম একটা খেরোর খাতায় লিখে নিচ্ছেন; পনর টাকা ফি—বলেন, দাদাশ্বশুরের একটা মন্দিরের ব্যবস্থা করেই দেহ রাখবেন—উকিল, ব্যারিস্টার, এটর্নির ভিড় লেগে গেছে। বল,—তারা ঠকবার লোক!"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে আমিও কয়েক দিন গেছলাম—যা খেতে চাইবে মুঠো খুলে হাতে দিয়ে দিত। এখন শুনছি আর সময় পায় না। আর এখন গেলে কেমন যেন গা ছম্‌ছম্ করে লোকটাকে দেখে। ওর দাদাশ্বশুর যমের পাশেই বসে খাতা লেখে কিনা!"

গন্‌শা একটা বিড়ি ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। রাজেন বলিল, "সত্যিই যদি আর জন্মের কোন দোষে বিয়ে হচ্ছে না, তো কাটাবার কি আর উপায় নেই? তীর্থ-টীর্থ করা, গঙ্গাস্নান করা...আর বিড়ি সিগারেটগুলোও ছাড়্ গন্‌শা—নেশাও একটা পাপ তো?..."

কে. গুপ্ত বলিল, "গঙ্গাস্নানের তো একটা মস্তবড় যোগও আসছে—দশহরা..."

ঘোঁৎনা, "ঠিক হয়েছে রে!"—বলিয়া এ-ধারের রেলিং থেকে ও ধারের রেলিঙে গিয়া গন্‌শার মুখোমুখি হইয়া বলিল, "সেদিনকার গঙ্গার ঘাটের মেলার জন্যে বাজেশিবপুর থেকেও এবার ভলন্টিয়ার দল গড়ছে। চল্ না, গঙ্গাস্নানও হবে, লোকসেবাও হবে; যদি সত্যিই কিছু দোষটোষ থাকেই তো একসঙ্গে ছুটো পুণ্যির ধাক্কায়..."

গোরাচাঁদ বলিল, "আর ওদের বেশ খ্যাটের বন্দোবস্তও আছে, শিবপুরের দলের সঙ্গে ওরা টেক্কা দিচ্ছে কি না..."

রাজেন বলিল, "তাহ'লে দেখ্ না গন্‌শা, স্থায়রত্ন মশাই বলছিলেন—এর পরেই উপরো-উপরি তিনটে ভাল লগ্ন রয়েছে, যদি সত্যিই কেটে যায় দোষটা...অন্ততঃ গণৎকারের কথাটা হাতে হাতে মিলিয়ে দেখবার মস্ত একটা সুবিধে।"

গন্‌শা বোধ হয় পুণ্য অর্জনের হাতে খড়ি হিসাবে অর্ধদগ্ধ বিড়িটা গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "নে-বে ভলন্টিয়ার? যাই তো কিন্তু সবাই যাব।"

ঘোঁৎনা বলিল, "লুফে নেবে গণেশের দল শুনলে। শিবপুরের দলের এরাই তো কতবার বলেছে আমায়—ঘোঁতন, তোমাদের সবাই এস না; একটা সৎ কাজ।... তখন গা করি নি। অবিশ্যি এখন আর ওরা নিচ্ছে না, বন্ধ করে দিয়েছে।"

[২]

পরের দিন সকালে ছয় জনে স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্তি হইবার জন্য বাহির হইল। রাত্রে ত্রিলোচন আসিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে শুনিতে সকলে চৌধুরী-পাড়ার রাস্তা ধরিয়া বাজেশিবপুরের দিকে অগ্রসর হইল এবং এ-গলি সে-গলি করিয়া একটা দোতলা বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রেলিং-দিয়া ঘেরা, সামনে ছটাকখানেক বাগান।

ঘোৎনা বলিল, "এই তো সতের নম্বর।"

গনশা জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়িটাই? লোকজন কাউকে তো দেখছি না!"

ঘোৎনা উত্তর করিল, "নম্বর তো সতের ঠিকই রয়েছে। আয় না দেখাই যাক।" বলিয়া ভেজানো ফটক ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ইতস্তত করিতে করিতে একে একে সবাই অনুসরণ করিল—শুধু গোরাচাঁদ সব পিছনে ফটকের একটা পাল্লা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়িটার গম্ভীর আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সবাই একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

ত্রিলোচন বলিল, "একটা হাঁক দে না ঘোৎনা।"

ঘোঁৎনা তাহার দিকে ঘুরিয়া বলিল, "তুই দে না। ঘোঁৎনা পথ দেখিয়ে নিয়েও আসবে, ডেকেও দেবে, তারপর বলবি গাড়ি করে ফিরিয়ে নিয়ে চল্‌…আবদার!"

গন্‌শা চটিয়া উঠিয়া বলিল, "প-পথ দেখিয়ে কোন্ চুলোয় নিয়ে এলি আগে তাই বল্ তো? ভ-ভলন্টিয়ার তো গিজ্ গিজ্ করছে দেখ্‌ছি!"

এমন সময় উপরের বারান্দায় কালো মোটাগোছের একটি মাঝবয়সী লোক বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি চাই আপনাদের?"

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে একবার চাহিল। ঘোঁৎনা বলিল, "আজ্ঞে চাই না কিছু।"

"তবে?"

"একবার নিচে আসবেন?"

গোরাচাঁদ নিঃসাড়ে ফটকের বাহিব হইয়া দাঁতে একটা ঘাস চিবাইতে চিবাইতে রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিল। উপর হইতে রুক্ষস্বরে উত্তর হইল, "কিছু চাই না, অথচ নিচে আসতে হবে—মানে?"

রাজেন ঘোঁৎনাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "গুছিয়ে বল্ না, চটিয়ে তুলছিস যে।"

নিজেই সামনে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল, "আজ্ঞে নামতে হবে না আপনাকে কষ্ট করে,—বলছিলাম গঙ্গাস্নানের মেলা হবে, তাই ভলন্টিয়ার..."

আরও রুক্ষস্বর এবং বিকৃতভঙ্গিতে উত্তর হইল, "তাই আমায় ভলন্টিয়ারি করতে হবে...? তা রাজি আছি—বল তো নেমে একটু শক্তির পরিচয়ও দিই গিয়ে।"

গোরাচাঁদ বাড়ির সুমুখ হইতে সরিয়া গিয়া স্যাণ্ডাল জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া এবং মাথা নিচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে বুড়া আঙুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

গন্‌শা ঘোৎনার পিছনে নিজের জায়গায় সরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, ইয়ে...ভ-ভলন্টিয়ার তো আমরা...দশহরার মেলার ..গঙ্গার ঘাটে..."

"বাড়িটাতে গঙ্গার ঘাট বলে ভুল করবার মত কিছু পাচ্ছ কি সব ?" গলা আরও কর্কশ হইয়া উঠিল, "ভজুয়া...!"

রাজেন গন্‌শার জামার খুঁটে টান দিয়া নিম্নস্বরেই বলিল, "চল্, বুঝতেই পারা যাচ্ছে এ বাড়ি নয়। সব কথার উল্টো মানে করছে..."

গোরাচাঁদের সহিত এদের দেখা হইল অনেকটা দূরে গলির একটা মোড়ের অন্তরালে। সে স্যাণ্ডালে পা সাঁদ করাইতে করাইতে একটু অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, "ভজুয়া বেটা বেরিয়েছিল নাকি ?"

গন্‌শা ভেঙ্‌চাইয়া বলিল, "তুই আর কথা কস্ নি গোরে; ঘেন্না ধরালি!...পা-প্পালালি কি বলে র‍্যা ? এদিকে ভলন্টিয়ারি করবার শখও আছে!"

গোরাচাঁদ পূর্বে পূর্বে এর প্রতিবাদ করিত, আজকাল তাহার এ-দুর্বলতাটুকুর প্রমাণের সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি পাওয়ায় চুপ করিয়া থাকে; সে দলের মাঝখানে একটি নিবিঘ্ন জায়গা করিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। সবাই মন-মরা হইয়া গিয়াছে;

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথাই কহিল না। শেষে ঘোঁৎনা নিতান্ত যেন মৌনতার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই বলিল, "কেন যে এমনটা হ'ল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

কে. গুপ্ত বলিল, "আপনি বোধ হয় ঠিকানাটা ভুল শুনেছিলেন।"

ঘোঁৎনা বিরক্তির সহিত বলিল, "আপনি কি বলতে চান ওটা সতের নম্বর ছিল না? একের পিঠে সাত তাহলে কি হয় বলুন তো শুনি? তেষট্টি?"

কে. গুপ্ত একটু থতমত খাইয়া বলিল, "না সে কথা বলছি না, বলছি বোধ হয় অন্য কোন নম্বর বলেছিল।"

"অন্য নম্বর বললে আমি সতের বলতে যাব কেন মশাই? আমাকে বলেছিল ছিয়ানব্বই, আমি এসে বললাম সতের?... আপনাকে কেউ যদি বলে গন্‌শাকে একবার ডেকে দিন, আপনি ত্রিলোচনকে ধরে নিয়ে আসবেন?

কে. গুপ্তের প্রশ্নটা সকলেরই মনে জাগিয়াছিল; কিন্তু ঘোঁৎনার তর্কের ভাষা ও ভঙ্গি দেখিয়া কেহ আর উত্থাপন করিল না।

কে. গুপ্ত স্বভাবতই একটু মোটাবুদ্ধি, পেঁচালো তর্কের ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল এবং কি ভাবে তাহার মনের কথাটা গুছাইয়া বলা চলে ভাবিতে লাগিল।

ত্রিলোচন গন্‌শাকে বলিল, তোর বোধ হয় বিয়ের ফুলটা এখনও ফোটে নি গণেশ, নইলে..."

গনশার মনটা অত্যন্ত খিঁচড়াইয়া ছিল. উগ্মার সহিত বলিল, "ন-মৈলে ঐ কেলে যমদূতটা ভলন্টিয়ারিতে নাম লিখে নিত? তোর বিয়ের ফুলই ফুটেছে তিলে, বু-বুদ্ধির ফুল কিন্তু শুকিয়ে আসছে..."

কে. গুপ্ত একটু ভয়ে ভয়ে ঘোঁৎনাকে বলিল, "না, আমি সে-কথা বলছি না; বলছিলাম ধরুন, যাকে আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন সেও তো ভুল বলতে পারে..."

ঘোঁৎনা আবার একটু ধমকের স্বরে বলিল, "পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমি বেছে বেছে এমন লোককেই জিজ্ঞেস করতে যাব কেন শুনি? আর তার নিজেরই যদি সন্দেহ থাকবে তো বলতেই বা যাবে কেন মশাই?"

কে. গুপ্ত আবার চুপ করিয়া গেল এবং একটু পরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা দাঁতে চাপিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "তা হলে শুধু গঙ্গাস্নানই করে নে গনশা। দশহরার দিন ভোর থেকে এসে সব গঙ্গায় পড়ে থাকা যাবে এখন। মা গঙ্গা যদি মুখ তুলে চান তো পুণ্যির একটু ব্যবস্থা করে দেবেন না?—দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেও একটা-আধটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে না?—অত বুড়ো-টুড়ী, কচি ছেলে-মেয়ে সব আসবে। আমার হাতের কাছে যেটা পড়বে সেটা তোকেই দিয়ে দেব।"

রাজেন বলিল, "হ্যাঁ, সেবা করা নিয়ে বিষয়, ভলান্টিয়ার হয়েই যে সেবা করাতে হবে শাস্ত্রে এমন কথা তো ধরে লিখে দেয়নি ?"

ত্রিলোচন বলিল, "স্ত্রী স্বামীর সেবা করে কি করে ? সে তো আর ভলন্টিয়ার নয় ?"

গন্‌শার মাথায় মা-গঙ্গার মুখ তুলে চাওয়ার কথাটা ঘুরিতেছিল; বিরক্তভাবে বলিল, "ধ্যাৎ, আর ঠা-ঠাকুর দেবতার ওপর বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। যদি দ-দয়াই হবে তো আজ ছ-বছর থেকে ভোগা দিচ্ছে কেন ?"

গোরাচাঁদ পাঞ্জাবির পকেটে দুইটি হাত সাঁদ করাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কে. গুপ্ত বলিয়া উঠিল, "নিন ঘোঁতন বাবু, এবার কি বলবেন বলুন।"

আর সবার কাছে একটু অপ্রতিভ হইয়া ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে মাঝে মাঝে থাবা দিয়া একটা তৃপ্তি এবং সান্ত্বনা পাইতেছিল, বলিল, "কি শুনতে চান বলুন ?"

"আপনি বাড়িটা রাধানাথ মিত্তিরের গলিতে বলেছিলেন না ?"

"এখনও তো বলছি মশাই, কারুর ভয় না কি ?"

"ঐ দেখুন।"

কয়েক পা সামনে গলিটা মোড় ফিরিয়াছে, আর সেই মোড়ে অন্য দিক দিয়া একটা সরু গলি বাহির হইয়াছে। সেই মোড়ে একটা জরা-জীর্ণ কাঠের ফলকে গলিটার নাম লেখা

রহিয়াছে। পাশের দেওয়ালের পিছন থেকে একটা পেঁপের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ফলকটা ভাল করিয়া দেখা যায় না; ক্রমাগত ঠকিয়া কে. গুপ্তের নজর ঐদিকে ছিল বলিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে—সকলে পড়িল, 'রাধানাথ ঘোষ লেন।'

সকলে একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোঁৎনার মনে হইতেছিল কে. গুপ্তকে চিবাইয়া খায়। নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল, "তাই তো দেখছি, একটু যেন ভুল হয়ে গেছে।"

গন্‌শা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "তুই কি ভেবেছিলি যখন ঘোষ-মিত্তির তুই-ই কু-কুলীন কায়েৎ, তখন গলিতেও বেশি তফাৎ হবে না?"

দলের মধ্যে এক ঘোঁৎনাই গন্‌শাকে সব সময় খাতির করে না, রাগিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় ত্রিলোচন দু-জনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "একটা শুভ কাজে নেমে তোরা ঝগড়া করতে লাগলি। আমার একটা মতলব এসেছে—থাম্ দিকিন্ তোরা।"

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "এই কইপুকুরের কাছাকাছি ন্যায়রত্ন মশায় থাকেন। তাঁকে খুঁজে বের করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—পুরুতমানুষ, শিবপুর-বাজেশিবপুরের অলিগলি নখদর্পণে।"

গোরাচাঁদ একটু উৎসাহিত হইল, বোধ হয় পুরোহিতবাড়ির সন্দেশ, কলা, নারকেল-নাড়ুর কথা মনে পড়িল। বলিল, "মন্দ নয়, জলতেষ্টাও পেয়েছে বেজায়।"

রাজেন বলিল, "তাহ'লে সামনে কেমন দিন-টিন আছে সেটাও একবার দেখিয়ে নেওয়া যায়।"

গন্‌শার মেজাজটা ঠিক হয় নাই। রুক্ষস্বরে বলিল, "খুব মতলব খাড়া করেছিস্—সতের নম্বর বাড়ির জন্যে ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ি খোঁজ, ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ি খোজ্‌বার জন্যে শিষ্যিদের বাড়ি খোঁজ, তা-তাদের বাড়ি খোঁজবার জন্যে..."

এমন সময় রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত তিন জনে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওই ন্যায়রত্ন মশায় আসছেন!—নাম করতেই!"

[৩]

সত্যিই দেখা গেল, তালতলার চটি পায়ে নামাবলী গায়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় সামনের একটা বাড়ির বারান্দা হইতে নামিতেছেন। সবাই যেন হাতে স্বর্গ পাইল, অবশ্য এক গোরাচাঁদ ভিন্ন। ঘোৎনা অগ্রসর হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কানের উপযোগী আওয়াজ করিয়া বলিল, "প্রণাম হই ন্যায়রত্ন মশাই।"

সবাই ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ডান কানটা আগাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি বলছ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "প্রণাম হই, প্রণাম।"

আরও কাছে কানটা আনিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, "ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, কাল উপবাস ছিল কিনা, কাহিল হয়ে রয়েছি বলে কানটা একটু..."

গন্‌শা বলিল, "ক-কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌না বাপু... 'কাহিল হয়ে রয়েছি!'...কবে যে কা-কাহিল কম তা তো বুঝি না!"

রাজেন বলিল, "পেন্নামের হাঙ্গামা তুলে দিয়ে কাজের কথাটাই পাড়্ না একেবারে—তোরও যেমন ভক্তির রোখ চেপে গেছে!"

গোরাচাঁদ বলিল, "তার চেয়ে ওঁর বাড়িই নিয়ে চল ওঁকে; মাঝরাস্তায় চেঁচামেচি করার চেয়ে বরং...একে তো এমনিই গলা শুকিয়ে কাঠ..."

ঘোৎনা কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল, "এই প্রণাম করছি!"

"দীর্ঘজীবি হও, রাজরাজেশ্বর হও, তা কোথায় এসেছ তোমরা? রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ যে রাঙা হয়ে গেছে!... গণেশ...?"

গন্‌শা বাজে কথার দিকে গেল না, চেঁচাইয়া বলিল, "রাধানাথ মিত্তিরের গলি জানেন? ঘোঁৎনা বে-বেবশি ওস্তাদি করতে গিয়ে রাধানাথ ঘোষের গলিতে এনে চ-চরকি ঘোরাচ্ছে।"

ঘোঁৎনা বিরক্ত ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় হাসিয়া রাজেনের দিকে চাহিলেন। সে আরও চেঁচাইয়া বলিল, "জিগ্যেস করছে—রাধানাথ মিত্তিরের গলি চেনেন?"

"খুব চিনতুম, সে তো মারা গেছে।"

রাজেন নিরাশ ভাবে একটু এলাইয়া পড়িয়া বলিল, "এ এক দোসরা ফেসাদে পড়া গেল।—'রাধানাথের গলি চেনেন?'—না, সে তো মারা গেছে?"

এমন অবস্থায় ন্যায়রত্ন মহাশয় কখন কখন চটিয়াও যান আবার।

সেই দিকটা সামলাইয়া ত্রিলোচন বলিল, "মারা গেছেন শুনে বড় কষ্ট হ'ল। তাঁর গলিটা চেনেন?" রাস্তাটার উপর ইসারায় হাতটা চালাইয়া বলিল, "গলি—গলি।"

"ও বুঝেছি, সে তো এখানে নয়। আমার সঙ্গে এস; ওই দিক হয়েই না-হয় চৌধুরীদের বাড়ি চলে যাব। তারু চৌধুরীর খুড়ীর বড় কঠিন পীড়া শুনেছি, চান্দ্রায়ণ করবার জন্যে একবার বলে দেখি।...এই তো গোরাচাঁদ, তোমাদেরই তো পাড়ার; কেমন আছে বলতে পার যদুনাথের পরিবার? আহা, যদু চৌধুরী ছিল..."

গোরাচাঁদের মুখটা যেন শুকাইয়া গেল, সহজ ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তিনি তো দিব্যি সেরে উঠেছেন। কাল গেচলাম—ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে

রাধানাথ মিত্তিরের গল্প জানেন ?

কত জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আপনি কষ্ট করে আর যাবেন না; বুড়োমানুষ,—এই কাঠফাটা রোদ্দুর। আমাদের গলিটা দেখিয়ে ফিরে আসুন।"

পিছনে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত চটিযা হাত-পা নাড়িয়া গন্‌শাকে বলিল, "দেখ্‌তো বে-আক্কেলপনা!—সে ধুঁকছে—এখন-তখন—সঙ্গে কেত্তনপার্টি বেরুবে, সব ঠিকঠাক্ করছি—কদ্দিনকার আশা—ওর মাঝে পড়ে আবার তাকে চান্দ্রায়ণ করে চাঙা করে তোলবার চেষ্টা! এ কি শত্রুতা বল্‌ দিকিন!.. এর ওপরও যদি যেতে চায় তো বলব পাঁচটা সাযেব ডাক্তারে ঘিরে আছে, তাদের কুকুব নিয়ে—বাজে লোককে ভিড়তে দিচ্ছে না—বিশেষ করে পুরুতদের।...কদ্দিন পরে একটা চান্স্! শুনছি নাকি আবার বৃষোৎসর্গ করবে।"

গন্‌শা ব্যঙ্গ-হাসিতে ঠোঁট দুইটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুই বোকা, বুঝিস না। ও চা-চান্দ্রায়ণ করলে আরও শীগ্‌গির টেঁসে যাবে ববং। একে বদ্ধ কালা হয়ে গেছে, তায় আবার ভয়ঙ্কর ভুলো মন, একটা বিভ্রাট্‌ভ্রি হবেই, ভ-ভ্‌ভগবান্‌ না করুন।"

গোরাচাঁদের মুখটা আবার পরিষ্কার হইল। তবুও একটু সন্দিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "যা, ঠাট্টা করছিস্। ওদিকে একজন মরতে বসেছে আর গন্‌শার যেন ফুর্তি বেড়ে গেছে! যাঃ..."

গন্‌শা ভারিক্কে হইয়া বলিল, "গগ্‌-গন্‌শা সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করে না।"

রাস্তার ডানদিকে একটা গলি আরম্ভ হইয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "এই রাধু মিস্তিরের গলি, আমি তা হ'লে চললাম। তাহ'লে যদুনাথের পরিবার ভালই আছে বলছ গোরাচাঁদ? শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আজ আর হ'ল না, অপর এক দিন দেখে আসব'খন।"

গন্‌শার অভিমত শুনিয়া গোরাচাঁদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। সে চিন্তিতভাবে নিজের দলের সঙ্গে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া দাঁতে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটিল এবং আর দ্বিধা না করিয়া ফিরিয়া দ্রুতপদে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাশে গিয়া বলিল, "একটা কথা ভুলে যাচ্ছিলাম ন্যায়রত্ন মশাই, দরকারী কথা—ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল। ওই যে বললাম কিনা—যদু চৌধুরীর স্ত্রী—চৌধুরী-জ্যাঠাইমা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে কত কথা জিগ্যেস করলেন?—সে সময় একটা কথা বলে দিয়েছিলেন—মাথার দিব্যি দিয়ে—বললেন, গোরে, বাবা, ওদিকে যখন যাবি একবার ন্যায়রত্ন ঠাকুরকে ডেকে দিস; সেরে তো উঠলাম, কিন্তু কবে আছি কবে নেই—তাঁর দয়ার শরীর; একবারটি বললেই আসবেন। কুলের পুরুত, দেবতার সমান কিনা।...তাহ'লে না-হয় এখুনি হয়ে আসবেন একবার—ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে?"

[৪]

গঙ্গা, দশহরা। এবার যোগটা বিশেষ গোছের; অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে। একে ভিড় তায় ছোটবড় অনেকগুলি ভলন্টিয়ারের দল; রেষারেষির ঝোঁকে তাহারা প্রায় বাড়ি হইতেই সেবার জন্য পিছনে লাগিয়াছে। সমস্ত যাত্রীর—বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের এবং তাহার মধ্যেও আবার আরও বিশেষ করিয়া বৃদ্ধাদের—মনটা প্রায়ই বড় খিঁচড়াইয়া রহিয়াছে।

ভলন্টিয়ারদের সকলেরই চেষ্টা অণুমাত্র ত্রুটি হইতে দিবে না। ঘাটের কাছে বাঁশ দিয়া মেয়ে-পুরুষের রাস্তা আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রবেশ পথের মুখে, বাছাইয়ের জন্য ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। এসব মেলায় একটু ষাঁড়-গরুর আমদানি হয়। অন্যান্য বার তাহাদের অগ্রাহ্য করা হইত, এবার তাহাদের গতিবিধিতেও ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করায় গোলমাল বাড়িয়াছে। একটা ষাঁড় মেয়েদের নির্দিষ্ট পথে কোন্ দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে গরু নয় বলিয়া তাহাকে বাহির করিতে সবাই লাগিয়া যায়। সেও বাঁশের বেড়া ভাঙিয়া, যাত্রী-ভলন্টিয়ার মর্দিত করিয়া জানাইয়া গেল—সে সত্যই গরু নয়।

লোকে—বিশেষ করিয়া বৃদ্ধারা—স্নান করিয়া যেটুকু পুণ্য অর্জন করিতেছে, সেটুকু অভিশাপে সদ্য সদ্য ব্যয়িত করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

বাজেশিবপুরের দল তেমন জমে নাই—তেমন কেন, মোটেই জমে নাই বলা চলে। ওরা শিবপুরের সঙ্গে টেক্কা দিয়া কেতাদুরস্তভাবে গঠনকার্য করিতে চাহিয়াছিল।

জানাইয়া গেল—সে সত্যই গরু নয়

সকালে বিকালে মিলাইয়া ঝাড়া পাঁচঘণ্টা ড্রিল, তার পর সামনের ধোপাপুকুরে সাঁতার। যাহারা সাঁতার জানিত, তাহাদের অনেকের সর্দিগর্মি হওয়ায় ছাড়িয়া দেয়। যাহাদের

হাতেখড়ি হইতেছিল তাহাদেরও বেশির ভাগ সাজিমাটি গোলা পানাপুকুরের জল উদরস্থ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। এখন কয়েকজন ব্যাজ লাগাইয়া মনমরা হইয়া কাশিতে কাশিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শত্রুপক্ষের ভলন্টিয়াররা রটাইতেছে, "কাশি-ই ওদের ব্যাজ!"

গনশা প্রভৃতি পুণ্যার্জনের পূর্বে প্রায়শ্চিত্তের বহর দেখিয়া ছাড়িবে ছাড়িবে করিতেছিল, এমন সময়ে খবর পাইল সমস্ত ভলন্টিয়ারের মধ্যে সাহস এবং কার্যকুশলতার জন্য কয়েকটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে বলিয়া কে একজন নাম গোপন করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

রাজেন কবি, বলিল, "মেডেল পেলে আবার অনেক সময় প্রেমও হয়ে যায় গনশা; ধর, কোন বড়লোকের মেয়ে যদি ভালবেসে ফেললে, তখন তোর মামাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবি।"

মেডেলের লোভেও, আবার অন্য কোন কাজের অভাবেও ওটা আর ছাড়া হয় নাই।

গনশা, ঘোৎনা আর রাজেন জেটির উপর দাঁড়াইয়া আছে। উপকারের সুবিধাও হইতেছে না এবং কি ভাবে করিতে হয় জানাও নাই। মোটামুটি একটা ধারণা ছিল এমন বড় বড় যোগে লোক খুব ডুবিয়া মরে; কিন্তু যাহাকেই ডুব দিতে দেখিতেছে তাহারই মাথা আবার জল ফুঁড়িয়া উঠিতে দেখিয়া বেজায় নিরাশ হইয়া পড়িতেছে। শেষ

পর্যন্ত এমন দাঁড়াইয়াছে যে, পুণ্য অর্জনে হতাশ হইয়া মনে হইতেছে এক-একটা মাথা জলে টিপিয়া ধরিতে পারিলে গায়ের জ্বালা মেটে। দু-বার আক্রোশের দাঁত কড়মড়ানি শোনা গেল; কার ঠিক ধরা গেল না—সম্ভবত গন্‌শা কিংবা ঘোঁৎনার।

গোরাচাঁদ, কে. গুপ্ত এবং ত্রিলোচন এখানে নাই; তাহারা তিন জনে দুর্ঘটনার প্রত্যাশায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোন দুর্ঘটনাই তাহাদের হাতে ধরা পড়িতেছে না। অথচ দুর্ঘটনার যে নিতান্ত দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছে এমন নয়। একটি বৃদ্ধা কি রকম ভাবে হঠাৎ উঁচুনীচুতে পা মচকাইয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়া যায়; প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, শিবপুরের দল সন্ধান পাইয়া এম্বুলেন্স্ খাটে করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; একটা গুণ্ডা একটি ছোট মেয়ের কানের দুল ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইতেছিল, শিবপুরের ব্যাজ-পরা একটি ভলন্টিয়ার ধরিল; এমন কি একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতে করিতে মৃগী-রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় সাবাড় হইবার দাখিল হইয়াছিল, যেন পাতাল ফুঁড়িয়া কোথা হইতে শিবপুরের একটি ভলন্টিয়ার তাহাকে বাঁচাইল এবং বেশ ঘটা করিয়াই তাহাকে ক্যাম্পে লইয়া গেল।

গোরাচাঁদ বলিল, "এরা বেশ কপাল করে নেমেছে, টপাটপ কেমন পেয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের পোড়া অদিষ্টে..."

ত্রিলোচন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গন্‌শাটার জন্যেই কষ্ট হচ্ছে। নিজে না পা'ক, যদি আমরাও একটা হাতে তুলে দিতে পারতাম, তবুও ষোল আনা না-হোক কতকটা পুণ্যি হ'ল মনে করে বুক বাঁধতে পারত। এ যেন দেখছি একেবারে মুষড়ে পড়বে বেচারা।"

গোরাচাঁদও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল, মাঝপথে থামিয়া সম্মুখে এক স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং ত্রিলোচনের কাঁধে হাত দিয়া উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "তিলে, দেখেছিস ?"

ত্রিলোচন গলাটা উঁচু করিয়া সামনে দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, "কি র‍্যা ?"

"ওই যে মেয়েটা..."

"হুঁ, তা কি ?"

"ইডিয়ট্—দেখতে পাচ্ছিস না ?—নিশ্চয় কোন অ্যাক্‌সিডেণ্ট্ হয়েছে, না হ'লে ও রকম ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চারি দিকে চাইবে কেন ?"

"তাহ'লে নিয়ে আসব গন্‌শাদের ডেকে ?"

"হ্যাঁ, এমন না হ'লে আর বুদ্ধি! আমরা ডাকতে যাই আর সেই তালে শিবপুর এসে কেল্লা ফতে করে নিক্। ওকে হাত করে বরঞ্চ গন্‌শার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্!"

গোরাচাঁদ পা বাড়াইল, ত্রিলোচনও অগ্রসর হইল এবং শ্যেনদৃষ্টি শিবপুরের দলের ভয়ে, কাহারও ঘাড়ের উপর দিয়া,

কাহারও কাঁকালের নিচে দিয়া, ঠেলিয়া, মাড়াইয়া দুইজনে লক্ষ্যস্থলে এক রকম ছুটিয়া চলিল—কেহ গাল দিল, কেহ বা রাগের চোটে গালাগাল খুঁজিয়া না পাইয়া উগ্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—দু-জনের মধ্যে কেহই সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না।

একটি ফুটফুটে বছর পাঁচেকের মেয়ে জল থেকে খানিকটা দূরে ইটের গাঁথুনি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে একটা শুক্‌না কাপড়, নামাবলী আর ঘটি কোলের কাছে করিয়া বসিয়াছিল। গোরাচাঁদ উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে তোমার খুকী?"

মেয়েটি ভ্যাবাচাকা খাইয়া দু-জনের মুখের দিকে চাহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "বল, কি হয়েছে তোমার, কিছু ভয় নেই।"

একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোক স্নান করিয়া মাথা ঝাড়িতেছিল, তাহার পাশ দিয়া সামনে আসিয়া ত্রিলোচন বলিল, "ভয় কি? আমরা ভলন্টিয়াব, এই দেখ।" বলিয়া বুকে পিন্‌-আঁটা রেশমের ফুলটা দেখাইয়া দিল।

মেয়েটি শুক্‌না মুখে ব্যাজটির দিকে চাহিয়া রহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "তুমি কার সঙ্গে এসেছিলে বল তো খুকুমণি?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "মার সঙ্গে?...বাবার সঙ্গে?... ঠাকুরমার সঙ্গে?"

মেয়েটি মুখ চুন করিয়া একটু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না, দিদিমার সঙ্গে।"

মেলার ব্যাপার, ততক্ষণ ছেলেয়, মেয়েয়, বুড়োয় অনেকগুলি লোক ইহাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একজন প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে মেয়েটির ?"

গোরাচাঁদ বলিল, "ওর দিদিমার সঙ্গে এসেছিল, সে ডুবে গেছে।...তুমি কেঁদ না খুকু। আমরা তোমায় তোমার মার কাছে রেখে আসব।"

কে. গুপ্ত সান্ত্বনা দিবার জন্য বুদ্ধি করিয়া বলিল, "আর দিদিমা তো বুড়োও হয়ে গিয়েছিল খুকুমণি..."

একটি নিম্নশ্রেণীর লোক উৎসুকভাবে শুনিতেছিল; বলিল, "সে কথা কইলে কি ছেলেমানুষ শোনে বাপু?—তা ছাড়া দিদিমা আর কার লবযুবতী হয়ে থাকে বলুন না ?"

মেয়েটি এতক্ষণে কোন রকমে সামলাইয়া ছিল, এবার "ও দিদিমা গো!"—বলিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও লোক জমা হইয়া গেল এবং মাঝখানে পড়িয়া নানাবিধ প্রশ্নের আবর্তে মেয়েটি ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। উত্তর আর দিবে কে? অঝোর ঝোরে কান্নার মধ্যে তাহার কেবলই এক কথা "দিদিমাকে এনে দাও ...দিদিমার কাছে যাব!..."

খাঁটি, দুর্লভ অ্যাক্‌সিডেণ্ট্‌। আবিষ্কার করার জন্য গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচন ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিল, সবার

মোড়লিতে একটু বিরক্তও যে না হইতেছিল এমন নয়। ত্রিলোচন বলিল, "আপনারা যে যার কাজে যান না মশাই। বাজেশিবপুর সেবক-সংঘের হাতে পড়েছে, ও আর কোন ভয় নেই।...কোন্‌খানে তোমার দিদিমা ডুবেছিল, খুকু?"

মেয়েটা একদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে সেখানে ভিড়টা পৃথক্ হইয়া গেল, গঙ্গার উপর নজর পড়ায় মেয়েটি আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ওই খানটায়...ওগো দিদিমা গো!"

বৃত্তটা আবার জুড়িয়া গিয়া মেয়েটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর লোক বলিল, "ওখানে তো জল বেশি নয়, তবে..."

একজন বয়স্থগোছের লোক বলিল, "কাল পূর্ণ হ'লে, বলে গোষ্পদেই ডুবে মরে, ওখানে তবুও তো এক কোমর জল রয়েছে..."

শিবপুরের হাতের জলে-ডোবার কেসটা দেখিয়া ত্রিলোচনের হিংসা লাগিয়াছিল; বলিল, "মিরগি ছিল সে বুড়ীর, না হ'লে কখনও কি আর অতটুকু জলে ডোবে!"

একজন পরামর্শ দিল, "তা হলে জাল ফেলে জায়গাটা একবার ছেঁকে ফেলা দরকার; পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে?"

ত্রিলোচন বিরক্তভাবে বক্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "পুলিসে জাল ফেলার কি জানে মশাই, জালফেলা কাকে বলে যদি দেখতে চান তো একটু দাঁড়ান। কে. গুপ্তর পানে চাহিয়া বলিল, "যান তো, গন্‌শাকে ডেকে নিয়ে আসুন তো,

আর তার আগে আমাদের ক্যাম্পে—(ভিড়ের দিকে চাহিয়া) বাজেশিবপুর সেবা-সংঘ ক্যাম্পে—বলে যান যে শীগ্‌গির একটা জালের বন্দোবস্ত করে পাঠিয়ে দিক্।"

কে একজন বলিল, "তবেই হয়েছে! ওনাদের গণেশঠাকুর আর জাল এসতে এসতে বুড়ী ত্যাতক্ষণ উলুবেড়েয় ঠেলে উঠবে। আর তানারে ক্লেশ দেওয়া কেন বাপু, তিনি তো মা-গঙ্গার কিরপেয় দিব্যি গিয়েছে, এখন মেয়েটারে ঘরে লিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, বেজায় কাঁদতেছে।"

ত্রিলোচন গন্‌শার অবর্ত্তমানে বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; অনেক কষ্টে পাওয়া কেস, কি করিতে হইবে ঠিকমত জানা নাই, তাহা ভিন্ন শিবপুরের দল হাঁ করিয়া আছে, পুলিস আছে। বলিল, "তবে গন্‌শাকেই শীগ্‌গির ডেকে আনুন।...আর মিরগি রুগী, বাঁচিয়েই বা কি হবে? আজ বাঁচাও, কাল আবার জল ঘুলিয়ে মরবে—মেহনৎই সার...চুপ কর খুকু তুমি, এক্ষুণি তোমার মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, মাঝে পড়ে সে বেচারীর বুড়ো বয়সে দু'বার মরবার কষ্ট, একে তো একবার মরতেই লোকের কণ্ঠাগত-প্রাণ।"

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইবে এমন সময় সামনে ভিড়ের প্রান্ত হইতে প্রশ্ন হইল, "এখানে কি র‍্যা গোরে?"

গন্‌শার আওয়াজ, মুহূর্ত্তেই সে ভিড় চিরিয়া সামনে

আসিয়া দাঁড়াইল, পেছনে বাকি-দুই জন।

ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "একটা পেয়েছি গন্‌শা।"

গোরাচাঁদ বলিল, "তোকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।"

রাজেন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "কাদের মেয়ে?"

গোরাচাঁদ ফূর্তির চোটে বিশেষ ভাবিয়া না দেখিয়া উত্তর করিল, "ওর দিদিমার। মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে।"

"ডু-ড্ডুবে মরেছে! কোন্‌খানে?"

ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই ওখানে বলছে খুকী।"

"একটা জাল নিয়ে আসুন না মশাই।"

"এরা তো তখন থেকে শুধু জল্পনাই করছে।"

"ভারি আমার চোটের ভলন্টিয়ার সব!"

গন্‌শা বলিল, "একমুঠো তি-ত্তিল ছুঁড়লে এখন একটাও জলে পড়বে না এমন ভিড়, জাল ফেলবেন কোথায় মশাই? আর সে কি ততক্ষণ জা-জ্জালের ভরসায় বসে থাকবে? চল্‌ ঘোঁৎনা—"

ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, "আর তোরা দু-জন মেয়েটাকে আগ্‌লা, তিলে আর গোরা।"

ইটের গাঁথুনির পরেই ভয়ানক কাদা, পিছল, ভিড়। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে জেটির পণ্টুনের কাছে জল। টলিতে টলিতে সামলাইতে সামলাইতে চার জনে অগ্রসর

হইল। ভিড়ের মধ্য হইতে কয়েক জন সঙ্গ লইল; তাহাদের কথাবার্তায় দু-চার জন করিয়া আরও লোক জমিতে লাগিল। জলের ধারে আসিয়া গন্‌শা পিছন ফিরিয়া জামা খুলিতে খুলিতে চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, "এইখানে তিলে ?"

এদিকে ত্রিলোচনদের, ওদিকে গন্‌শাদের ঘিরিয়া দু'টা ভিড় জমিয়া গিয়াছে, অত দূরে দেখা যায় না। ত্রিলোচন শব্দ লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিল। এমন অপ্রত্যাশিত সাফল্যে একটু ইংরাজীর লোভ সামলাইতে পারিল না, ভিড়ের মধ্য হইতে হাত তুলিয়া গলাটা উঁচু করিয়া বলিল, "ইয়েস, দেয়ার।"

ঘোঁৎনা, কে. গুপ্তও জামা খুলিল, রাজেন ডাঙায় সকলের জামা লইয়া থাকিবে।

বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। গন্‌শা আবার গঙ্গামুখো হইতেই একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক প্রশ্ন করিল, "ওখানে ভিড় কিসের বাছা ?" স্নান করিয়া উঠিয়াছে, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইবে। দীর্ঘাকার, পুরুষালি ছাঁদের চেহারা, গলার স্বরও ভাঙ্গা কাঁসির মত ঝনঝনে, হাতে একটি পিতলের কমণ্ডলু —সের-তিনেক জল ধরে।

গন্‌শা, শুধু গন্‌শা কেন, সকলেই একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিল, "একটি মেয়ে বসেছিল—কিছু হয় নি তো তার ?"

কে. গুপ্ত অবস্থাটা চট্ করিয়া হৃদয়ংগম করিতে পারে না,

তাহা ভিন্ন একটু ছাপরেয়ে-গোছের চেহারা দেখিলে খুশি হয়, একটু আলাপ করিতে চায়; অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে সে তো বেশ আছে—আমাদের সেবাসংঘের হেফাজতে; তার দিদিমা মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে। শুনে পর্যন্ত আমাদের মনটা..."

"কে ডুবে মরেছে!"—এক মুহূর্তে মূর্তি আর স্বরে যে পরিবর্তন হইল তা সেই জাতীয় স্ত্রীলোকেই সম্ভব। কমণ্ডলুর ডাণ্ডির উপর মুঠাটা কড় কড় করিয়া উঠিল।

সকলে, এমন কি কে. গুপ্ত পর্যন্ত শঙ্কিতভাবে দুই-পা পিছাইয়া গেল।

"বলি কে ডুবে মরেছে? খেন্তীর দিদিমা? তাই বুঝি বলিয়েছিস্ তাকে দিয়ে? ভলন্টিয়ার সব, না?—উপ্‌গার হচ্ছে? খেন্তীর দিদিমা যদি মরে থাকে, অমর্ত-বামনীর মরা যদি এতই সহজ তো আমি কে র‍্যা ড্যাক্‌রা? এই কে তোর মুণ্ডুপাত করছে?"

বাঁ-হাতটা বাঘের পাঞ্জার মত কে. গুপ্তর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ফুটবলের দাঁওপ্যাঁচে অভ্যস্ত থাকায় একটা গোঁত্তা মারিয়া সে নিজকে বাঁচাইয়া লইতেই থাবাটা কে. গুপ্তর পিছনেই রাজেনের উপর গিয়া পড়িল। সে কবি বলিয়া বাবরি রাখে, মুঠাটা কড়াক্কড় করিয়া জমিয়া বসিল।

—"ঠিক ধরেছি—এ-ই সদ্দার! বল্ মেয়েটাকে কোথায় রেখেছিস্?"

রাজেন ঝাঁকানির মধ্যে আর্ত্তভাবে ডাকিল, "গনশা! গণেশ!!"

ঠিক ধরেছি—এ-ই সর্দ্দার।

গনশা জলে নামিয়া পড়িয়াছিল—তিন জনেই; উত্তর করিল, "এক খাবলা পাঁক তুলে মাথায় দে রাজেন।"

স্ত্রীলোকটা মুঠা এবং ঝাঁকানি ঠিক রাখিয়া, বরং উগ্রতর করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বলিল, "বটে পাঁক দিয়ে আমার মাথা ঠাণ্ডা করবে—নাতনী চুরি করে? মিরগি রুগী করে? মাথা গরমের এখন দেখেছ কি?—তুই আয় না র‍্যা অলপ্পেয়ে, তুই আয়না উঠে, দেখি কত পাঁক বইতে পারিস্।"

সেই নিম্নশ্রেণীর লোকটি অগ্রসর হইয়া আসিল, সভয় ভক্তির সহিত যুক্ত-কর মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে মাঠা'ন, দা'ঠাউর ওনাকে নিজের মাথায় পাঁক দিতে বলতেছে, আর কি, এঁটেল মাটির পাঁক পেছল কিনা..."

"কে তুই? তুই নিজে এসে দে না। আয়...কই, এগুচ্ছিস্ না যে?"

লোকটা তাড়াতাড়ি পিছনের ভিড়ে একটা চাপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার দিকে মনটা যাওয়ায় মুষ্টিটা বোধ হয় একটু আলগা হইয়া গিয়া থাকিবে, রাজেন একটা মরি-কি-বাঁচি গোছের ঝাঁকানি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইল; কিন্তু পিছল, আর গঙ্গার ঢালুর জন্য আর সামলাইতে পারিল না, ওলট্-পালট্ খাইয়া, কাহারও হাতের ঘটি ফেলিয়া, কাহারও আহ্নিক নষ্ট করিয়া গঙ্গার গর্ভে গিয়া পড়িল এবং প্রচণ্ড হুংকারের সহিত অমর্ত-বামনীকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া একটা ডুব-সাঁতার দিয়া বহুদূরে গিয়া ফুঁড়িয়া উঠিল এবং দৈবক্রমে সেখানে আবার একটি স্ত্রীলোকের একেবারে

সামনাসামনি হইয়া উঠায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডুব দিয়া একেবারে মাঝগঙ্গামুখো হইল। ততক্ষণে চারিদিকে বেশ একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছে খুন হইয়াছে, কেহ বলিতেছে ষাঁড় ক্ষেপিয়াছে, কেহ বলিতেছে বান ডাকিবে; কেহ অনেকটা কাছাকাছি আন্দাজ করিয়া বলিতেছে কচি মেয়ের গলার হার চুরি। উহারই মধ্যে গন্শা একবার জাহাজের জেটির উপর উঠিয়া এক রকম তীব্র সাংকেতিক চীৎকারে ত্রিলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ত্রিলোচন মুঠোটা বাঁশির মত করিয়া তার মধ্য দিয়া তারস্বরে প্রশ্ন করিল, "ডেড্ উয়োম্যান গট্ ?"

গন্শা উত্তর করিল, "নট্ ডেড্, ডা-ড্ডাইং রাজেন ;—রাজেনকে মেরে ফেল্ছে, চুলের মুঠি ধরে ; তো-ত্তোরা সেইখানে চলে আয়—মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে, নো মিরগি। ম্যান-ট্রেডমার্ক উয়োম্যান। একেবারে বেটাছেলে মার্কা !..."

* * *

শিবপুর ঘাট থেকে অনেকটা উত্তরে।

ভাঁটার জন্যে জলের কাছাকাছি একটা মাঝারি-সাইজের গাধা-বোট কাৎ হইয়া আছে। লোক নাই; অর্থাৎ গাধা-বোটের লোক নাই, আছে গন্শা, ঘোঁৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ। হঠাৎ দেখিলে কিন্তু কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই—আর কেহ চেনে উহারাও সেজন্য ব্যস্ত নয়। ভলান্টিয়ারের ব্যাজ নাই এবং ব্যাজ আঁটিবার জামাও নাই

শিবপুর ঘাট থেকে অনেকটা উত্তরে…

গায়ে। গোরাচাঁদ একটা কামিজ পরিয়া আছে, যথাস্থানে নয়। কোমরের নীচে। বাঁধিবার কিছু না-থাকায় কামিজের গলাটার এক জায়গায় ছিঁড়িয়া ফাঁদটা বড় করিয়া নাভিকুণ্ডলের কাছে বোতামটা আঁটিয়া দিয়াছে। হাঁটুর কাছে কামিজের হাতা দুইটা লটপট করিতেছে। কেহ বিশেষ কথা বলিতেছে না।

রাজেন আর ত্রিলোচন নাই। রাজেন একটু দূরে গঙ্গায় আবক্ষ ডুবিয়া যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে কুলকুচি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ত্রিলোচন না আসিলে উঠিবে না।—উঠিবার যো নাই।

ত্রিলোচন সবার জন্য কাপড় আনিতে গিয়াছে।

শিবপুরের ষ্টীমারঘাট। কাল সন্ধ্যা।

গন্‌শা, রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচন জেটির রেলিঙে ঠেস দিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাতটা একুশের ষ্টীমার চাঁদপাল-ঘাট হইতে আসিয়া জেটিতে ভিড়িল, লোকজন নামাইয়া দিয়া বাঁশি বাজাইয়া তক্তাঘাটের অভিমুখী হইল।

ত্রিলোচন বলিল, "এ ষ্টীমারেও এল না ঘোঁৎনা, পুল পেরিয়ে ট্রামে করে চলে আসে নি তো ওদিক দিয়ে?"

গন্‌শা ঘোঁৎনাকে উদ্দেশ করিয়া কি একটা খুব কড়া কথা বলিতে গিয়া তোৎলাইয়া গিয়াছে, এমন সময় মাঝবয়সী একটি ভদ্রলোক পন্টুন বাহিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন করিল, "শিবপুরের গোলোক চাটুজ্যের বাড়িটা কোথায় বলতে পার?"

লোকটি ঈষৎ কুঁজো, দাড়িতে গোঁফে মুখটি লুপ্তপ্রায়, গলাবন্ধ কোটের উপর একটি কোঁচান চাদর মুরুব্বিয়ানা-পদ্ধতিতে ঝোলান। হাতে একটি ছোট স্যুটকেশ। গলার

আওয়াজ কতকটা শ্লেষ্মাজড়িত, শুনিলে কেমন যেন মনে হয় অন্য কাহার কণ্ঠস্বর ধার করিয়া ব্যবহার করিতেছে।

শিবপুরের গোলোক চাটুজ্যের বাড়িটা কোথায় বলতে পার ?

গোলোক চাটুজ্যে গনশার মামা। গনশাই উত্তর দিতে যাইতেছিল, রাজেন এক হাতে তাহার গা টিপিয়া থামিতে

ইসারা করিয়া মার্জিত ভাষায় বলিল, "কোথা থেকে আগমন হচ্ছে মশায়ের ?—কি প্রয়োজন ?"

আগন্তুক উত্তর করিল, "পাথুরিয়াঘাটা থেকে। শুনলাম তাঁর একটি ভাগনে আছে,—বিবাহের উপযুক্ত..."

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো সামনেই রয়েছে—বড় ভাল ছেলে। সারা শিবপুরটায় এমন ছেলে খুঁজে পাবেন না।"

গোরাচাঁদ রেলিং ছাড়িয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, "জামাই যা হবে..."

গন্‌শা আদর্শ জামাইয়ের মত মুখটা খুব নিরীহ এবং নির্লিপ্ত গোছের করিয়া হাওড়া পুলের দিকে চাহিয়া ছিল, ত্রিলোচন তাহার পাঁজরায় একটা গুঁতা দিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "একটা প্রণাম ঠুকে দে গন্‌শা এই তালের মাথায়।"

মাস-ছয়েকের মধ্যে উপর-পড়া হইয়া কেহ তাহাকে বড় একটা দেখিতে আসে নাই, গন্‌শা প্রণামের জন্য হাত দুইটা তুলিতে যাইতেছিল এমন সময় আগন্তুক হঠাৎ সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া হাতের এক-সাপটে দাড়ি-গোঁফমুক্ত হইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সকলে হকচকিয়া গিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বিশেষ করিয়া গন্‌শা। একে প্রায় ঠকে না সে, তায় একেবারে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাও আবার ঘোৎনাকে,—দলের মধ্যে যে তাহার সঙ্গে একটু সমকক্ষতার দাবি রাখে।

সামলাইয়া লইয়া বলিল, "টে-ট্রেনে ফেলতে হাত উঁচিয়ে-ছিলুম, ভাগ্‌গিস নি-স্নিজে খুলে ফেললি।...দেখি, কি কি পরচুলো সব আনলি,...চল ওদিক পানে।"

ঘোঁৎনার হাত হইতে স্যুটকেশটা লইয়া অগ্রসর হইল। সকলে গিয়া বার্ড কোম্পানীর জেটির কাছ বরাবর একটা নির্জন স্থান বাছিয়া লইল।

কথাটা আরও একটু পূর্ব হইতে না বলিলে রহস্যটা পরিষ্কার হইবে না।

গন্‌শা মামার আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে চোখের সামনে ত্রিলোচনের বিবাহ হইয়া গেল, গোরাচাঁদের বিবাহ হইয়া গেল, ঘোঁৎনার সম্বন্ধ প্রায় পাকা হইয়া আসিয়াছে—রাজেনের প্রীতি-উপহার লেখা পর্যন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল, মামা এদিকে নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছে। মুখের এক কথা হইয়াছে—আগে চাকরি হোক্।...ওদিকে দীনু ঘটক হাত গুনিয়া বলিয়াছে—স্ত্রীভাগ্যে ধন গন্‌শার। গন্‌শার মামা বলিতেছে, "বেশ তো, কনে যেখানে আছে সে তো গন্‌শারই পরিবার হয়ে আছে, তার ভাগ্যি তো গন্‌শার ওপর অর্শাবেই এক সময় না এক সময়—স্ত্রীভাগ্যে হবেই চাকরি—সেই সময় ঘটা করে বউমাকে ঘরে আন্‌লেই চলবে—তাড়াতাড়ি কিসের ?"

রাজেন, ঘোঁৎনা এরা সব বলিতেছে, "ও তোকে শুকিয়ে মারবার ফন্দি গন্‌শা, শুনিস নি।"

গন্‌শা অবশ্য শোনে না, কিন্তু উপায়ই বা কি?

এই রকম অবস্থা, এমন সময় একটি কনের সন্ধান পাওয়া গেল।

সন্ধান হাজির করিল ত্রিলোচন। একদিন এইখানেরই সন্ধ্যার আড্ডায় বলিল, "আমার মাস্‌-শাশুড়ীর বাড়ি হালিশহর। মাস্‌-শাশুড়ীর মেজ-ননদের বিয়ে হয়েছে বঁড়শে-বেহালায়। মেজ-ননদের বড়জায়ের বাপের বাড়ি জোড়া-সাঁকোয়, সেই বড়জায়ের সেজভাই চাকরি করে ই-বি-আর-এর গোয়ালন্দ-ফরিদপুর লাইনে..."

গন্‌শা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "তুই শুধু গো-গ্‌গোলোক ধাধায় ঘোরাবি, না কোথাও আটকাবি তিলে?"

রাজেন বলিল, "যাকে নিয়ে বিষয় সে কোথায় বল না, এক কথায় লেঠা চুকে যাক।"

গোরাচাঁদ একটা হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, "আমার শ্বশুরবাড়ি দিব্যি বাবা, অত ফিকড়ির বালাই নেই...তিলে যেন হিষ্ট্রীর শিশুনাগ ডাইনেষ্টি আউড়ে গেল!"

ত্রিলোচনের চরিত্রে শ্বশুরবাড়ির খুঁটিনাটি সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা আছে। একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "বাঃ, বউয়ের কত আপনার লোক মেয়েটি, বুঝিয়ে না বললে চলবে কেন? তাইতো ভাবনায় ঘুম হয় না বউয়ের, দূরসম্পর্কের হ'লে তার

ব'য়েটি গেছে।...সেই সেজভাইয়ের ন-মেয়ে—কত সম্বন্ধ এল, কোন মতেই গাঁথছে না। নয় গণে মিলছে না, নয় গোত্রে মিলছে না, নয় মেলে আটকাচ্ছে। এদিকে বড়জায়ের সেজ ভাই বেচারা একলা মানুষ, তায় বিদেশে থাকে...”

রাজেনের কবি-হৃদয় এসব ব্যাপারে—অর্থাৎ কনের বিবাহ হইতেছে না শুনিলে—সহজেই গলিয়া যায়, সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, “বড় ভাবনার কথা তো,—মেল হচ্ছে না বলে মেয়ের বয়স তো কমবে না। কত বয়েস হল রে তিলে?”

ঘোঁৎনা বলিল, “অনেকটা গন্‌শার মত ব্যাপার।...তোর কুমোরটুলির সম্বন্ধটা গণে মিললো না বলে ভেঙ্গে গেল, না রে গনশা?”

গন্‌শা উত্তর দিল না, মুখটা বিকৃত করিল মাত্র। গোরাচাঁদ সেইটুকুরই টিপ্পনী হিসাবে বলিল, “গণ না ওর মামার থাঁই! এক রাক্ষস-গণের মামা জুটেই তো বেচারির মাথাটা খেলে।”

রাজেন হঠাৎ উচ্চকিত হইয়া উঠিয়া বলিল, “দাঁড়া হয়েছে; —এর মধ্যে একটা গূঢ় ব্যাপার রয়েছে!...সেই তোর বউয়ের কে হয়, সে মেয়েটির গোত্র, মেল—এসব জানিস তিলে?”

ত্রিলোচন মুখস্থ-করা পড়ার মত বলিয়া গেল, “ভরদ্বাজ গোত্র; ফুলের মেল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, চারপুরুষের ভঙ্গ; মেয়ের শূদ্রবর্ণ, নরগণ, বৃষরাশি...”

গোরাচাঁদ শ্বশুরবাড়ি গেলে আহারাদি সম্বন্ধেই একটু বেশি অবহিত থাকে বলিয়া পরিচয় প্রভৃতিতে বেশি সময়

দিতে পারে না ; ত্রিলোচনের জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতে একবার আড়চোখে চাহিল। রাজেন গন্‌শার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তোর গুনো বল্‌তো গন্‌শা একবার।"

এত সামনাসামনি এরূপ খোলাখুলি আলোচনা হইলে গন্‌শারও লজ্জা হইয়া পড়ে, এড়াইবার জন্য বলিল, "কাব্যি ছেড়ে ঘটকালি সুরু করলি নাকি?"

ত্রিলোচন বলিল, "গন্‌শার কুষ্ঠির খবরও আমার কাছে শোন্ না,—ওর তো কাশ্যপ গোত্র, বিপ্রবর্ণ, দেবগণ..."

রাজেন গম্ভীরভাবে বিজয়গর্বের সহিত বলিল, "এই তো হয়েছে। ও মেয়ের বিয়ে অন্য যায়গায় কোথা থেকে হবে? ও তো অব্যর্থ গন্‌শার মেয়ে—মানে, ইয়ে—গন্‌শার কনে। রাজযোটক মিল হয়ে যাচ্ছে, না বিশ্বাস হয়—দীনু ঘটকের কাছে চল—কিম্বা ন্যায়রত্ন মশাইয়ের কাছে চল। ও মেয়ে যদি গন্‌শার কনে না হয় তো কি বলেছি। ওর আর গন্‌শার বিয়ে অন্য যায়গায় হ'তেই পারে না; না বিশ্বাস হয় ওর ওদিকে বে'র সম্বন্ধ করতে থাক, গন্‌শার এদিকে করতে থাক, দু-জনেরই চুলদাড়ি না পেকে যায় তো..."

আর কেহ বক্তৃতার তোড়ে অত খেয়াল করে নাই, গন্‌শা বলিল, "তারও দা-দ্দাড়ি পাকবার যদি ভয় থাকে তো আমার রাজযোটকে কাজ নেই, বাপ!"

রাজেন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি বললাম আর কি বুঝলি, যাঃ!"

ত্রিলোচন ভাবগম্ভীর স্বরে বলিল, "তাই যদি হয়—গন্‌শাই যদি তার একমাত্র স্বামী হয়..."

গন্‌শা, রাজেন, ঘোঁৎনা তিনজনেই ঘুরিয়া মুখের দিকে চাহিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া ত্রুটি-সংশোধন হিসাবে, গন্‌শার অসন্তুষ্ট দৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল, "বলছিলাম...তুই-ই যদি ওর জন্ম-জন্মান্তরের পতি-দেবতা হ'স তো এ একটা সমিস্থে নয়?—ও বেচারি রইল কোথায়, তুই রইলি কোথায়..."

রাজেন বলিল, "সমিস্থে নয় আবার?" তাহার পর বিষয়টিকে সমুচিত কাব্যের রূপ দিবার জন্য বলিল, "ধর—এই ধর তোমার গিয়ে,—একটি জায়গায় যদি একটি লতা থাকে আর অনেক দূরে তার সেই—তার সেই অচিন-প্রিয় গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে তো কি হবে?"

অনেক কিছুই হইতে পারে। জায়গাটার কাছেপিঠে অন্য গাছ থাকিলে লতাটি তাহাই আশ্রয় করিবে, না থাকিলে ভূমে লতাইয়া ফিরিতে পারে,—ছাগলে মুড়াইতে পারে, গরুতে নিঃশেষ করিতে পারে,—রাজেন ঠিক কেমনটি উত্তর চায় বুঝিতে না পারায় সবাই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কে. গুপ্ত আবার 'অচিন-প্রিয়' কথাটাও বুঝিতে না পারায় আরও বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া ছিল, রাজেন বেশ একটি পরিষ্কার রূপক খাড়া করিতে না পারায় আক্রোশটা তাহার উপর মিটাইয়া এক দাবড়ি দিয়া

বলিল, "শুকিয়ে যাবে না লতাটা মশাই?—হাঁ করে রয়েছেন উজবুকের মতন!"

কে. গুপ্ত একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ও।"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি বুদ্ধিমানের মত বলিল, "তা তো যাবেই। তাহলে উপায় কি এখন গণেশের এই পাত্রীটি নিয়ে?"

রাজেন বলিল, "উপায় মিলন, আর কি?"

বৃক্ষ-লতার উদাহরণটা মনে তখনও টাটকা থাকায়—মিলনটা কি ভাবে হইতে পারে কেহ ভাল রকম ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, রাজেনের কাছে বোকা হইবার ভয়ে ঘোৎনা বলিল, "ঠিকই তো, মিলনই তো এখন ঘটাতে হবে।"

রাজেনকে ছাড়িয়া সকলের দৃষ্টি ঘোৎনার উপর গিয়া পড়িল। গোরাচাঁদ প্রশ্নও করিয়া বসিল, "কিন্তু কি করে?"

ঘোৎনা একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু আখের ঘোৎনাই তো? গোরাচাঁদের কথাটা প্রতিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি করে!...আরে কি করে সে তো পরের কথা, আগে মেয়ে দেখাই হোক্, কুষ্ঠির মিলটা খতিয়ে দেখা যাক, গন্‌শার পছন্দ হোক্। ওরই কনে যদি হয় তো কি করে মিলন হবে সেইটেই সবচেয়ে ভাবনার কথা হ'ল? তোর কপালে যদি দিল্লীতে চাকরি লেখা থাকে তো কি করে যাবি সেইটেই বেশি ভাবনার কথা?—আগে দেখ্ চাকরিটা কত মাইনে, পছন্দ কিনা..."

রাজেন বলিল, "একবার চার চক্ষুর মিলনটা তো হয়ে যাক্, বাকি আর সব তো পরের কথা; ধর্ যদি কোন নদীর এক নিরালা তীরে..."

আবার কোন দুর্বোধ্য রূপকের অবতারণা হইতেছে বুঝিয়া গোরাচাঁদ বলিল, "চল উঠি এবার, অনেক রাত হ'ল।"

*　　　*　　　*

তাহার পরদিন সন্ধ্যায় সবাই ঘাটে বসিয়াছিল। মিলন-সমস্যার আলোচনা হইতেছিল, এমন সময় ত্রিলোচন আসিয়া বলিল, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে; একটা মস্ত বড় সুবিধে হয়ে গেল। আজ সকাল থেকে জোড়াসাঁকোতেই ছিলাম কিনা;—সেখান থেকেই আসছি।"

সকলে প্রয়োজন-মত ঘেঁসিয়া আসিয়া ত্রিলোচনকে ঘেরিয়া বসিল, প্রশ্ন করিল, "কি রকম?"

ত্রিলোচন বলিল, "যখন থেকে শুনলাম রাজযোটক, তখন থেকে কি আর আমার মনে শান্তি আছে? সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, সকাল বেলা উঠেই জোড়াসাঁকোয় বেরিয়ে গেলাম। গিয়ে যা শুনলাম তাতে চক্ষু চড়কগাছ!"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "মানে?"

"মানে বিয়ের প্রায় সব ঠিক হয়ে গেছে, চুঁচড়োয়; শীগ্‌গির এক দিন পাকা দেখা। ওপরে ওপরে যেমন খুশি হয়েছি দেখাতে হ'ল, ভেতরে ভেতরে তেমনি গেলাম দমে।

সমস্ত দিন ভেবে ভেবে অনেক কষ্টে একটি মতলব খাড়া করেছি।”

রাজেন, ঘোৎনা একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, “কি ?”

ত্রিলোচন কোন কথা বলিল না। গম্ভীরভাবে পকেট হইতে একটি পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া রাজেনের হাতে দিয়া বলিল, “এই। একটু চেঁচিয়ে পড়্, সবাই শুনুক!” নিজে পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া অগ্নিসংযোগ করিল। সবাই চিঠিটার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। রাজেন পাঠ করিল—

“নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

অত্রপত্রে নিবেদন এই যে, পণ্ডিত মহাশয়ের পরামর্শ অনুযায়ী আগামী রবিবার, সন্ধ্যা সাতটা-একান্ন মিনিট হইতে রাত্রি নয়টা-তুই মিনিট পর্যন্ত পাকা-দেখা ও আশীর্বাদের দিন ধার্য হওয়ায় আমরা জন পাঁচ ছয় উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় মোকাম কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উক্ত শুভকার্য সম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। যদি মহাশয়ের কোনরূপ আপত্তি থাকে তো পূর্বাহ্ণেই জানাইয়া বাধিত করিবেন। অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় কথা সাক্ষাতেই হইবে। আশা করি বাটীর সর্বাঙ্গীন কুশল। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্মণঃ

পুনশ্চ।

দাদা কার্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যাওয়ায় এবং বিনোদবাবু অসুস্থ হইয়া পড়ায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমার অবস্থা দেখিয়াই গেছেন, বাতে শয্যাধরা। কিন্তু সেজন্য কোন চিন্তা নাই; দাদার ভায়রাভাই অর্থাৎ পাত্রের মেসো-মহাশয় কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া যাইবেন, যেহেতু সামনের শুভদিনটা ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি না। ইতি।"

চিঠি পড়া হইলে সকলে ত্রিলোচনেব পানে চাহিল। ত্রিলোচন তাহাদের হেঁয়ালিটা বুঝিবাব খানিকটা সময় দিয়া মাতব্বরি চালে খানিকটা বিড়ি টানিয়া সংক্ষেপে বলিল, এক জন গিয়ে এই চিঠিটি চুঁচড়োয পোষ্ট করে দেওয়া। গোরাচাঁদ যাবে'খন।

ঘোঁৎনা বলিল, "গেল গোরে, তারপর ?"

"—কাল বিকেল কি পরশু সকাল পর্যন্ত জোড়াসাঁকোয চিঠি এসে পৌঁছুক, তরশু রববাব সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা সদলবলে মোটর থেকে নামি,—চুঁচড়ো থেকে পাকা দেখতে এসেছি।"

গন্‌শা সবচেয়ে পূর্বে ছকটা বুঝিয়াছিল, শিষ্যের পানে আড়চোখে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার হাত হইতে বিড়িটা লইয়া টানিতে লাগিল। অনুমোদনের এ রকম স্পষ্ট নিদর্শন পাইয়াও ত্রিলোচন মনের উল্লাসটা চাপিয়া শান্ত সহজ

কণ্ঠে বলিল, "দাদা, মানে ছেলের বাপ, তাকে, তার বন্ধু বিনোদবাবুকে সরিয়ে দিলাম, তারা দু-জনেই প্রথম বার দেখতে এসেছিল—চেনা লোক। আর ছেলের কাকা অখিলবাবুও এদের দেখা, খবর পেলাম বেতো রুগী; সে ব্যাটাকে বিছানা থেকে আর উঠতে দিলাম না।"

ত্রিলোচনের পেটে যে এত বুদ্ধি ইহাতে সকলে আশ্চর্য হইল। গন্‌শা বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়া বলিল, "কো-কোথাকার বিড়ি রে তিলু? ভারি মিষ্টি তো!"

"ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের"—অবহেলার সহিত কথাটা বলিয়া ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "মনে ধরল তো কথাটা? দেখ ভাই ভেবেচিন্তে, কোন খুঁৎখাৎ আছে কিনা; ত্রিলোচনের বুদ্ধিটা আবার একটু মোটা কিনা..."

প্রস্তাবটার মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল, ত্রুটিগুলা কাহারও নজরে পড়িল না; এমন কি গন্‌শারও নয়—সে একেবারে অন্য লোকে ছিল।

একটু থামিয়া ত্রিলোচন বলিল, "পেলে না তো কিছু? এই মোটাবুদ্ধি ত্রিলোচনের কাছেই শোন তবে, ফাঁকতালে পাকা দেখার খ্যাঁট না হয় মেরে এলে, কিন্তু বিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধ করবে কি করে? তাদের একেবারে না সরাতে পারলে তো গন্‌শার চান্স নেই?"

সকলে তাহার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহাদের ভাবিবার সময় দিয়া ত্রিলোচন আর

একটা বিড়ি ধরাইল; দু-এক টান দিয়া বলিল, "হ'ল না তো?"

সকলে পূর্ববৎ চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "হুঁঃ, অমন 'ভাংচি' কথাটা কি করতে রয়েছে? এমন ভাংচি ঠিক করে রেখেছি যে বরপক্ষ আর এ-বাড়ির ছাওয়া মাড়াবে না। এমনি আর একখানি ছোট্ট পোষ্টকার্ডের ওয়াস্তা।...তারপর ঐ মোকায় গন্‌শার সম্বন্ধ নিয়ে হাজির হওয়া; অবশ্য যদি ওর মেয়ে পছন্দ হয়।...হুঁ, কতকগুলো জিনিষের কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার—কতকগুলো পরচুলো, গোঁফ, দাড়ি, বাবরি..."

সকলে বিস্মিতভাবে চাহিল। এত খুঁতের প্ল্যানে খুঁৎ না বাহির করিতে পারায় ঘোৎনা মনে মনে চটিয়াছিল, ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "পাকা দেখে ওদের আবার থিয়েটার দেখিয়ে আসতে হবে নাকি?"

আজ ত্রিলোচনের বুদ্ধির জয়জয়কার। বিদ্রূপটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "থিয়েটার! খুব বুঝেছিস তাহলে, হুঁঃ—ধর যদি ভগবান করেন ও গণেশেরই কনে হয়, একটা যোগাযোগ হবেই তো ভগবানের ইচ্ছেয়? তখন, যখন টের পেয়ে যাবে এরাই ফাঁকি দিয়ে একবার পাকা দেখার খাওয়া খেয়ে গিয়েছিল!...বল—দরকার নেই পরচুলোর?"

কে. গুপ্তের একটা কথা মনে আসিয়াছিল, তাহার প্রায় সব কথাগুলাই ভুল হয় বলিয়া বলিতে পারিতেছিল না; অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া শেষে বলিল, "কিন্তু শেষ

পর্যন্ত যদি গণেশবাবুর মামা রাজী না হয়? যদি বলে—আগে ও চাকরিতে ঢুকুক?”

সবাই একেবারে চুপ করিয়া গেল, এমন কি ত্রিলোচন পর্যন্ত। গন্‌শা তাহার কাছে এ-সমস্যার উত্তরের জন্য খানিকটা অপেক্ষা করিয়া বিরক্তভাবে কে. গুপ্তের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, “কি-কিরকম লোক মশাই আপনি?—ভ-ভ-ভগবানে বিশ্বাস নেই?—শুনছেন তিলু-বেচারি ভগবানের ইচ্ছের কথা বল্‌ছে...”

ত্রিলোচন গভীর নির্ভরতায় কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া বলিল, “তাঁর ইচ্ছে না থাকলে আমায় পোস্টকার্ড ছাড়বার বুদ্ধিটা কে জুগিয়ে দিলে?”

* * *

জোড়াসাঁকো। ত্রিলোচনের অনিশ্চিত সম্পর্কের শ্বশুর-বাড়ি।

সম্পর্কটা জটিল হইলেও শ্বশুরবাড়ির এই শাখাটিই সবচেয়ে কাছে থাকার দরুণ বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা আছে। ঠিক হইয়াছিল রবিবার দিন সকাল হইতেই ত্রিলোচন ঐখানেই থাকিবে এবং চুঁচুড়া হইতে আদৎ বরের বাড়ি হইতে কোন চিঠিপত্র আসে কিনা লক্ষ্য রাখিবে। গোরাচাঁদ বলিয়া দিয়াছিল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটার দিকেও একটু নজর রাখিতে,—কাছেই বাগবাজার।...তাহা ভিন্ন আলোরও বেশি বাড়াবাড়ি যাহাতে না হয় সে দিকেও তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে

বলা হইয়াছিল, পরচুলার উপরেই সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করিতেছে কিনা…

ত্রিলোচন বাহিরের রকে অপেক্ষা করিতেছিল, মোটর হর্ণ দিয়া দাঁড়াইতেই "এসে গেছেন ওঁরা"—বলিয়া সবার আগে নামিয়া গেল এবং মোটরের দোরের সামনে দাঁড়াইয়া গভীর বিনয়ের সহিত অঞ্জলি বাড়াইয়া বলিল, "আসুন, আসুন, আস্তাজ্ঞে হোক, পথে কোন ক্লেশ হয় নি তো ?"

"আজ্ঞে না…এই তো ছটাক-খানেক পথ চুঁচড়ো থেকে, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়…" বলিতে বলিতে একে একে সবাই নামিল।

আমরা জানি তাই, নহিলে চেনা একটু দুরূহ, অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গন্‌শার কারিগরি সবার স্বরূপ একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিয়াছে।

গোরাচাঁদ বরের বন্ধু, একেবারে হালফ্যাশানে সজ্জিত। পায়ে লপেটি জুতা, তাহার অর্ধেকটা ঢাকিয়া ঢিলা করিয়া পরা ধুতি, গায়ে কাঁধঢাকা খাটো স্পোর্টিং শার্টের উপর বুকখোলা কোট, নাকের নিচে ল্যাজ-ছাঁটা গোঁফ, মাথার চুল নিচে চার আনা উপরে বারো আনা,—বারো আনার ভাগ চিতাইয়া আঁচড়ান।

কে, গুপ্ত পুরুত। ছোট ছোট করিয়া সমস্ত মাথাটি এক রকম করিয়া চুল ছাঁটা। জমি কাটিলে মাঝখানে কুলিরা যেমন একটি ছোট স্তম্ভ রাখিয়া দেয় সেই রকম মাঝখানে

একটি টিকি, তাহাতে একটি অপরাজিতা ফুল বাঁধা; গায়ে নামাবলী পায়ে কটকী চটি। দলের মধ্যে তাহার মুখটা সবচেয়ে কাঁচা, দাড়ি-গোঁফেও পরিপক্কতা আনা চলিবে না। সুতরাং ও-হাঙ্গামা করা হয় নাই। তাহাতে পুরুত-মহাশয়ের বড় ছেলে বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে;—পুরুত মহাশয় সম্প্রতি গতাসু হইয়াছেন, এই বড় ছেলেই এখন যজন-যাজন করিতেছেন।

চুঁচুড়ার বরের নাম, গোত্র ইত্যাদি ও কন্যারও সব খুঁটিনাটি তাহাকে শিখাইয়া রাখা হইয়াছে।

গন্‌শাই আসল বলিয়া তাহাকে যথাসাধ্য ঢাকাঢুকি দেওয়াব বন্দোবস্ত হইয়াছে। মুখ কোঁকড়ান কোঁকড়ান দাড়ি-গোঁফে লুপ্তপ্রায়। সে চুলে বাঁধিয়া ভারোত্তোলন শিখিতেছে সম্প্রতি, বড় চুল ছিলই, বেশ মানাইয়া গিয়াছে, শুধু চিটচিটে সাদা রং দিয়া কাঁচা-পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চোখে ধোঁয়াটে চশমা, গায়ে কালো চীনে কোট। সম্পর্কে সে বরের এক দাদা-মহাশয়।

সবচেয়ে পরিবর্তন হইয়াছে রাজেনের। মাথায় বাঁকা সিঁথি, এলো খোঁপা; কানে মাঝারি সাইজের সামুদ্রিক চাঁদামাছের মত একজোড়া রূপার কানবালা; হাতে রিস্টওয়াচ আর রুলি। বক্ষের উপর একজোড়া গার্ড-চেন। জর্জেট শাড়ি, পায়ে হীলতোলা জুতা।

—বরের পিসীমা।

মতলবটা গন্‌শার।—এক রাত্রে মেয়ে দেখা, তায় কলিকাতা জায়গা। মেয়ের রঙের উপর কোনরূপ কারচুপি হইল কিনা খোঁজ রাখা দরকার। এদিকে আধুনিক রীতি অনুযায়ী পাকা দেখায় একজন মেয়ে থাকিলে অন্যায়ও হয় না। রাজেন তো চায়ই,—অন্দরমহলে ঢুকিতে পারিলে তাহার কবিতার প্রচুর খোরাক জোগাড় হয়। তবে তাহার ইচ্ছা ছিল পিসীমা না হইয়া বরের মামাতো বোন হওয়া। গন্‌শা বলিল, "পিসীই সুবিধে, বয়েস হাজার কম হলেও সম্বন্ধটা ভারিক্কে হয়, একটু বেশি খাতির হয়, বাপের বোন গা-গার্জেনদের দলে পড়ল কিনা।"

ত্রিলোচন খাতির করিয়া সবাইকে নামাইতে নামাইতে এদিকে গৃহকর্তা, এক জন নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক, দু-এক জন ছোকরা ও সাজগোজপরা কতকগুলি কৌতূহলী ছেলে মেয়েও ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গোরাচাঁদ ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া "খ্যাটের কত দূর?"—এই প্রশ্নটিকে ইঙ্গিতের রূপ দিতে যাইতেছিল, সবাই আসিয়া পড়াতে তাড়াতাড়ি সেটাকে হাই আর তুড়ির আকার দিয়া সামলাইয়া লইল। গৃহকর্তা প্রবীণ লোক, আদর-আপ্যায়নের পর প্রথমেই একটি ছোকরাকে রাজেনকে দেখাইয়া বলিলেন, "আগে এঁকে তুমি বাড়ির ভেতর নিয়ে যাও।...যাও তো মা-লক্ষ্মী।"

রাজেন প্রমাদ গণিল। শিবপুর থেকে যে-ব্যাপারটা এমন লোভনীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল, একেবারে সামনে

আসিতে সেটা হঠাৎ এমন বিভীষিকার রূপ ধারণ করিল যে, তাহার পা উঠিতে চাহিল না। একবার উৎকণ্ঠিত ভাবে

বাঃ, পরম সৌভাগ্য আমাদের (১৪০ পৃষ্ঠা)

গন্‌শা প্রভৃতি সবার দিকে চাহিয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "বাইরেই থাকি না আমি না-হয় সবার সঙ্গে।"

সবাই একটু বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল, গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, বাইরে থাকবেন কেন? সে কি হয়?"

রাজেন নিরাশার মধ্যে আর এক বার চেষ্টা করিল, "ভেতরটা বড্ড গুমোট হবে মনে হচ্ছে যেন।"

এদের সকলেরও মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে; গোরাচাঁদ বলিল, "না সেজপিসীমা; বাইরে থাকবে কোন্ দুঃখে? গরম?—সে তো একটি গ্লাস ঘোলের সরবতের মামলা। আর বাইরে আমরাই কি দার্জিলিঙে রইলাম সেজপিসীমা?"

ঘোঁৎনা দুই জন মুরুব্বির মধ্যে এক জন, কোমরের কোচান চাদরটা খুলিয়া আবার জড়াইতে জড়াইতে হাসিয়া বলিল, "তুমি হচ্ছ বরের ঘরের পিসী, এবার কনের ঘরের মাসী হয়ে ঢোকো, এ তোমার নিজেরই ঘর গো" বলিয়া কন্যাপক্ষীয়দের নিকট রাজেনের পরিচয়টা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা ভিন্ন আমার সঙ্গে সম্বন্ধটাও বড় মিষ্টি, না বলে থাকতে পারলাম না।"

ততক্ষণে একটি মেয়ে আসার খবরটা চারাইয়া গিয়াছে। বাড়ি হইতে একজন বয়স্থা জন-তিনেক যুবতীর সঙ্গে আসিয়া রাজেনের পিঠে হাত দিয়া লইয়া গেলেন। রাজেন ফাঁসির আসামীর মত একবার গন্‌শার পানে ফিরিয়া চাহিল।

গৃহকর্তা পূর্বকথার সূত্র ধরিয়া ঘোঁৎনাকে প্রশ্ন করিলেন, "তাহ'লে আপনি—?"

"ছেলের মেসোমশাই।"

নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ বলিলেন, "বাঃ, পরম সৌভাগ্য আমাদের। ছেলের মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ দুই-ই উপস্থিত; ঐখানেই তো আর একটা বিবাহের জোগাড় রয়েছে!" সকলে হাসিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, "আর এঁয়ারা?"

ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া সকলে উপরে উঠিয়াছে। ঘোঁৎনা গন্‌শা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের পরিচয় দিল, "ইনি ছেলের সম্পর্কে দাদামশাই হন। ইনি ছেলের বন্ধু। আর ওঁর পরিচয়ের তো সাইনবোর্ডই রয়েছে গায়ে মাথায় টাঙান" —বলিয়া মজলিসী প্রথায় হাসিয়া উঠিল।

গৃহকর্তা গন্‌শাকে আর একবার করজোড়ে নমস্কার করিয়া বলিল, "বাঃ, পবম সৌভাগ্য, আপনি পর্যন্ত যে কষ্ট করে..."

গোরাচাঁদ একটু গলাটা বাড়াইয়া ঈষৎ চাপা স্বরে বলিল, "একটু বড় করে বলতে হবে, উনি আবার কানে বেশ একটু খাটো।"

এ মতলবটা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গন্‌শাই বাহির করিয়াছে। আর সবার স্বরূপ ছদ্মবেশের মধ্যে ঢাকা পড়িবে, কিন্তু তাহার তোৎলামি কোন মতেই ঢাকা পড়িবার নয়। বিবাহরাত্রে

প্রবঞ্চনাটা ধরাইয়া দিবেই, তাই কথার হাঙ্গামটাই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কালা মানুষ, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিতে যাইবে না, উত্তর দিবারও প্রয়োজন থাকিবে না; গোঁফ, দাড়ি, চোখের ধোঁয়াটে চশমা আর কানের তালার অন্তরালে দিব্যি নিশ্চিন্ততায় সে সব দেখিতে শুনিতেও পারিবে।

গৃহকর্তা হাতজোড় করিয়া তাহাব কানেব কাছে মুখটা একটু সরাইয়া লইয়া বেশ তারস্বরে কথাটার পুনরুক্তি করিলেন, "বলছিলাম, আপনি পর্যন্ত আসবেন এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। কর্তা নিজে আসতে পারলেন না বলে একটা দুঃখ ছিল, তা..."

গন্‌শা মুখের পানে চাহিয়া মূঢ়ের মত একবার হাসিল মাত্র। ঘোঁৎনা গৃহকর্তার পানে চাহিয়া হাসিয়া টিপ্পনী করিল, "কানে পৌঁছয়নি। শুধু ওঁর স্ত্রীর কথা শুনতে পান, তাও যখন খুব বেশি গালমন্দ দিয়ে বলেন। অন্য কেউ সে রকম নিজের পরিবারের মত আপন জেনে গালও দিতে পারে না, শুনতেও পান না উনি।"

গন্‌শাব ব্যবস্থটা পাকা হইয়া গেল।

গোরাচাঁদের পক্ষে খ্যাঁটের সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা এবং ঔৎসুক্য আর চাপিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। এত স্পষ্ট করিয়া সরবতের কথাটা তুলিল, তাহারও দেখা নাই। ওদিকটাই একেবারে ফাঁকি নয় তো? ত্রিলোচনের সঙ্গে

যত বারই চোখাচোখি হইয়াছে, সে কেবল অপেক্ষা করিবার ইসারা করিয়াছে। আর ধৈর্য না রাখিতে পারিয়া বলিল, "আমার ভাবনা হচ্ছে খালি সেজপিসীমার জন্যে ;—তাঁকে ঘোলের সরবৎ দেওয়া হ'ল কিনা। তাঁর আবার টপ করে মাথা গরম হয়ে ওঠে কিনা…উফ্, কি গরমটাই পড়েছে! আমাদের মাথাই…"

গৃহকর্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "সত্যিই তো, সরবৎ এল না তো বাবাজী এখনও। ভুলেই গেছলাম গল্পগুজবে, দেখ! আমি তোমার উপরেই সব ছেড়ে নিশ্চিন্দি আছি বাবাজী।"

ত্রিলোচন গোপনে গোরাচাঁদের দিকে একটা ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেলে ঘোৎনাকে বলিলেন, "চৌকস্ ছোকরা, শিবপুরে বাড়ি। একাই সব সামলাচ্ছে সকাল থেকে!"

ঘোঁৎনা সুযোগটা ছাড়িল না। বলিল, "আমাদের এই হাওড়া-শিবপুর তো? হ'তেই হবে; কি রকম সব বনেদী ঘরের জায়গা। জামাই করতে হয় তো শিবপুরে, আমি আমার শালার মেয়ের জন্যে একটি ছেলে ঠিক করে রেখেছি, ভাবছি হাতছাড়া না হয়ে যায়।"

একবার গন্‌শার পানে চকিতে চাহিয়া লইল। গোরাচাঁদও গন্‌শার পানে আড়চোখে এক বার চাহিয়া ঘোঁৎনাকে প্রশ্ন করিল, "আপনি গোলক চাটুজ্যের ভাগ্‌নে গণেশচন্দ্রের কথা বলছেন, মেসোমশাই?…হীরের টুকরো…"

'হীরের টুকরো'—এত প্রশংসায় গোঁফদাড়ির অন্তরালে রাঙিয়া উঠিতেছিল, মুখটা ফিরাইয়া লইল।

একটি ট্রের উপর গুটিচারেক কাঁচের গেলাস ও একটা এনামেলের জাগের এক জাগ ঘোলের সরবৎ আসিল। ত্রিলোচন নয়, অন্য একটি ছোকরা আনিয়াছে।

গোরাচাঁদ যখন জাগ্ থেকে চতুর্থবার লইয়া চুমুক দিয়াছে, ত্রিলোচন আসিয়া বলিল, "নিন্, আপনারা গা তুলুন এবার একটু।" গোরাচাঁদের হাতের গ্লাসটা আর একটু হইলে পড়িয়া টেবিলে আছাড় খাইত, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া ত্রিলোচনের পানে উদাসভাবে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন গৃহকর্তার পানে চাহিয়া বলিল, "খালি মালাইকারিটা বাকি ছিল, গিয়ে দেখি হয়ে গেছে। পরিবেশন করিয়ে এলাম।"

একটা ধিক্কারের দৃষ্টিতে গোরাচাঁদের পানে চাহিল,—অর্থাৎ এই জন্যেই সরবৎ এতক্ষণ আটকে রেখেছিলাম, কিন্তু কপাল মন্দ তোর, আমি আর কি করব?

গৃহকর্তা বলিলেন, "বেশ করেছ, অত দূর থেকে আসা, আবার ফিরে যেতে হবে।...তা হ'লে এবার উঠতে হবে একটু।" তিন জনে উঠিল, গোরাচাঁদ উঠিয়া কোমরের কাপড়টা আলগা করিয়া দিল। গন্শার শুনিতে না পাইবার কথা বলিয়া বসিয়াছিল, ঘোঁৎনা ঝুঁকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "উঠুন, একটু মিষ্টিমুখ করার জন্যে এঁরা বড় পেড়াপেড়ি করছেন।"

শুনিতে পায় নাই, শুধু আন্দাজে বুঝিয়াছে এই ভাবে একটু হাসিয়া গন্‌শা উঠিয়া পড়িল। নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ বলিলেন, "খুব অল্প কথা কন দেখছি।"

ঘোৎনা বলিল, "যেমন মিতভাষী, তেমনি মিতাহারী, তেমনি অমায়িক..."

গোরাচাঁদ আহার্যের এত কাছাকাছি হওয়ায় সব ভুলিয়া গিয়াছে, অন্যমনস্ক হইয়া বলিল, "জামাই যা হবে..."

ত্রিলোচনের কনুয়ের গুঁতা খাইয়া থামিয়া গেল। বেখাপ্পা কথাটা শুনিয়া সবাই ঘুরিয়া দেখিয়াছে, ঘোৎনা গৃহকর্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বর এ-বিষয়ে ঠিক তার ঠাকুরদাদার মতই হবে। এ আপনি মিলিয়ে নেবেন। গোরাচাঁ...মানে, আমাদের অসীমকুমার বাবাজী কিছু ভুল বলেন নি।"

সবার অলক্ষ্যে "অসীমকুমার বাবাজী"র দিকে একটা অগ্নিকটাক্ষ হানিল।

তিন জনে আসিয়া আসনে বসিল। চার গেলাস সরবতের পর থেকে গোরাচাঁদের জলাতঙ্কের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অন্যমনস্কভাবে গেলাসটা সরাইয়া রাখিল।

কে. গুপ্তকে শিখাইয়া রাখা হইয়াছিল, সে সোজাসুজি একেবারে না বসিয়া ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিল, "একটু জল প্রয়োজন যে; পদ-প্রক্ষালন করতে হবে।"

সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "তাই তো, পুরুতমানুষ···

মনেই ছিল না কথাটা...আর আজকালকার যা সব পুরুত সাধারণত দেখা যায়...যাও শীগ্‌গির এক ঘটি জল...”

ত্রিলোচন দিব্য সরঞ্জামটি দাঁড় করাইয়াছে। লুচি, পটলভাজা, ডালনা, মুড়া দিয়া মুগের ডাল, মাংসের কোর্মা, গলদাচিংড়ির মালাইকারি,—চাট্‌নি; ওদিকে দই, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, ল্যাংড়া আম।

ঘোঁৎনা হাতে আচমনের জল লইয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, “এ যে এলাহি কাণ্ড করেছেন! এত খাওয়া যায় কখনও? না, খাবার আর আমাদের সে বয়স আছে?”

“অতি সামান্য, বিদুরের আয়োজন”—বলিয়া বিনয় কবিতে গিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ চকিত হইয়া বলিলেন, “এঃ, এ যে মস্ত ভুল হয়েছে।—পুরুতঠাকুর ঐ এক সাটে বসবেন?—না, ঐসব খাবেন? দেখছ সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, এ কি তোমাদের কলকাতার হোটেল-মারা পুরুত? আলাদা ঠাঁই করে কিছু ফল আর একটু সন্দেশ এনে দাও।”

কে. গুপ্তকে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে নিষ্ঠা এবং শুচিতা সম্বন্ধে একটা শ্লোক মুখস্থ করান হইয়াছিল, মনে মনে ভাঁজিয়া সবে বেচারা আওড়াইতে যাইবে, মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে মুখটা ফ্যাকাশে করিয়া নিজের দলের, বিশেষ করিয়া গন্‌শার পানে একবার চাহিল। কিন্তু “পদপ্রক্ষালন”-এর পুণ্য যে এমন করিয়া এত

সত্য সত্য ফলিবে, তালিম দিবার সময় উহারা কেহই এতটা আন্দাজ করিতে পারে নাই। কেহ আর কে. গুপ্তের দিকে চাহিতে সাহস করিল না। গোরাচাঁদ বরং, অমন সাত্ত্বিক পুরোহিতের সহযাত্রী বলিয়া সেও বিপদগ্রস্ত হইতে পারে, এই ভয়ে পটলভাজা, ডালনা ডিঙ্গাইয়া একেবারে কোর্মায় হাত ডুবাইয়া দিল।

জলের পিছনে ফলাহার উপস্থিত হইল।

মালাইকারি আর মোগলাই কোর্মার গন্ধ আসিতেছে; কলা, শাঁকালু, শশা, আম যেন বিষবৎ মনে হইতেছে। যত অত্যাচার কে. গুপ্তের উপর;—ছোট করিয়া চুল ছাঁটিতে হইবে, কে. গুপ্ত; টিকি রাখিতে হইবে, কে. গুপ্ত; নামাবলী গায়ে দিতে হইবে, কে. গুপ্ত; পা ধুইয়া আহার করিতে হইবে, কে. গুপ্ত; শেষে শশা, কলা খাইতে হইবে সেই কে. গুপ্তকে। —ইচ্ছা হইতেছিল সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া আসনে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সব কথা ফাঁস করিয়া দেয় একবার।

মাথা নিচু করিয়া দাঁতে শশা কাটিতেছে, মুখটা অন্ধকার, অশ্রু ঠেলিয়া আসায় রগের শিরাগুলা দপ্ দপ্ করিতেছে। কন্যাপক্ষীয়দের সকলেও যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে,—ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা যে কি, বৃদ্ধ বলিলেন। একটু রাগিয়াই বলিলেন, "এই প্যাঁজ-রসুনের গন্ধের মধ্যে কি ওঁর খাওয়া হয়? তোমাদের যেমন সব ছেলেমান্‌সি!"

গৃহকর্তা হইতে সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "তাহ'লে ওঁকে অন্য ঘরে..."

তাহা হইলেও বাঁচা যায় যেন, লুচি-মাংসের এত কাছে বসিয়া এই রোগার পথ্য অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

বৃদ্ধ আরও রাগিয়া উঠিলেন, "আর অন্য ঘরে!...সাত্ত্বিক মানুষ, উনি এক ঠাঁই ছেড়ে অন্য ঠাঁয়ে বস্‌তে পারেন কখনও? কি রকম অশাস্ত্রীয় কথা তোমাদের!..."

গোরাচাঁদের কোর্মা এদিকে অর্ধেকের বেশি শেষ হইয়াছে, ঘোঁৎনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মেসোমশাই, আমাদের চুঁচড়োর কোর্মায় আর জোড়াসাঁকোর কোর্মায় তফাৎটা দেখেছেন তো?—আপনাকে বলছিলাম না?"

পুরোহিতের খাওয়ার প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য সবাই ব্যস্ত ছিল, গৃহকর্তা একটি ছেলেকে কোর্মা আনিতে ইসারা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কোন্‌টা ভাল আপনার মতে?"

গোরাচাঁদ প্রবল উৎসাহে অভিমত দিতে যাইতেছিল, ঘোঁৎনা অন্তরের ক্রোধ কোন রকমে চাপিয়া হাসিয়া বলিল, "যুগ উল্টে গেছে,—গোড়া থেকেই নিজেদের ছোট করে কন্যাপক্ষদের বড় করছ বাবাজী?—বেহাই মশায়ের নুনের জোর আছে বলতে হবে।"

সকলে সমস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। পাশের ঘরে মেয়েদের চাপা হাসি উঠিল।

ঘরের অস্বচ্ছন্দ ভাবটা কাটিয়া বেশ হাস্য কৌতুকের মধ্যে

আহারটা চলিতে লাগিল। কে. গুপ্তও নিরুপায় হইয়া আম সন্দেশ রসগোল্লা হইতে যতটা সম্ভব সান্ত্বনা সঞ্চয় করিতে লাগিয়া গেল।

সমস্ত দিনটা গুমোট ছিল, হঠাৎ এক ঝলকা শীতল হাওয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং গুর্ গুর্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "হয় বৃষ্টি একটু, বাঁচা যায়—যা গেছে সমস্ত দিন!...আপনাদের চুঁচড়োর দিকে..."

ঘোৎনা মুখ তুলিয়া বলিল, "এক বিন্দু বৃষ্টি নেই।"

বৃদ্ধ একটা ডেক-চেয়ারে বসিয়াছিলেন, বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "সেকি! আমার বড় নাতি আজ সকালে গেছ্‌ল, ভিজে চুপসে এসেছে যে!"

সমস্ত ঘরটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

গন্‌শা এই আকস্মিক বিপদের মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঘোৎনার মন্তব্যটা তাহার একেবারে না শুনিবারই কথা এটা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সামলাইতে গিয়া বিষম লাগিয়া কাশিতে লাগিল।

গোরাচাঁদ তখন বাগবাজারের রসগোল্লায় হাত দিয়াছে, কথাটা যে অতিরিক্ত রকম বেফাঁস হইয়া গিয়াছে সেদিকে অতটা হুঁস নাই। গন্‌শার দিকে একটু ঝুঁকিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "ঠাকুরদা বিষম লেগেছে,—আরও গোটাকতক রসগোল্লা নামিয়ে দিন না গলা দিয়ে; জিনিষটা চমৎকার হয়েছে, কষ্ট হবে না।"

কর্তার ইসারায় একজন তাড়াতাড়ি গোরাচাঁদের জন্য রসগোল্লা আনিতে গেল।

ঘোঁৎনা ততক্ষণ চুঁচুড়ার বৃষ্টি সম্বন্ধে একটা কাটান খাড়া করিয়াছে, বলিতে যাইবে এমন সময় যে ছেলেটি রসগোল্লা আনিতে গিয়াছিল, ভীত সন্ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া আসিয়া কর্তা ও ত্রিলোচনকে বলিল, "আপনাদের ডাকছেন বাড়িতে একবার, শীগ্‌গির আসুন।"

তাহার পিছনে পিছনে ত্রস্তগতিতে বাড়ির মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিল। ছোট ছেলেমেয়েগুলি এবং আরও সবাই তাহাদের অনুসরণ করিল।

চারিজনে ভীতভাবে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল, এমন সময় একটি ছোকরা ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল, "আপনাকে ডাকছেন বড়কাকা—শীগ্‌গির।"

বৃদ্ধ উদ্বিগ্নই ছিলেন, উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "তাহ'লে এঁরা ?..."

ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনি যান, আমাদের জন্য চিন্তা নেই।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আমরা তো আর পর নয়।"

বৃদ্ধ চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "ধরে ফেললে না তো রাজেনকে ?"

আর সব বাদ দিয়া তাড়াতাড়ি সবচেয়ে বড় ল্যাংড়া আমটায় নাক পর্যন্ত ডুবাইয়া একটা কামড় দিল।

ঘোঁৎনা বিরক্তির সহিত গন্‌শার পানে চাহিয়া বলিল, "এই জন্যেই বারণ করেছিলাম—ওর আবার একটা পিসীমা না ঢুকিয়ে চলল মা। এখন নাও পিসীমা!"

ঘরটা অন্দর থেকে একটু আলাদা, তবু চাপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। একটা গুরুতর কিছু যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গন্‌শা বলিল, "রাজু ধরা পড়লে তো এতক্ষণ মা-ম্মার আর কান্নার শব্দ আসত... ক-ক্কনের ফিট হয়ে যায় নি তো?"

ঘোঁৎনা সেইরূপ বিরক্তির সহিত তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "তোকে দেখবার আগেই?"

ক্রমাগতই থাবা খাইয়া গন্‌শা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ত্রিলোচন চক্ষু ছানাবড়া করিয়া ঘরে ঢুকিয়া ঘাড়টা কাৎ করিয়া একটা টুস্কি দিল। সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি ব্যাপার?"

"রাজু সটকেছে!"

একটা চাপা ভয়েব শব্দ করিয়া চার জনেই উঠিয়া পড়িল। গোরাচাঁদ একটা আম হাতে করিয়া চৌকাটের বাহিরে পা দিয়াছে, ত্রিলোচন বলিল, "তোরা সব উঠলি কেন? ওরা চু চড়োর বৃষ্টির কথা নিয়ে সন্দেহ করছিল বটে, আমি সামলে এসেছি কতকটা; বললাম, 'একটু পাগলাটে পাগলাটে ছিলই যেন, একটু খুঁজুন ভাল ক'রে আগে।'...আর সত্যি, গোরার সেই 'মাথা গরমের' কথা বলা থেকে সর্বদা ও-বেচারার পেছনে

পেছনে যেমন একজন না একজন সরবতের গেলাস নিয়ে ঘুরছিলই, তাতে সুস্থ মানুষই পাগল হয়ে যায়।...ওরা পাগলাটে মেয়েকে সামলে রাখতে পারে নি বলে যেন ফাঁপরে পড়েছে—আমায় বললে, 'আমরা ততক্ষণ খুঁজছি চারি দিকে, তুমি বাবাজী ভদ্রলোকদের দেখ তো একটু।'

গোরাচাঁদ এদিকে কান ও বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শুনিতেছিল, ফিরিয়া পা বাড়াইতেই ত্রিলোচন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "গোরা, তোর গোঁফ!"

এরা চার জনেই বলিয়া উঠিল, "সত্যি! তোর বাটারফ্লাই গোঁফ কোথায় রে?...সারলে দফা!"

গোরাচাঁদ নাকের নিচে হাত বুলাইয়া হতভম্ব হইয়া রহিল, বলিল, "তাই তো, গোঁফ!"

খোঁজ—খোঁজ...

ত্রিলোচনকে বাড়ির দিকে পাহারা দিতে বলিয়া ইহারা গোঁফের খোঁজে লাগিয়া গেল;—আসনের চারিধার, যে-পথ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, চৌকির নিচে, আলমারির মাথায় —সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়...গোঁফের দেখা নাই! গোরাচাঁদ এক-একবার নাকের নিচে হাত বুলাইয়া হাতটা দেখিয়া বলিতেছে, "তাই তো!" শূন্য ওষ্ঠ, শূন্য করতল...কোনটার সাক্ষ্য যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এই রকম করিতে করিতে হঠাৎ একবার সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হয়েছে রে ধরেছি!"

যেন ম্যাজিক দেখিতেছে—সকলে তাহার হাতের দিকে চাহিল, কে. গুপ্ত বলিল, "কই ?"

গোরা, তোর গোঁফ ?

গোরাচাঁদ বলিল, "পেটের মধ্যে চলে গেছে, তাই তো বলি—পেটটা গুলিয়ে গুলিয়ে ওঠে কেন ?"

সকলে নির্বাক্ বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল, তখন তাড়াতাড়ি ল্যাংড়া আমটায় কামড় দিতেই মনে হ'ল শাঁশের সঙ্গে খানিকটা আঁশও যেন গলা দিয়ে নেবে গেল;—তাই তো বলি—অমন দ্বারভাঙ্গার ল্যাংড়ায় আঁশ এল কোথা থেকে!...এদিকে যে ষ্টিকিং প্লাষ্টার আলগা করে গোঁফটাকেই সাফ করে নিযে সেঁদিয়ে গেছে..."

সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া বলিয়া উঠিল, "তাহ'লে?"

এমন সময়ে দুই-তিনটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "জামাই বাবু, শীগ্‌গির আসুন, বরের পিসীর খোঁপা পাওয়া গেছে বাকি পিসীটা বাথরুমের ভাঙা জানলা দিয়ে..."

অসমাপ্ত রাখিয়াই আবার হুড়াহুড়ি করিয়া বাড়ির ভিতর ছুটিয়া গেল।

ত্রিলোচন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, বাথরুমের একটা গরাদ ভাঙ্গা ছিল, নির্ঘাত গলে পালাতে গিয়ে চুলটা খুলে আটকে গেছে! মজালে।" সবাই একসঙ্গে অনিশ্চিতভাবে প্রশ্ন করিল, "এখন—?"

ভয়জনিত সতর্কতায় শ্রবণশক্তি যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে—ভিতরে গোলমালের মধ্যে চাপা গলায় ত্রস্ত পরামর্শ —"না, এখন নয়—আগে ভাল করে ঘিরে ফেল...কে জানে পকেটে পিস্তল-টিস্তল—ছোরা-টোরা..."

...আরও সব মন্তব্য, "হ্যাঁ, লাগছিল কেমন কেমন যেন... চুঁচুড়োয় অমন বিষ্টি আর...নাঃ, জামাই ঠিক আটকে আছে...খিড়কির দিক দিয়ে...সামনের রাস্তায় গিয়ে তারপর লোক ডাকা...আঃ ছেলেমেয়েগুনো ওপরে যাক না... একটা ফোন..."

গৃহকর্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, "ওঁদের একটু দেখো বাবাজী; যেন কোন কষ্ট না হয়; রসগোল্লা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এলাম বলে।" বাড়ির খিড়কি দিয়া যেন কয়েক জন দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া ওদিকে বাহির হইয়া গেল।

অন্দরমহলটা হঠাৎ মারাত্মক রকম নিস্তব্ধ হইয়া গেল। এদিকে ইহাদেরও সবার যেন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ গন্‌শার চৈতন্য হইল। নিজের দাড়ি-গোঁফ টানিয়া ফেলিয়া বলিল, "তো-ত্তোদেরও সব দে—চটপট—চে-চ্চেহারা বদলে পালাতে হবে।"

গোরাচাঁদ বাবরিটা টানিয়া ফেলিয়া বলিল, "এমান পালালে ত্রিলেকে সন্দেহ করবে না? তাকে আমাদের আগলাতে বসিয়ে রেখেছে..."

ত্রিলোচন চিন্তিত ভাবে বলিল, "সত্যি, এ এক সমিস্যে তো! আর সময়ও তো নেই, ঘিরে ফেললে বলে..."

গন্‌শা ক্ষিপ্রহস্তে দাড়ি, গোঁফ, বাবরি, গালপাট্টা, কোট, চাদর চৌকির নিচে ছুঁড়িয়া ফেলিল। বিপদের মুখে তাহার দলপতির মাথা দ্রুত পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। গোরাচাঁদের

কথায় ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, তাহার পর হঠাৎ ত্রিলোচনের পানে চাহিয়া বলিল, "বলবি, আচমকা মে-স্মেরে পালিয়ে গেল।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে একটা বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় বসাইয়া দলটাকে ঠেলিয়া লইয়া হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।
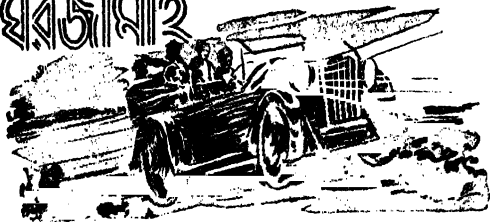
বৈকাল বেলা। গন্‌শার মামা গোলোক চাটুজ্যে বৈঠকখানায় চৌকির উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া একটা 'আনন্দবাজার' পড়িতেছেন ; বাঁ হাতে চায়ের কাপ, ডান হাতে দাড়ি, মাঝে মাঝে চুমুক এবং তা দিতেছেন। গোরাচাঁদ বাহির হইতে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াই আবার দেয়ালের আড়াল হইয়া গেল। ঘাড় গুঁজিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে যেন মাথার সমস্ত শক্তি দিয়া কি খানিকক্ষণ ভাবিল, তাহার পর দুই তিনবার পা'টা বাড়াইয়া এবং টানিয়া লইয়া শেষে খুব সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া চৌকির এক পাশটায় বসিল। গোলোক চাটুজ্যে একবার আড়চোখে দেখিয়া লইয়া আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিলেন।

বেশ খানিকক্ষণ গেল। গোরাচাঁদ একবার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল। গোলোক চাটুজ্যে আর একবার ঘাড়টা সামান্য একটু ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি খবর ?"

গোরাচাঁদ স্খলিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "না, তেমন কিছু না... এই..."

আরও খানিকক্ষণ গেল। তাহার পর দেওয়ালের একটা ছবির উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "শুনছিলাম —গণেশের নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে?"

গোলোক চাটুজ্যে এবার ঘাড়ও ফিরাইলেন না; কাগজের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই বলিলেন, "কোথায় শুনলে?"

কোন উত্তর নাই। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া গিয়াছে; কোঁচার খুঁটে মুছিয়া গোরাচাঁদ নিঃশব্দে বসিয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল। বেচারা এ উত্তর মোটেই আশা করে নাই। আরও খানিকক্ষণ যাওয়ার পর একটু উসখুস করিয়া বলিল, "গন্‌শা বলছে ও বিয়ে করবে না…মানে…"

সেইরকম ধীর নিরুদ্বেগ কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে ওকে বলেছে করতে?"

আবার চুপচাপ।—গোরাচাঁদ দাঁতখোটা ভুলিয়া কিছুক্ষণ কড়ে আঙুলটা চিবাইল, তাহার পর যেখানে যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিল জড় করিয়া বলিল, "তা'হলে আসি আমি।"

শিবপুরের ষ্টীমার ঘাটে ঘোঁৎনা, রাজেন, ত্রিলোচন এবং কে. গুপ্ত উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, গোরাচাঁদ ভগ্নদূতের মত নিতান্ত মনমরা হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘোঁৎনা, রাজেন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল?"

গোরাচাঁদ রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মুখটা গঙ্গার

দিকে ফিরাইয়া লইল। বুকটা চাপা রাগে ওঠানামা করিতেছে।

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল "হ'ল না রাজি ?...গেল একটু ঘাবড়ে টাবড়ে ?"

গোরাচাঁদ মুখ ফিরাইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিল, "বকিস্‌নি তিলে, আমার মেজাজ ভাল নেই। রাজি করা অত সহজ তো তুই নিজে গেলি নি কেন ? যা না, এখনও দাড়ি মুঠিয়ে বসে আছে।"

ঘোৎনা বলিল, "চটে উঠছিস্ কেন ? একটা কাজ নিজে ঘাড় পেতে নিলি, তাই জিগ্যেস করছে লোকে..."

গোরাচাঁদ রাগিয়াই বলিল, "ঘাড় পেতে যেমন নিয়েছিলাম, চেষ্টা করতে কসুর করি নি। গোরাচাঁদ ভীতু নয়, অমন ঢের দাড়িওয়ালা মামা দেখেছে...থাক্ দিকিন ঝাড়া একঘণ্টা জেলখানার মত একটা ঘরে বসে—কথা নেই বার্ত্তা নেই, খালি মাঝে মাঝে চায়ে একটা চুমুক দেওয়া আর দাড়ি আঁচড়ান...না পারি উঠতে, না পারি..."

রাজেন একটু আগাইয়া আসিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "চুপ করে বসেছিলি ?—তোকে যেমন যেমন বলে দেওয়া হয়েছিল বলিস্ নি ?"

গোরাচাঁদ তেমনিভাবেই কহিল, "বলিস্ নি ? ওঁর যেমন উত্তর দেওয়ার কথা তা দিয়েছে ? দুটো কথাতেই এমন বলবার পথ আটকে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল !...ঘাঘি

লোক, ওঁকে ভাওতা দিয়ে বিয়েতে রাজি করবেন—ছেলের

কি খবর ?

হাতের মোয়া পেয়েছেন!...এমন অবস্থা দাঁড় করালে, মনে

হয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—নাক কান মলছি, আর, ঘটকালিতে কাজ নাই...”

নিরাশ হইয়া রাজেন ত্রিলোচন প্রভৃতিও রাগিয়া উঠিতেছিল, রাজেন বলিল, “তোকে পাঠানই বোকামি হয়েছিল, নেহাৎ ওপরপড়া হয়ে যেতে চাইলি...আমি হ’লে...”

গোরাচাঁদ বলিল, “নবাবি রাখ্ রাজেন...আচ্ছা বেশ, তোকে বেশি কিছু বলতে হবে না; তুই শুধু দু’টি কথার উত্তর দে—‘কোথায় শুনিলে?...কে করতে বলেছে?’ দে উত্তর, দেখি কত বড় মুরোদ!”

যেন একটা হেঁয়ালি শুনিতেছে এইভাবে সকলে হাঁ করিয়া গোরাচাঁদের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, “সবটা ভেঙে বল; না, মাঝখান থেকে...”

ঘোঁৎনা কতকটা আন্দাজ করিয়াছিল, বলিল, “বুঝেছি—ও যেই বলেছে—‘শুনলাম নাকি গন্‌শার বিয়ে হচ্ছে’—ওর মামা আমরা যা ভেবেছিলাম তা না বলে জিগ্যেস করেছে—‘কোথায় শুনলে’।...তাই তুই কেন একটা মনগড়া উত্তর দিয়ে দিলি না তাড়াতাড়ি? যেমন ধর—যেমন ধর, ‘রাজেন বলেছে...’ ”

রাজেন তাড়াতাড়ি ভীতভাবে বলিল, “আমার নাম করা কেন মাইরি?”—গোরা ন্যায়রত্ন মশাইয়ের নাম করলেই পারত; কালা মানুষ, তার কাছে কেউ ভজাতে যেত না।”

সত্যই এই সামান্য বুদ্ধিটুকু যে কেন মাথায় আসে নাই ভাবিয়া গোরাচাঁদ ঘোঁৎনার মুখের পানে একটু অপ্রতিভভাবে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "আর দোষ দেওয়াও যায় না গোরার। বেজায় ধড়িবাজ আর রাশভারি লোক; দেখছিস না অত চালাক গন্‌শা—সেও এখনও মুখ দিয়ে একবার 'হ্যাঁ' বলতে পারলে না। সেই যে কোট করে বসে আছে—আগে চাকরি না হলে দেবে না গন্‌শার বিয়ে..."

এমন সময় কে· গুপ্ত বলিয়া উঠিল, "ঐ গনেশবাবু আসছেন!"

[২]

ষ্টীমার এইমাত্র আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে। গণেশ নামিয়া কতকটা বিমর্ষভাবে পণ্টুন বাহিয়া উঠিয়া আসিল।

রাজেন প্রশ্ন করিল, "কোথায় ছিলি চোপোর দিন? কতবার খোঁজ করলাম..."

গন্‌শা উত্তর করিল, "মামা চাকরি খুঁজতে পাঠেছেলো।"

ঘোৎনা প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল?"

গন্‌শা বলিল, "ত্রি-টু ওয়ান।"

সকলে বিস্মিতভাবে তাহার মুখের পানে চাহিল। চাকরির পেছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গন্‌শার মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি!

গণেশ গোরাচাঁদের হাত হইতে বিড়িটা লইয়া একটা টান দিয়া বলিল, "গ-গন্‌শার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, চাকরি খুঁজুক! ইডেন গার্ডেনে বার্মিজ প্যাগোডার নিচে নি-নিদ্রা দিয়ে ম্যাচ দেখে আসছি—ইষ্টবেঙ্গল ক্যামারুন্‌স্‌... ত্রি-টু-ওয়ানে..."

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "ইষ্টবেঙ্গল দিলে না খেলে?"

"দিলে মশাই।—প-প্রদ্মাপারেব গোঁ।"

গোরা প্রশ্ন করিল, "খেললে কেমন?"

গন্‌শা বলিল, "দু-দ্দুটো এসা পেনালটি মিস করলে—ইচ্ছে হ'ল নেমে গিয়ে দিই বাঙালকে চড়িয়ে..."

রাজেন বলিল, "কাজটা কি ভাল করলি গন্‌শা?—তোর মামাকে কি বলবি?—যখন জিগ্যেস করবে কি হ'ল চাকরির..."

"বলব কা-ক্কাল ডেকেছে।"

"তারপর?"

"কাল ডেকেছে।"

"তারপর?"

গন্‌শা বলিল, "আবার কা-ক্কাল ডেকেছে। ফুটবল সিজিনটা এই করে মামার ট্র্যাক হালকা করতে হবে,—আট গণ্ডা করে পয়সা দিচ্ছে ট্রাম-বাসের জন্যে।...মা-মামীকে বলছিল—'এতদিনে সুমতি হয়েছে গন্‌শার, তবু বেরুচ্ছে চাকরির জন্যে।'...মামীও সুমতি দেখে কালীঘাটের মানৎ

করে পাঁচটা টাকা তুলে রেখেছে,—ফা-ফাইনালের দিন সেটা হাতাতে হবে; তোরাও সব যাবি দেখতে...”

রাজেন ফুটবলের তত ভক্ত নয়, একটু অধৈর্য হইয়া বলিল, “কাজের কথায় আয়। আজ এক মতলব এটে-ছিলাম গন্‌শা, গোরেটা কাঁচিয়ে দিলে। সবাই ঠিক করলাম —তোর মামার কাছে এবার উল্টো চাল দিতে হবে—তুই বিয়ে করতে চাইছিস না বলে দিই ভড়কে বাপধনকে, ।তা'হলেই তাড়াতাড়ি খোঁজাখুঁজি করতে পথ পাবে না...”

গন্‌শা উর্ধ্ব দিকে মুখ তুলিয়া ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে অনাসক্তভাবে প্রশ্ন করিল, “তা কি বললে?”

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি বলিল, “বললে—'কে করতে বল্‌ছে?'...ঐ কথার ঐ উত্তুর হ'ল, তুই-ই বল না গন্‌শা হোক তোর মামা গুরুজন, কিন্তু...”

গন্‌শার বোজা মুখের মধ্যে দাঁতে দাঁতে ঘষার একটা চাপা শব্দ হইল, বোধ হয় গুরুজনকে চিবাইয়া নিকেশ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছায়।

রাজেন বলিল, “তাই বলছিলাম—পয়সাগুলো বাজে খরচ না করে দেখই না একটা চাকরির চেষ্টা।”

কে. গুপ্ত বলিল, “গণেশবাবু যে রাজি হবেন না, নৈলে সেজকাকার মুখে শুনেছিলাম তাঁদের অফিসে একটা কাজ খালি আছে।”

সকলে বিস্মিত হইয়া কে. গুপ্তের পানে চাহিল, ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল, "রাজি হবে না মানে? এ্যাদ্দিন ধরে দেখছেন ওকে, কবে গর্‌রাজির ভাবটা দেখলেন শুনি?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "কাদের বাড়ি কাজ করে আপনার সেজকাকা?"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "কি চাকরি? কতদিন হ'ল শুনেছেন মশাই? বলতে হয় এতদিন,—দেখছেন..."

চারিদিকের প্রশ্নে থতমত খাইয়া গিয়া কে. গুপ্ত বলিল, "শুনেছি অনেক দিন হ'ল—ঘরজামায়ের চাকরি..."

সকলে আরও বিস্মিত হইয়া চাহিল, ঘোঁৎনা বলিল, "ঘরজামায়ের চাকরি মানে?—তার কাপড় কোঁচান, গাড়ুতে জল দেওয়া, তামাক সাজা এই সব করতে হবে?"

ত্রিলোচন জামায়ের আরামের বহর দেখিয়া কতকটা ঈর্ষার সহিতই বলিল, "নবাবটি কে?—নামটা একবার জানতে পারি মশাই?"

কে. গুপ্ত নিজের ভুলটা ততক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে; যতটা সম্ভব গুছাইয়া লইয়া বলিল, "না—মানে—বলছিলাম চাকরিটা ভাল—সেজকাকার ছোট সাহেবের পার্সনাল ক্লার্ক না কি...তবে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে—"

গন্‌শা এতক্ষণ দেশলাইয়ের কাটি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছিল, প্রশ্ন করিল, "ছো-চ্ছোট সায়েবের নাকি মশাই?"

কে. গুপ্ত আবার একচোট অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না,

বড়বাবুর ; তারই হাতে চাকরি কিনা। · বলি নি, আপনি রাজি হবেন কিনা...”

রাজেন বলিল, “রাজি হতে কি হয়েছে? যার অমন মামা তার গৃহ আর অরণ্যে তফাৎটা কি?...কতদিন হ’ল বলেছিল সেজকাকা?...আপনি একটি আস্ত...”

ঘোৎনা বলিল, “ওকে বকচিস কেন? আগে গন্‌শা বলুক ও রাজি কিনা। সামান্য একটা চাকরির লোভে ঘরজামাই হয়ে থাকা...”

ত্রিলোচন বলিল, “শুধু তো চাকরি নয়, ওটাতো উপরি পাওনা ; চাকরির সঙ্গে একটা, কি যে বলে, বৌও পেয়ে যাচ্ছে তো? আর শ্বশুরের মেয়েকে একবার দুটো মন্ত্র আউড়ে দখলে এনে ফেলতে পারলে শ্বশুরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজের বাড়ি টেনে তুলতে কতক্ষণ? আইন তখন তোমার দিকে।”

রাজেন একটু উচ্ছ্বাসের সহিতই বলিল, “আদালতের আইনের ওপরেও একটা আইন আছে, তার খবর তোমরা কেউ জান না বলেই বলছ—সে হচ্ছে...”

গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, “প্রিভি কাউনসিল?”

রাজেন বোধ হয়, হৃদয়, কি প্রেম, কি ভালবাসা—এইরকম গোছের কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, রসভঙ্গে হঠাৎ বিরক্তির সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “তোর দুবচ্ছর বিয়ে হ’ল গোরে, কিন্তু যে-কে সেই রয়ে গেলি। খালি শ্বশুরবাড়ির খ্যাটটা চিনেছিস!”

ত্রিলোচন বলিল, "ঘরজামাই হওয়া এত খারাপ কিসে আমার বুদ্ধিতে তো আসছে না। মামার বাড়িতে 'গন্শা', সেখানে 'জামাইবাবু'; মামার বাড়িতে কথায় কথায় 'চাকরি করগে যা'; সেখানে শ্বশুর বড়বাবু, সারাটি মাস গা এলিয়ে পড়ে থাক, মাস পোহালে পয়লা তারিখে হক্কের মাইনে এসে হাজির,—মামার বাড়িতে..."

রাজেন বলিল, "ঠিকই বলছে তিলে। বৌয়ের দিক থেকেও দেখ,—এখানে বাড়ির বৌ—খেটে খেটে হয়রাণ—সমস্ত দিনের দেখাটি হবার যো নেই; সেখানে বাড়ির আদুরে মেয়ে—কাজ নেই, কর্ম নেই, সমস্ত দিন মুখোমুখি হয়ে গল্প চালাও..."

গল্প করিতে করিতে সকলে জেটি ছাড়িয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইল। কে. গুপ্তকে বলা হইল, সে কাজটা সম্বন্ধে যতটা পারে খবর সংগ্রহ করিয়া আনিবে।

[৩]

শিবপুরের ট্রাম ডিপোর কাছে নীলুর দোকানের সামনে-পাতা বেঞ্চি দুইটাতে রাজেন, কে. গুপ্ত, ঘোঁৎনা এবং গোরাচাঁদ বসিয়া আছে। ফুটবল, বায়স্কোপ প্রভৃতি লইয়া এলোমেলো গল্প হইতেছে, দোকানের ভিতর নীলু আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া প্রচলিত পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে

ঢুলিতে ঢুলিতে বিড়ি পাকাইতেছে এবং মাঝে মাঝে এক আধটা মন্তব্য করিতেছে।

ত্রিলোচন ট্রাম হইতে নামিয়া মন্থর গতিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে উৎসুকভাবে তাহার পানে চাহিয়া ছিল—ঘোঁৎনা, রাজেন প্রশ্ন করিল, "একলা যে?"

ত্রিলোচন বলিল, "দোকলা এক ব্যাটা পশ্চিমাকে ফোকলা করে পিটটান দিয়েছে...ষ্টীমারে আসবে।...নীলে, একটা পান ছাড় দিকিন তাড়াতাড়ি, একটা বিড়িও; বেদম করে দিয়েছে।...তাড়াতাড়ি ষ্টীমার ঘাটে চল সব।"

ঘোঁৎনা ধমক দিয়ে বলিল, "ব্যাপার কি তাই খুলে বল্, তা নয়..."

নীলু পান আর বিড়ি দিয়া বলিল, "মনে হল যেন তোমার শ্বশুর-বাড়ি থেকে কেউ এসেছে তিলুদা, ট্রাম থেকে নেমে জিগ্যেস করলে নিবারণ মাইতির বাড়ি কোথায়। জিগ্যেস করতে বললে, কালসিটে থেকে আসছে।"

ত্রিলোচন একটু বিরক্তভাবে বলিল, "খেলে কচুপোড়া! আর আসবার দিন পেলে না?...তোরা এগো ঘোঁৎনা, আমি এলাম বলে।...বিড়িটা রেখে দে নীলে, মুখে গন্ধ পাবে; বউ আবার সেখানে রটিয়েছে, আমি বিড়ি সিগারেটের ওপর ভয়ানক চটা!...একরকম জ্বালা?"

এরা ঘাটের কাছে পৌঁছিয়াছে, দেখা গেল ত্রিলোচনও

হন্ হন্ করিয়া পেছনে চলিয়া আসিতেছে। আসিয়া বলিল, "খুড়শ্বশুর এসেছে—সেই জগুদা।"

জগুদার উপর কাহারও বিশেষ ভক্তি না থাকায় কেন আসিয়াছে, কি বৃত্তান্ত কেহ জিজ্ঞাসা করিল না। সকলে আসিয়া জেটিতে উপস্থিত হইল।

ষ্টীমার আগেই আসিয়া গিয়াছিল; গন্‌শা নামিয়া পন্টুনের রেলিঙে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছিল, ইহারা গিয়া কেহ এ-রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

ঘোঁৎনা বলিল, "তিলে বলছিল কার সঙ্গে মারামারি করেছিস নাকি?"

গন্‌শা কি একটা কথা ভাবিতেছে, খুব বেশি অন্যমনস্ক।

ত্রিলোচনই বলিল, "বাধ্য হয়ে করতে হল। ট্রামে পাশের সীটটাতে বসেছিল, কোনমতেই একটু নড়ে বসবে না। তবু গণেশ বেচারী ভালভাবেই কথা কয়ে যাচ্ছিল, একটা মস্ত বড় অশান্তি লেগে আছে—ঝগড়ার দিকে মন নেই। শেষে সে বেটা একেবারে তেরিয়ান হয়ে বললে তার ভাগনে পুলিশে কাজ করে। বেটা একজনের মামা হয় দেখে গণেশ আর রাগ চাপতে পারলে না...নিজের মামাকে তো আর কিছু বলতে পারে না, একটি রদ্দাতে দুটি দাঁত খসিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে..."

গন্‌শা বিড়ির ধূঁয়াটা উপরের দিকে ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল,—"মা-মামাগিরি ফলাতে আর জায়গা পায়নি..."

গোরাচাঁদ বলিল, "সত্যি, মামার ওপর ভক্তিতে ও বেচারা যেন গলে যাচ্ছে!...কালকে যখন বললাম বিয়ে করতে চাইছে না গন্‌শা একবারটি শিউরে পর্যন্ত উঠল না রে, সেই একভাবে কাগজ পড়ে যেতে লাগল!...উনি পুলিশের মামা হন তাই বলতে এসেছেন,—গন্‌শার কাছে!"

রাজেন বলিল, "দোষ দেওয়া যায় না গনেশের। এই রকমই হয় কিনা;—কারুব মাসী পিসীকে দেখ, মনে দিব্যি একটা ভক্তির ভাব আসবে; কিন্তু কারুর শালী নজরে পড়ুক দিকিন—সেই বয়েসেরই—মনে হবে একটু ঠাট্টা করে নিতে পারলে মন্দ হত না...সে যাক্, বেটার মামা হবার সাধ মিটেছে,...আসল কাজের কি হল তাই বল।"

ত্রিলোচন বলিল, "সে হ'ল না। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে যদি-বা বড়বাবুর আফিস পর্যন্ত পৌঁছুন গেল, টের পাওয়া গেল, সে ছুটিতে, এক আধ দিনের জন্যে নয়, লম্বা এক হপ্তার ছুটি।...গন্‌শাকে বলছি একটা পলার আংটি পর, তোকে গেরোয় ঘোরাচ্ছে, তা..."

গঙ্গায় ভাটার টান চলিয়াছে। একটি মোটাগোছের সৌখীন ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিয়া এক হাতে পাম্পসু অপর হাতে কোঁচা ধরিয়া খুব সাবধানে কাদার উপর দিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কি করিয়া পিছলাইয়া গিয়া দুই তিন পাক খাইয়া ঘুরিয়া পড়িল। মোটা মানুষের পড়া চিরকালই একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার, কাদায় পড়িলে তো সোনায় সোহাগা।

সকালে—এমন কি গন্‌শা পর্য্যন্ত হাসিয়া উঠিল। ঘোৎনা বলিল, "এত সাবধানে যাচ্ছিল লোকটা; অথচ..."

দুই তিন পাক খাইয়া ঘুরিয়া পড়িল।

লোকটা উঠিতে যাইয়া আবার পাক খাইয়া পড়িতেছে।

গন্‌শা বলিল, "গেরোয় ঘোরাচ্ছে; আঙুলে বোধ হয় প-প্ললার আংটি নেই, দেখ্‌তো গিয়ে তিলে।"

গুমোট ভাবটা কাটিয়া গিয়া একটু প্রফুল্ল হইয়াছে গন্‌শা; বলিল, "নীলের দোকানের বিড়ি থাকে তো একটা দে তো ঘোঁৎনা।...না, এ চাকরিটা হাতছাড়া হতে দোব না। ষ্টীমারে আসতে আসতে একটা মতলব বের করেছি।"

সকলে কৌতূহলী হইয়া মুখের পানে চাহিল। বিড়িটা ধরাইয়া গন্‌শা বলিল, "ব-ব্বড়বাবুর আস্তানা পর্যন্ত ধাওয়া করব ভাবছি। খোঁজ নিয়েছি; বা-ব্বাড়ি মার্টিনের লাইনে।"

ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল, "ষ্টেশন?"

"কি যে দিব্যি নামটা। একটু বে-বেবয়াড়া গোছের, ঠিক মনে পড়ছে না। দাঁড়া—সেখানকার কদমা আর নারকোল-নাড়ু খুব নামী..."

কে. গুপ্ত এদের পাল্লায় পড়িয়া অনেক ভোগান ভুগিয়াছে, একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "নামটা না জেনে যাওয়া..."

গোরাচাঁদ কদমা-নারকোলনাড়ুর আঁচ পাইয়াছে, একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তো আপনি যাবেন না মশাই, শিবপুরের ছেলে ঠিক বের করে নেবে।...হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে যেখানকার সীতাভোগ নামী

সেখানকার টিকিট চান তো—শেওড়াফুলির দেয় কি বর্ধমানের দেয় দেখি।"

রাজেন বলিল, "হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে অত হাঙ্গামা করতে হবে না। ময়দান ষ্টেশনে গন্‌শা টাইম টেবিলটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই মনে পড়ে যাবে নামটা।"

ঘোঁৎনা বলিল, "তাহলে যাচ্ছে কে কে? সবাই?"

গন্‌শা সংক্ষেপে বলিল, "স-সবাই ক্যাণ্ডিডেট্। এক সঙ্গে গাড়ি থেকে নেবেছি। কারুর সঙ্গে কারুর জা-জ্জানা-শোনা নেই।"

ত্রিলোচন বলিল, "ধর যদি তোকে না বাছাই করে ঘোঁৎনাকে করে?"

গন্‌শা বলিল, "নেবে না। বাড়ি এসে লিখে দেবে।"

রাজেন বলিল, "ঠিক তো, কেনই বা নেবে?—ওর তো হচ্চেই বিয়ে।"

গোরাচাঁদ বলিল, "মনে কর যদি কে. গুপ্তকে পছন্দ করে বসল—তাহলে?"

গন্‌শা বলিল, "ও তো অমন এক মা-স্মার পাল্লায় পড়ে নি।"

রাজেন বলিল, "মন্দ মতলব বের করে নি গন্‌শা;—যাকেই পছন্দ কর সরে দাঁড়াবে। বাকি শুধু থাকবে ওই।"

বিলম্ব আর একেবারে করা সমীচীন নয়। পরদিন সকালের গাড়িতেই যাওয়া ঠিক হইল।

[৪]

সকালে চৌধুরীপাড়ার শিবমন্দিরে এরা সব একত্র হইল। গোরাচাঁদের বিলম্ব হইতেছিল। তাহাকে দূরে আসিতে দেখিয়া সবাই মন্দিরের রক থেকে নামিয়া অগ্রসর হইবে, ত্রিলোচন বলিল, "শিবঠাকুরকে একটা প্রণাম ঠুকে দিলে হ'ত না গন্‌শা? চাকরির সঙ্গে বিয়েরও একটা চান্স রয়েছে..."

রাজেন বলিল, "যা ভয় করেছিলাম; দিলি তো পেছনে ডেকে?"

গন্‌শা একটু মুখটা কুঁচকাইয়া বলিল, "আর যার নি-ন্নিজের বিয়ে হতেই জটা দাড়ি পেকে গেছল!..."

অগ্রসর হইতে হইতে খানিকটা গিয়া ঘোঁৎনা চিন্তিত-ভাবে বলিল, "নেহাৎ ঠাকুরদেবতার কথা তুলে বসল তিনে—তা ঘুরে একটু অন্নদা চাটুজ্যের রাধারমণের মন্দিরের সামনে হয়ে গেলে হ'ত। ওই বরং একটি দেবতা যে বিয়ে-থা এই সব বিষয়ে..."

গোরাচাঁদ বলিল, "ঘাযী আছে।"

ঘোঁৎনা বলিল, "আমি বলছিলাম—বোঝে সোঝে ভাল আর কি..."

* * *

প্রথম ট্রেণটা ফেল করিয়াছিল। এরা একসঙ্গে হইলে কোন না কোন একটা গোলমাল করিয়া ট্রেণ ফেল করিয়া বসেই।

অদৃষ্টও বেচারাদের বিরুদ্ধে চিরকাল চক্রান্তই করিয়া আসিয়াছে। যে-ট্রেণটা ধরিল প্রায় মাঝামাঝি গিয়া একটা জলার ধারে তাহার ইঞ্জিনটা বাগড়া দিল। গার্ড, প্যাসেঞ্জার, ড্রাইভার সবাই আলোচনা করিয়া বোগটা ধরিতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিল, সারিতেও লাগিল ঘণ্টাখানেক। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় সবাই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এগারটা প্রায় বাজিয়া গিযাছে, ভাঙা ইঞ্জিনের উপর নির্ভর, কখন দয়া করিয়া পৌঁছাইযা দিবে কিছুই বলা যায না, এমন কি, পৌঁছাইয়া দিবে কি না, তাহারও কোন স্থিবতা নাই। অত্যন্ত গরম, ক্ষুধা,—আহারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা এই ছিল যে, ষ্টেশনের কাছাকাছি হোটেলে কিম্বা দোকানে গিযা কাজ সাবা হইবে; কিন্তু ষ্টেশনগুলির স্বরূপের সঙ্গে যতই পরিচয় হইতেছে ততই বুকটা দমিয়া যাইতেছে।

তাহার উপব একঠায় বসিবার জো নাই, অসম্ভব বকম ছারপোকা, দাঁড়াইবার জো নাই, অসম্ভব রকম ঝাঁকানি, খালি পেটে খিল ধরিয়া যায়।

অথচ, বসিতেও হইতেছে, দাঁড়াইতেও হইতেছে। এমন কি, গরম, ক্ষুধা, নিরাশা, ঝাঁকানি, ছাবপোকা—সব একজোট হইযা সবার চোখের পাতা ভারি করিয়া দিতেছে। গোরাচাঁদেব চোখেব পাতা একটু যেন ভিজা-ভিজাও মনে হইতেছে।

গোরাচাঁদ, কে গুপ্ত, রাজেন আর ত্রিলোচন ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে। ঘোঁৎনা ঢুলিতেছে, গন্‌শা পর্যন্ত সংযম হারাইয়াছে—এমন সময় স্বপ্নের মত একটা আওয়াজ কানে আসিল, "এ গাড়িতে শিবপুর থেকে কারাও এসেছেন কি?—শিবপুর থেকে?—শিবপুর?"

সকলে প্রায় একসঙ্গে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ষ্টেশন আসিয়া পড়িয়াছে। কয়েকজন ছোকরা এমুড়ো-ওমুড়ো ছুটাছুটি করিয়া চেঁচাইতেছে—"কেউ শিবপুর থেকে এসেছেন কি—শিবপুর—শিবপুর থেকে?"

সকলে বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল, "কিছু বুঝছিস গন্‌শা?"

গন্‌শা ছোকরাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে কি যেন ভাবিতেছিল, বলিল, "হ্যাঁ।"

রাজেন, ঘোঁৎনা একসঙ্গে প্রশ্ন কবিল, "কি বুঝেছিস?"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "কি করে টের পেলে যে…"

গন্‌শা ঘোঁৎনার কথার উত্তর দিল, "বুঝেছি, যাদের আসবার কথা ছিল, তারা আসে নি।"

সকলেই প্রশ্ন করিল, "কারা?"

গন্‌শা সেইরকম ভাবেই বলিল, "কি জানি।" তারপর হঠাৎ সজাগ হইয়া বলিল, "দু-দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়তে হবে, নেমে পড়্।"

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া হাঁকিল, "এই যে আমরা এখানে; আ-আপনারা ওদিকে ডাকাডাকি করছেন কেন?"

সমস্ত দলটি হুড়মুড় করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া এদের ঘিরিয়া ফেলিল। নানাবিধ প্রশ্ন, "এতক্ষণ উত্তর দেন নি... আপনারা এখানে, আর আমরা ওদিকে খুঁজে খুঁজে..."

গোরাচাঁদের একটু ভয় ভয় করিতেছিল, না বুঝিয়া সুঝিয়া কোন্ ফ্যাসাদের মধ্যে পা বাড়াইয়া দিতেছে ?...বলিল, "উত্তর দিইনি, মানে আপনারা শিবপুরের কাদের খুঁজছেন..."

একটি রোগা, কুঁজো এবং মুরুব্বিগোছের ছোকরা দুইটা হাত তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আরে মশাই, নিবারণ মিত্তিরের বাড়ি এসেছেন তো ?"

সকলে যেন একটু থ হইয়া গেল, আড়ে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়িও করিয়া লইল—নিবারণ মিত্তির বড়বাবুর নাম।

ঘোঁৎনা আর গন্‌শা বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর বাড়িতেই..."

সেইভাবেই প্রশ্ন হইল, "শিবপুর থেকে এসেছেন তো ?"

সকলেই বিমূঢ়ভাবে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ছোকরা দুইটা হাত ষ্টেশনের বাহিরের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "তাহলে দয়া করে চলুন। মার্টিনের পোষা ছার-পোকায় সব গোলমাল করে দেয়, জানি আমরা।"

ছোকরা গ্রামের ছেলেদের রসিক সর্দ্দারগোছের, ডাক নাম নোনু-দা। সকলে তাহার কথায় হাসিয়া উঠিল।

ষ্টেশন থেকে বাহির হইয়া সকলে গাঁয়ের কাঁচা পথ ধরিয়া চলিল।

কে. গুপ্তর হাতে একটা সুটকেস ছিল, একটা গামছা

এক জোড়া তাস আর সবার একখানা করিয়া কাপড় আছে— সুবিধামত স্নানটা সারিয়া লইবে। 'আপনি কষ্ট করবেন কেন?—আমায় দিন' বলিয়া একটি ছোকরা সেটি চাহিয়া লইল, রাজেন গণেশের গা ঘেসিয়া চলিতেছিল, তাহার উরুতে একটা চিমটি কাটিল, অর্থাৎ—ব্যাপারখানা কি? গন্‌শা চিমটি কাটিয়াই উত্তর দিল। তাহার পর গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া ঘনিষ্ঠতা করিয়া প্রশ্ন করিল, "নি-ন্নিবারণবাবু আছেন কেমন?"

নোনু-দা বলিল, "আধ-মরা হয়ে।"

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। নোনু-দা গন্‌শার দিকে চাহিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "মাফ করবেন, আমার কথাগুলো একটু বেঁকা বেঁকা—নিবারণকাকা আধমরা হয়ে ছিলেন, এইবার আপনাদের আসবার খবর পেয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।"

সকলে আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। গেঁয়ো কাঠ-রসিকতায় ইহাদের সকলের পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল। গন্‌শা একবার তাহার শরীরটা আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল, "ক-কথাগুলো বেঁকা হবে তার আর আশ্চর্যি কি বলুন? ভ-ভ্যয়ানক বেঁকা রাস্তা হয়ে বেরুচ্ছে কি না।"

সকলে হো-হো করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। পাশে একজন সঙ্গীকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "শিবপুরের দল, চালাকি করতে গেছেন নোনু-দা!"

কথাবার্তার মধ্যে ইহারা একটা গলি ঘুরিয়া একটা বাড়ির সামনে আসিয়া পড়িল। পাশাপাশি চারিটা ঘর, সামনে একটা বারান্দা। বারান্দার একপাশে ইটের উনানে দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ রান্না করিতেছে! কাছেই দুইজন মুরুব্বি-গোছের লোক বসিয়া গল্প করিতেছে, একজনের হাতে হুঁকা।

দলটা আসিতেই হুঁকা হাতে লোকটি ফিরিয়া দেখিয়া বলিল, "এই যে, এসে গেছেন এঁরা, শিবপুর থেকে তো? ওই পাশের ঘরটায় নিয়ে যাও। দক্ষিণে কোথায় গেল? জল দিক, চান টান করে নিন্।...উঃ, দুপুর গড়িয়ে গেল। কি করে হ'ল এত দেরি?"

রাজেন আগাইয়া একটা নমস্কার করিল, বলিল, "ইঞ্জিন বিগড়ে এই নিগ্রহ।"

গন্শা, ঘোঁৎনা প্রভৃতি সকলে আসিয়া একে একে নমস্কার করিল। ভদ্রলোক একবার সকলের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "সবাই এসে গেছেন আপনাদের? যান, ওপরে যান। নোনুকে পাঠিয়েছিলাম ষ্টেশনে, সে কোথায় গেল?"

নোনু গন্শার এক ঠাট্টাতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে। একজন ছোকরা বলিল, "তিনি বললেন—তোরা বৃন্দাবন সামলা, আমি মথুরা সামলাতে চল্লাম"—বলিয়া হাসিয়া উঠিল; আর সকলেও যোগ দিল।

ভদ্রলোকও একটু হাসিয়া বলিলেন, "বড্ড ফচকে হয়েছে

...ইঞ্জিন বিগড়ে এই নিগ্রহ

ওটা। নে, তোরাই তাহলে এদের দেখ্‌শোন একটু, যেন কোন কষ্ট না হয়। নিবারণদা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। ...নিন, আপনারা চান টান সেরে একমুঠো খেয়ে নিন। ঠাকুর, তোমার মাংসের যদি দেরি থাকে তো শাদামাটা যা হয় একটু ব্যবস্থা করে দাও। এমনিই খুব দেরি হয়ে গেছে।"

মাংসে মশলা দিয়া নাড়িতেছে। গোরাচাঁদ হ্রস্ব নিঃশ্বাসের সঙ্গে আঘ্রাণ লইতেছিল, শাদামাটা ব্যবস্থার নামে শঙ্কিত হইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "করুক ধীরে সুস্থে, খাওয়াটাই তো আসল নয়।"

[৫]

মাংসটা খুব ভাল রান্না হইয়াছিল, তায় মাথার উপর একটা অনিশ্চিত বিপদ ঝুলিতেছে, ইহারা মরিয়া হইয়া ফাঁসির খাওয়া খাইয়া লইল। গুরুভোজন, গাড়ির কষ্ট, সতরঞ্চির উপর বিছানা, শাদা ধপধপে ফরাস,—চাপা গলায় নানারকম আন্দাজ-আলোচনা করিতে করিতে ইহারা একে একে ঘুমাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। গন্‌শা, ত্রিলোচন আর রাজেনের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। ইহারা দুইজনে মুখোমুখি হইয়া শুইয়া আছে, ত্রিলোচন উঠিয়া বসিয়া একটা বিড়ি টানিতেছে। রাজেন বলিল, "আমার আন্দাজ যদি মিথ্যে হয় গন্‌শা তো

কি বলেছি—এর মধ্যে ঠিক দৈব কোন ব্যাপার আছে, শুনলি তো?—নিবারণবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন—বিশেষ করে!”

ত্রিলোচন বলিল, “সব বিয়েই তো আগাগোড়া দৈব।...”

বেলা পাঁচটার সময় আমার ফেলের খবর শুনে বাবা বললেন, ‘ওকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম।’ রাত নটার সময় বাবাকে আর পরে যিনি শ্বশুর হলেন তাঁকে শঙ্কর চাটুজ্যের ওখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে এলেন—দুজনেরই একটু একটু গোলাপী গোছের নেশা ধরে এসেছে। বাবা বললেন, ‘সে বেটাকে ত্যাজ্য পুত্তুর করেছিলাম—বেরিয়ে যায় নি তো?’ মা বললেন, ‘বালাই, তার শত্তুর বেরিয়ে যাক্, সে ওপরে ক্যারম খেলছে।’

“তখুনি ন্যায়রত্নমশাইকে ডাকা হ’ল, শ্বশুর নিজের হাতের আংটিটা খুলে আশীর্বাদ করে গেল।...বিয়ে বাপের হাতেও নয়, জেলার জজের হাতেও নয়”—বলিয়া ত্রিলোচন বিড়ি টানিতে লাগিল।

রাজেন বলিল, “আর, কারুর মামা যদি ভাবে, তার হাতে, তো তাও নয়।”

সকলে চুপ করিয়া রহিল একটু। শ্রুতিরোচক মন্তব্য শুনিয়া গন্‌শার মনটা চাঙ্গা হইয়া উঠায় গুন গুন করিয়া একটা গান ধরিল। গানটা যখন বেশ একটু জোর হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, ত্রিলোচনও সুটকেসটা টানিয়া তবলা সুরু করিয়া দিয়াছে, ঘোঁৎনা আসিয়া চৌকাঠের নিচে দাঁড়াইল—একবার

পিছনে আশে পাশে দেখিয়া লইল, একটু চাপা গলায় গন্‌শার টোন নকল করিয়া বলিল, "শুধু গানে হবে না, ঘুঙুর পর, না-ন্নাচও দেখাতে হবে।"

গন্‌শা বোধ হয় 'তাও পারি' বলিয়া রসিকতা করিতে যাইতেছিল, ঘোঁৎনা গম্ভীরভাবে আসিয়া পাশে বসিল, বলিল, "তোমাদের বিয়ে-বরযাত্রীর স্বপ্ন দেখবার জন্যে ঘুম আসছে, শম্মার তা আসে নি। নেমে পর্য্যন্ত গা ছম ছম করছিল আমার।...কেন বাবা, গরীবের ছেলে চাকরি খুঁজতে এসেছি, এত চব্যচুষ্যের ব্যবস্থা কিসের! গতিক ভাল নয় তো!... ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছুবি তো পৌঁছো একেবারে খাস জায়গায় —বড়বাবুর বাড়িতে..."

রাজেন প্রশ্ন করিল, "দেখা হল ?"

ঘোৎনা ঝাঁঝিয়া বলিল, "চুপ কর্ রাজেন, তার মরবার ফুরসৎ নেই, একদিকে ভিয়েন, একদিকে থিয়েটারের ষ্টেজ, একদিকে বরযাত্রীদের হাঙ্গামা..."

তিনজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "বরযাত্রী!"

ঘোৎনা বলিল, "তার মেয়ের বিয়ে হ'লে বরযাত্রী আসবে না তো একপাল পেটে-অন্ন-নেই চাকরির উমেদার আসবে ?...ওতোরপাড়া থেকে বরযাত্রী এসেছে ; জনাই থেকে সখের থিয়েটার পার্টি—এলো বলে, এইখানেই উঠবে, মোটরে আসছে ; কলকাতা থেকে খেমটা, আর শিবপুর থেকে ওরেয়িণ্টাল ডান্স পার্টি..."

ত্রিলোচন উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল, "এসেছে?"

ঘোঁৎনা বলিল, "হ্যাঁ, এই যে গল্পগুজব করছে।"

সকলে মিনিট দুই তিন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

বড়বাবু দলের মধ্যে যে-কোনটিকে বাছিয়া লইতে পারেন,—কে. গুপ্ত ঘুমের ঘোরে বোধ হয় কনে এবং চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল। ত্রিলোচন ঠেলা দিয়া বলিল, "কি 'পাশ করেছি—পাশ করেছি' করছেন মশাই, উঠুন, যা চাকরি পেয়েছেন এখন সামলান।"

গোরাচাঁদকেও তোলা হইল। সব শুনিয়া দুজনে বাকরুদ্ধ হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ঘুমের ঘোর কাটিয়া কথাটা যখন মাথায় ঢুকিল, গোরাচাঁদ হতাশ হইয়া বলিল, "আমায় ফেলে যাস নি, বড্ড খেয়েছি..."

ঘোঁৎনা বলিতে লাগিল, "এতক্ষণ দফা নিকেশ হয়েছিল। একপাল ছেলেছোকরা তোমাদের কাছে দু'একটা পা শিখে নেওয়ার জন্য ঝুঁকেছিল, রাজেনের উদয়শংকরা ঝুঁটি আবার সর্বনাশ করেছে কি না—কর্তাদের বলে কয়ে এদিকে কাউকে ঘেঁসতে দিই নি এতক্ষণ। বললাম, গত চারি রাত্রি থেকে সেরামপুর, দমদমা, রাণাঘাট আর মজিলপুরে বায়না খেটে সবাই আধমরা হয়ে রয়েছে, পা আর উঠছে না, একটু ঘুমুতে দিতে হবে; তাই এদিকে ভিড় নেই, নইলে..."

গনৃশা বিরক্তি এবং সন্দেহের সহিত বলিল, "বা-ববাজে বকিস নি ঘোঁৎনা, কি শুনতে কি শুনে এসে...একটা দলকে

বায়না করে এসেছে, কেউ চিনলে না যে, আমরা তারা নয়? গাঁ-গাঁজাখুরি ঝাড়তে এসেছিস্…"

ঘোৎনা বলিল, "তাহ'লে তুমি বড়বাবুর হাতে দরখাস্ত দেওয়ার জন্যে থাক, আমাদের যেতে দাও—আর যাবই বা কোথায়? ফেরবার গাড়ি নাস্তি।...যা বলছি শোন, ঘোঁৎনা অত কাঁচা ছেলে নয়, সে খোঁজও নিয়েছি। বায়না যে করে এসেছিল—সেই ব্যাটা নোনুর দাদা—এদের পানু-দা, সে এখনও ফেরে নি, চিনবে কে?—সে শিবপুরের দলকে রওয়ানা করে দিয়ে ওদিক থেকে জনাইয়ের দলকে মোটরে করে নিয়ে পৌছুবে—পৌছুল বলে।"

কে গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "তা'হলে শিবপুরের দল—মানে ড্যান্সিং পার্টি এল না কেন?"

গোরাচাঁদের মুখ শুকাইয়া আমসি হইয়া গেছে। খিঁচাইয়া বলিল, "থামুন মশাই, আপনি আর বোকার মত যা-তা জিগেস করবেন না ওরকম করে; আসেনি আমাদের কপাল ভেঙেছে বলে…তোরা তো পালাবি, আমার এদিকে পেট ফুলছে…"

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। এদিকটা খালি ছিল; চায়ের কেটলি, পেয়ালা, পবাতে করিয়া জল-খাবার প্রভৃতি লইয়া কতকগুলি লোক উপস্থিত হইল। জনাই থেকে যাহারা আসিতেছে তাহাদের ব্যবস্থা। এদেব সঙ্গে নোনু-দাকে কেন্দ্র করিয়া আবার ছেলেদেব দলও আসিয়া জুটিল একটা।

জায়গাটা সরগরম হইয়া উঠিল। নোনু বুকের উপর হাত দিয়া বলিল, "আবার আপনাদের বেঁকা-নোনু হাজির হয়েছে, চা'টার—চা এবং টার ব্যবস্থা করি একটু?"

ছেলেরা উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। মেজাজটা আরও খারাপ,—গন্‌শা একরকম রাগিযাই কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় গোটাতিনেক মোটর হর্ণ দিযা সামনের বাস্তায আসিযা দাঁড়াইল। নোনু ঘুরিযা দেখিযা বলিল, "জনাই এসে গেছে!" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটা উচ্চহাস্য ও কলরবের সঙ্গে 'জনাই এসে গেছে। জনাই এসে গেছে,' করিয়া হুড়মুড় করিয়া নামিয়া সেই দিকে ছুটিল।

রাজেন বলিল, "পানু-দা এসে গেল, উপায় এখন? দাঁড়িয়ে চোরেব মার খেতে হবে গন্‌শা! কি কবতে আসা, কি হতে চলল!"

গোরাচাঁদের সবচেয়ে আশঙ্কা, তাহাকে ফেলিযা সকলে পলাইবে; দাঁড়াইয়া মার খাওয়ার নামে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "বেশির বেশি ক' ঘা করে দেবে বলে তোর আন্দাজ হয রে রাজেন?"

বেহালা, ক্লারিওনেট, কর্ণেট প্রভৃতির বাক্স হাতে করিযা জনাইয়ের দল নামিযা আসিল। প্রায় জন ষোল সতের। মোটরেব শব্দ শুনিয়া কাজের বাড়ি থেকেও লোক আসিয়া জুটিযাছে। আদর অভ্যর্থনার মধ্যে প্রশ্ন হইল, "আমাদের পানু কোথায়?⋯ পানুকে দেখি না যে?..."

পাশের ঘর, বারান্দা সব ভরিয়া গেল—উঠান পর্যন্ত।

"জল গরম কর,...চা—চা...হাত পা ধোবার জল দিক..."

রীতিমত একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। রাজেন চাপা গলায় বলিল, "এই বেলা গন্শা! এই ভিড়ের মধ্যে..."

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। গোরাচাঁদ বলিল, "দৌড়ুতে পাবি না বলছি...তাহলে ফাঁস করে দোব...দেখ্ আমার পেটে টোকা মেরে, না বিশ্বাস হয়..."

কে উত্তর করিল, "পানুবাবু শিবপুরের ওরিয়েণ্টাল ড্যান্স পার্টিদের নিয়ে পেছনে আসছেন আর ট্যাক্সি তক্ষুণি পাওয়া গেল না বলে একটু আটকে গেলেন। বললেন..."

কয়েকটা কণ্ঠে অতিমাত্র বিস্মিত প্রশ্ন হইল, "শিবপুর! শিবপুরের তাঁরা তো..." কোণের ঘরের দিকে সকলে অগ্রসর হইল।

সবাই কাঠ হইয়া গিয়াছে; এক গন্শা ছাড়া। সে বেশ সহজভাবে বাহির হইয়া চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "পা-প্পানুদা কতক্ষণে পৌছুবে তাদের নিয়ে?"

কয়েকজন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "তাহলে... আপনারা?"

গন্শা অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "ক-ক্কজন মাত্র এসেছি আমরা, ফার্ষ্ট ব্যাচে। রাজেনবাবু, ঐ বাবরি—স্নেক ড্যান্স দেবেন; আমি ক্লারিওনেট, ত্রিলোচন তবলা..."

একটু গাঢাকা অন্ধকার হইয়াছে, তাহা না হইলে সকলেই
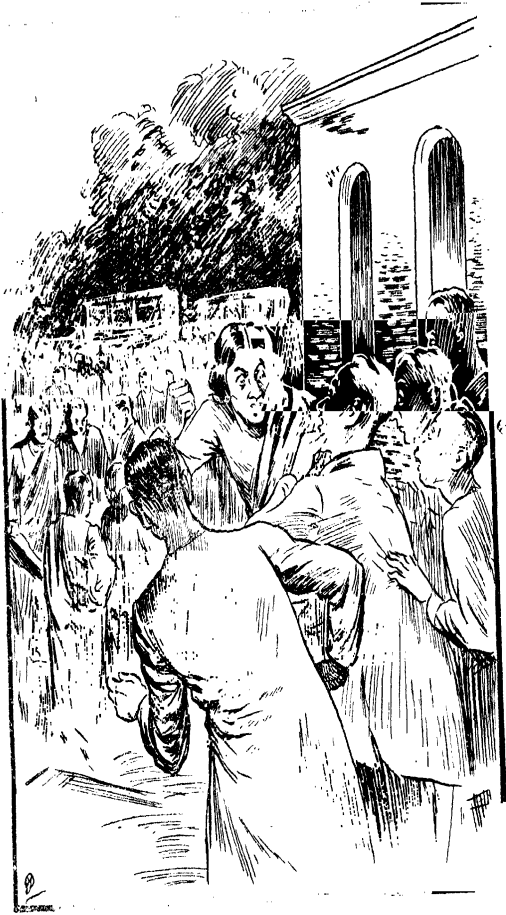
প্রায় মিনিট পনের কুড়ি পরে…(১৯০ পৃঃ)

দেখিত রাজেনের মুখটা একেবারে ছাইপানা হইয়া গেছে। তাড়াতাড়ি গন্‌শার কানের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আমি এবার চেঁচাব গন্‌শা, আমায় ফাঁসিয়ে দিলি,—ড্যানসিঙের 'ড'-ও জানি না।"

রাজেনের খাতির দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কয়েকজন উৎসুক-ভাবে প্রশ্ন করিল, "উনি বল্লেন কি ?"

গন্‌শা রাজেনকে একটা চুপ করিবার চিমটি কাটিয়া বলিল, "উনি বলছেন নী-নীলগিরি স্নেক্ ড্যান্সটা দেখাবেন আজ—ওইটেই ওঁর স-স্‌সবচেয়ে ভাল কিনা—মা-স্মাষ্টারপীস্।"

গোরাচাঁদ নিজের অনুকূলেও সবার একটা সহানুভূতি গড়িয়া লইবার জন্য আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আমি একটা মণিপুরী ড্যান্স দোব।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলিল, "আপনার যেরকম কাটামো মশাই, তাতে ভোজপুরী ড্যান্সেরই বেশি খোলতাই হ'ত।

একজন বয়স্থগোছের বলিল, "ও! আপনারা তা'হলে সবাই আসেন নি ?"

গন্‌শা বলিল, "আজ্ঞে না, কয়েকজন তখন ছুটি পেলে না; চাকরি আছে কিনা।"

"তা এ ব্যবস্থা মন্দ হয় নি,—পানু ওদের নিয়ে ঠিক সময়ে না আসতে পারলেও আপনারা চালিয়ে নিতে পারবেন।"

ঘোঁৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "বিলক্ষণ!...কত আসর মেরে এলাম, আর এ তো...একা রাজেনই..."

বাবরীওয়ালা নীলগিরি স্নেক্ ড্যান্স দিবার লোকটির পাযেব দিকে কয়েকজনের নজর গেল, থর থর করিয়া এত কাঁপিতেছে—প্রায় হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হইযা যাইতেছে। সকলে ভাবিল—সাধা পা, নাচের কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

প্রায় মিনিট পনের কুড়ি পরের কথা।

মোটর তিনখানা ভিড় থেকে সরিযা গিয়া খানিকটা দূরে সারি সারি দাঁড়াইয়া ছিল। ঘোঁৎনা, রাজেন প্রভৃতি ঘুবিতে ঘুরিতে আসিযা একে একে জড় হইল, সবশেষে গন্‌শা একটু হন্তদন্ত হইযা আসিযা প্রশ্ন করিল, "তোমাদের মধ্যে মা-ম্মাখন ড্রাইভার কাব নাম?"

মাঝের গাড়িটার ড্রাইভার সীটে হেলান দিয়া শুইযাছিল, উঠিয়া বসিযা বলিল, "আমি মাখন।"

গন্‌শা গাড়ির দুয়ারটা খুলিযা প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "শীগ্‌গির ষ্টার্ট দাও, জ-জ্জনাইয়ে ফিরে যেতে হবে। আসল জিনিষই সব ভুলে এসেছে।"

ঘোঁৎনা প্রভৃতির পানে চাহিয়া বলিল, "উঠে এস তোমরা, দে-দ্দেরি ক'রো না আর, সব হাতে হাতে সংগ্রহ করে নিতে হবে।...কি যে ফ্যাসাদ করে বসল!..."

গোরাচাঁদ বলিল, "ব্যাগটা রয়ে গেল..."

গন্‌শার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। গোরাচাঁদের উপব একটা উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল, "ও, তাও তো বটে ; তা আপনি ওটা একটু দয়া করে আগলানগে, এক্ষুণি তো আসছিই ফিবে!...কই দিলে ষ্টার্ট?"

ষ্টার্ট দেওয়া হইয়াছে, গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ফুট-ষ্টেপেব উপর লাফাইযা বলিযা উঠিল, "না, না, স্যুটকেস আর যাবে কোথায়? সব চেনাশোনা নিজের লোক..."

ওদিকে কে হাঁকাহাঁকি করিতেছে—"কৈ, শিবপুরের এঁরা সবাই গেলেন কোথায়?—মণিপুরী ড্যান্সের সেই ভদ্রলোক যে চা-জলখাবার নিযে আসতে বললেন...?"

মোটরেব মধ্যে গোরাচাঁদের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কয়েকজনের দাঁত কড়মড়ানির শব্দ হইল।

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। রাজেন আর ঘোঁৎনা ষ্টীমার ঘাটের রেলিংএ ঠেস দিয়া হাল্কা গল্প করিতেছে। কে. গুপ্তকে গন্‌শার খোঁজে পাঠান হইয়াছিল, আসিয়া বলিল, "দুপুরবেলা থেকে রামকেষ্টপুরে কোথায় কংসবধের পালা হচ্ছে, গন্‌শা দেখতে গেছে,—ওর মামাতো বোন বুঁচী বললে।"

এমন সময় দেখা গেল খানিকটা দূরে, ফোর্‌শোর রোডের প্রায় কাছাকাছি, গন্‌শা আর ত্রিলোচন নিতান্ত মন্থর আর নিস্পৃহ গতিতে এদিকে আগাইয়া আসিতেছে।

আসিয়া উভয়ে রাজেন-ঘোঁৎনার সামনাসামনি রেলিংএ হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

ঘোঁৎনা হাতের বিড়িটা গন্‌শার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "তোর মামাতো বোন বললে কংসবধ দেখতে গেছলি, কেমন করলে রে?"

গন্‌শা বিড়িতে একটা টান দিয়া আঙুলের একটা টোকা মারিয়া ছাইটা ঝাড়িয়া দিল, ধূঁয়া ছাড়িয়া মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "যাঃ, শুধু ধা-ধ্বাষ্টামো।"

ত্রিলোচন বলিল, "বাউয়াদের যাত্রা ছিল; ছোট লোকদের কাণ্ড—কংস-বেটা সত্যি সত্যি মদ টেনেছিল, ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে নিজের পার্ট ভুলে কেষ্টর ঘাড়ে এসা দুটো রদ্দা হাঁকড়ালে যে, দেন্ এগু দেয়ার দাঁতকপাটি। দুটো দল হয়ে গিয়ে জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠেছে।"

সকলে চুপ করিয়া রহিল।

ত্রিলোচন একটু পরে কতকটা অনুযোগ ও বিরক্তির স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "গন্‌শা বলে—আমি কংস ব্যাটাকে শায়েস্তা করব—অনেক কষ্টে টেনে এনেছি···তোর ও হাঙ্গামের মধ্যে যাওয়া কেন বাপু?"

কেন যে যাওয়া সকলেই জানে বলিয়া কেহ আর কোন রকম মন্তব্য করিল না। একটু পরে রাজেন বলিল, "কেউ যদি একটা ভাল সলাপরামর্শ দেয়, নিবিনি; খালি মামার ওপর চটলে চলবে কেন?"

সলার ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত শুধু গন্‌শা আর রাজেনের মধ্যে রহিয়াছে, ইহারা কেহ জানে না। ঘোৎনা প্রশ্ন করিল, "কি সলাটা, আমরা গরীবেরা শুনতে পাই না?"

রাজেন একবার গণেশের পানে চাহিল। গণেশ বলিল, "এতে লুকোবার আর কি আছে বু-ব্বুঝি না তো। মস্ত

বড় সলা, তার আবার ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়!...ওর মাথ
খারাপ হয়েছে, বলে..."

রাজেন চটিয়া গেল, ঘোৎনাকে সাক্ষী মানিয়া বলিল
"শোন্, তাহলে, কি মন্দটা বলেছি,—ভুবন মুখুজ্যে
নাতনীকে দেখেছিস্ তো?..."

ঘোঁৎনা এদিক থেকে গিয়া সামনের রেলিংএ ঠেস্ দিয়
দাঁড়াইল। বলিল, "সত্যিই তোর মাথা খারাপ হয়েছে রাজেন
পুঁটী তো?—দেখেছি, যেমন ছিরি তেমনি ছাঁদ, আ
এদিকেও তো গন্শার হেঁটুর বইসীও হবে না..."

কে. গুপ্ত বলিল, "পুঁটী নামটাও তো তেমন..."

গন্শা আর ঘোঁৎনা দুজনের কাছে থাবা খাইয়া রাজেন
অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, কে. গুপ্ত কথা ফেলিতেই একেবারে
ঝাঁঝিয়া উঠিল, "ফুটবল, হকি—এইসব গোঁয়াতুর্মি নিয়ে
আছেন, থাকুন মশাই, এসব ব্যাপারে মাথা গলাতে আসবেন
না। মেয়েদের সম্বন্ধে কি জানেন আপনি, শুনি? মনস্তত্ত্ব
কাকে বলে, বোঝেন? ঐ পুটীকে ঘুরিয়ে একটু পুটুরাণী
বলে ডাকুন দেখবেন চেহারা বদলে গেছে। ছেড়ে দিন মনস্তত্ত্ব,
আপনাদের কাটখোট্টার মাথায় ঢুকবে না ওসব সুক্ষ্ম জিনিষ
—আসুন, ছিরির কথাটাই ধরা যাক। আমাদের পাড়ার
শঙ্কর ঘোষের ভাইঝি,—সমস্ত ছেলেবেলাটা তাকে থেঁদী—
থেঁদী বলে কেউ আমলই দিলে না—মনে হ'ত ভুরু আর
ঠোঁটের মাঝখানে শুধু গালেরই রাজত্ব, কোথায় যে নাকছাবি

পরবে কারুর মাথায় আসত না। এখন দেখবেন চলুন, তার নাক দেখে তাক্ লেগে যাবে! ফুলস্কেপের দেড় পাতায় পদ্য লিখেছি মনে করবেন গুমর করছে—বস্তু না থাকলে কোথা থেকে ভাব আসে মশাই?—কই, আপনার নাক দেখে একছত্রও কেউ বের করুক তো!...পুঁটী!—ঐ পুঁটী যদি একদিন পটেশ্বরী না হয়ে দাঁড়ায় তো রাজেনের নামে একটা কুকুর পুষে রাখবেন।...হেঁটুবয়সী মানে?—কত বয়স হ'ল গন্‌শা তোর?"

ত্রিলোচন উত্তর দিল, বলিল, "গন্‌শার বাইস্ যাচ্ছে, আসছে মাসে তেইসে পড়বে।"

রাজেন বলিল, "আর বছর তিনেকের মধ্যে পুঁটী ষোলয় পৌঁছে যাচ্ছে। একটু বাঁকড়ি বাঁকড়ি, তাই ছোট দেখায়, এই তিন বছরের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখে নিও,—বেশি নয়, তিনটি বছর সবুর ধরে থাকা।"

ত্রিলোচন বলিল, "সে কথা রাজেন ভুল বলে নি। তা' ভিন্ন ষোলয় না পৌঁছোন পর্যন্ত তো তেরতেই আটকে থাকছে না—চৌদ্দয় উঠবে, চৌদ্দ থেকে পনেরয়। আর বাড়তির এই কটা বছর যত চোখের সামনে দিয়ে যায় ততই ভাল। আমি তো এই বুঝি।"

একটু বিরতি দিয়া বলিল, "গন্‌শা কি বলিস? না হয় ভেবেই বলিস'খন। পুঁটুরাণী তো পালাচ্ছে না।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আর একটা কথা, আমি ওদের জানি

কিনা, আমার মাসীর বাড়ির লাগোয়াই ওদের বাগান এসে পড়েছে ; পুঁটুকে যে বিয়ে করবে সেত মহাভাগ্যবান্, অনেক পুণ্যি করলে তবে গিয়ে অমন বাড়িতে সম্বন্ধ জোটে। ওর ঠাকুরদাদা, শালা ভুবন—মানে বেটা ভুবন মুখুজ্যে…”

ঘোঁৎনা হাসিয়া বলিল, “যেমন আরম্ভ করেছিলি—শালাই বল্‌না বাপু, সম্বন্ধ গুলিয়ে ফেলিস কেন? গন্‌শা হয় রাজি—আমাদের সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্কই তো দাঁড়াবে বুড়োর। এসা এসা ঠাট্টা চলবে যার সামনে ‘শালা’ তো পূজোর মন্তর!”

সবাই হাসিতে যোগ দিল, গন্‌শা পর্যন্ত—তবে একটু লজ্জিতভাবে। “যাঃ, তোদের খালি মস্কারা”—বলিয়া মুখটা জেটির দিকে ঘুরাইয়া লইল।

গোরাচাঁদের গলায় আর একটু জোর আসিল। বলিল, “হ্যাঁ, যা বলছিলাম—ভুবন মুখুজ্যের নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।”

সকলে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিল। গন্‌শা বলিল, “ভাগ্যির চোটে বাড়ির চারিদিকে কু-কুমোরের পোয়ান বসাতে হবে বল্!”

গোরাচাঁদ বিরক্তির সহিত বলিল, “শুনবি নি সব কথা ; আগে থাকতেই…এদিকে আট-হাতির বড় কাপড় পরে না, কিন্তু টাকার আণ্ডিল বুড়ো। কার জন্য যক্ষীর মত একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে চলেছে বল? ঐতো একটি

নাতনী? নাম করলে হাঁড়ি ফাটে, ক'রো না নাম; দাদা-শ্বশুরের নাম কেই বা জপ-মন্ত্র করে থাকে। আর ফাটবে মাটির হাঁড়িই তো? সেয়ানা ছেলের মতো নাতনীর সঙ্গে সম্পত্তিটি বাগিয়ে তুমি হাঁড়ি থেকে হাতা পর্যন্ত একটা সোনায় সেট গড়িয়ে নাও না—ফাটাক তো দেখি, কত বড় ওর নামের কেরামতি!"

ত্রিলোচন বলিল, "বরং যেমন শুনছি তাতে তো আমল পাওয়াই দায়। অত সম্পত্তি যখন, বুড়ো নিশ্চয় কোন উকিল, ব্যারিষ্টার বা কোন জমিদারের ছেলের উপর তাক্ করে আছে, গন্‌শা কি থৈ পাবে?"

বুদ্ধি বা মর্যাদার উপর আঘাত গন্‌শা কখনও সহ্য করিতে পারে না, তা' ভিন্ন তাহার মনে আর কি সব ভাব উঠিতেছিল তাহাই বা কে জানে? থৈ পাইবার কথায় ত্রিলোচনের পানে চাহিয়া বক্র স্বরে বলিল, "লে লে, চাই না তাই, নৈলে তোর উকিল ব্যারিস্টারকে এই ক-ক্কড়ে আঙুলে নাচিয়ে ছেড়ে দিতে পারে গন্‌শা!"

দলপতির সম্বন্ধে এ আস্থাটুকু সকলের আছে; কেহ বিরোধ করিল না।

রাজেন বলিল, "উকিল ব্যারিষ্টারের কথা জিগ্যেস করবে তো আমায় করো না, আমি কি না খোঁজ নিয়ে পেড়েছি কথাটা। বুড়ো বেশি লেখাপড়া জানা, কি বড়মানুষের ছেলের ধার দিয়েও যাবে না, তাহলে যে নাতনীটিকে ছাড়তে হবে।

ও চায় যেমন তুমি আমি এই রকম গোছের ছেলে, শ্বশুর-বাড়িতেই থাকবে, বিষয় সম্পত্তি দেখবে, বাড়াবে, ভোগ দখল করবে। বাড়ির সঙ্গে টান যত কম হয় ততই ভাল। মোটের ওপর গন্‌শাকে নিয়ে গিয়ে খালি বসিয়ে দেওয়া। কিন্তু গন্‌শা যে মেয়ে ছোট বলে রাজিই হচ্ছে না। অথচ বলছি আসলে মেয়ে তত ছোট নয়...”

ত্রিলোচন বলিল, “আমি একটা কথা বলি, দেখ্ গণেশ, যদি পছন্দ হয়।—বলছি গিয়ে জোট্, পুঁটুরাণীকে দেখ্, বুড়োরও ভাবগতিক বোঝ্। প্রাণ চায় লেগে থাকবি, না হয় কেটে পড়বি, বেঁধে তো রাখছে না কেউ।”

গন্‌শার মন ভিজিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ধরা দেবার পাত্র নয়। বলিল, “গরজ থাকে, ডাকে, যাব; সেধে যাওয়া গ-গন্‌শার কুষ্টিতে লেখেনি।”

রাজেন, ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচনের মধ্যে সাংকেতিক দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল।

ত্রিলোচন সব চেয়ে বড় ভক্ত, বলিল, “একবার পরিচয়টা পাক, তারপর কেমন না ডাকে দেখে নোব......”

কিছুক্ষণ পরে গন্‌শা একটা কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল। এদের পাঁচজনের মধ্যে অনেক রাত পর্যন্ত পরামর্শ হইল। ঠিক হইল সকলে মিলিয়া একবার পুঁটুরাণীকে ভাল করিয়া দেখিয়া আসিবে, তাহার পর ইতিকর্তব্য নির্ণয় করা।

কি করিয়া সবাই একে একে নিরুদ্দেশভাবে জুটিবে তাহারও একটা খসড়া দাঁড় করাইয়া লইল।

[২]

শিবপুর চ্যারিটেব্‌ল্‌ ডিস্‌পেনসারির সামনে দিয়া দুইটি রাস্তা দুইদিকে চলিয়া গিয়াছে। ডানদিকেরটি ধরিয়া খানিকটা গেলে একটি শিবমন্দির পড়ে। মন্দিরের পাশ দিয়া একটি সরু রাস্তা বিসর্পিত গতিতে ভিতরের দিকে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। জায়গাটি কতকটা পাড়াগাঁ গোছের এবং সদর শিবপুর থেকে এত আলাদা রকমের যে বড় রাস্তায় যে সহুরে ভাবটি লইয়া চলিতেছিলাম, মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা উবিয়া গিয়া মনে হয় যেন কোথায় আসিয়া পড়িলাম।

স্থানটি দোষে-গুণে মিশান। খানাডোবা, আগাছার জঙ্গল, ছোটবড় ফলের বাগান প্রভৃতিতে মশা, কবি দুই-ই উৎপন্ন করে।

রাজেনের বাড়িটা এইখানে।

খানিকটা আগাইয়া ডানদিকে ঘুরিলে গোরাচাঁদের মাসীর বাড়ি। এই বাড়ির দেওয়ালের পিছন থেকেই ভুবন মুখুজ্যের বাগান সুরু হইয়াছে। বেশ বড় সম্পত্তি; মাঝখানে একটা পুকুর আছে। পুকুরে, খানিকটা খানিকটা বাদ দিয়া কঞ্চি, বাঁশের আগালে—এই সব ফেলা। চুরি করিয়া কেহ জাল

ফেলিলে তাহাকে মাছ এবং জাল এই উভয়ের মায়াই ছাড়িতে হইবে।

ভুবন মুখুজ্যে বলেন, "আমাব জালের জন্যে জাল ফেলা আছে।"

প্রচুর মাছ, লোকে তাহাদের চঞ্চল গতিবিধি দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পাছে কোন মূঢ কঞ্চিব তাৎপর্য ভুলিয়া যায় এইজন্য পুকুরের ধারেই একটা গাছের ডালে একটা ছেঁড়া জালের ফালি টাঙান আছে। লোকে কাক মারিয়া যেমন তাহার ডানা টাঙাইয়া রাখে কতকটা সেই রকম।

এইটুকু ভুবন মুখুজ্যের নিজের মাথা থেকে বের করা।

বাগানের পাশেই একটা খানা, জঙ্গলে ঢাকা; বর্ষার সময় বাহিরের সঙ্গে পুকুরটার যোগাযোগ রক্ষা করে।

ভুবন মুখুজ্যেব নিজের বাহিরেব সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। নিজের কোথাও যাইবার গরজ নাই, কেহ আসিলে আড় চোখে দেখিযা আলাপ সুরু করেন; যে ভাল মনে আসে, দ্বিতীয়বার আসা পছন্দ করে না, যে কোন উদ্দেশ্য লইয়া আসে, বোঝে দ্বিতীয়বার আসায় কোন ফল নাই।

পরের দিন সকাল বেলার কথা। ভুবন মুখুজ্যে নাতনীর একটা পাছাপেড়ে শাড়ি পরিয়া হুঁকা হাতে বাগানে পায়চারি

করিয়া বেড়াইতেছেন, গোরাচাঁদ মাসীর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বেড়ার পাশের সরু রাস্তাটা ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেল। অনেক দূরে দৃষ্টির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল, মাথা হেঁট করিয়া কি ভাবিল, বুড়ো আঙ্গুলটা একটু তুলিয়া নিজের মনেই বলিল, "ইস্, কচু ভয়টা আমার!" ফিরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। রাস্তার ধারেই ভুবন মুখুজ্যের বাগানের বাঁশের ফটকটা। ঠিক সামনে আসিয়া গতিবেগ একটু কমাইল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার আরও বাড়াইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

মাসীর বাড়ির বাহিরের রকে রাজেন, ঘোৎনা, ত্রিলোচন, আর কে. গুপ্ত বসিয়াছিল।

গোরাচাঁদের ভগ্নদূতের মত ধরণধারণ দেখিয়া রাজেন প্রশ্ন করিল, "ফিরে এলি যে?"

গোরাচাঁদ বলিল, "না, ফিরলাম কৈ? ফটক খুলে সেঁদুতে যাব এমন সময় মনে পড়ে গেল বেরুবার সময় জলতেষ্টা পেয়েছিল।...দাঁড়া, খেয়ে আসি।"

একটু পরে উগ্র ঝাল খাওয়ার টানা উস্ উস্ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল।

ঘোৎনা বলিল, "লবঙ্গ খেয়ে দম করে নিলি বুঝি? তুই আবার তারে-বাড়া ভীতু। ভারিতো একটা মানুষের সঙ্গে আলাপ জমান!—দেখিস যেন সেবারের মত ভেস্তে দিস্ নি।"

গোরাচাঁদ অপবাদটুকু সম্বন্ধে কিছু উত্তর দিল না। "দেরি

করিস নি যেন” বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। ভুবন মুখুজ্যে রাস্তার দিকে পিছন করিয়া পুকুরে কি একটা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, গোরাচাঁদ সন্তর্পণে ফটক খুলিয়া একরকম পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া একটু পিছন ঘেঁসিয়া পাশটিতে দাঁড়াইল। একটু গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, “মাছ দেখছেন বুঝি?”

একটু আড়ে দেখিয়া লইবার পর উত্তর হইল, “হ্যাঁ, এই একটু দেখছিলাম।” হুঁকায় গোটাকতক টান এবং আর একটা বক্রদৃষ্টির পর প্রশ্ন হইল, “দরকার আছে?”

গোরাচাঁদ এতটা রূঢ়তা প্রত্যাশা করে নাই। সামনে আগাইয়া আসিয়া দরাজ কণ্ঠে বলিল, “আজ্ঞে না, আমাদের কিছু দরকার নেই। আর মাছ না তুলে পুকুরে থাকে সেই ভাল...ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—দেখলে এত আনন্দ হয়...”

হুঁকার টানের ফাঁকে প্রশ্ন হইল, “মাছের কথা নয়, বলছিলাম—আমার সঙ্গে কোন দরকার আছে?”

গোরাচাঁদ চুপ করিয়া গেল। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, “আজ্ঞে না, কাজই যে সর্বদা থাকতে হবে তার মানে কি? এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। পাশের বাড়িতেই অষ্টপহর রয়েছি, অথচ আপনার মত একজন প্রবীণ আর গণ্যিমাণ্যি...”

আড় চোখে একবার দৃষ্টিপাত হইতে যেন খেই হারাইয়া চুপ করিয়া গেল।

হুঁকার গুড়ুক গুড়ুক শব্দ চলিয়াছে। প্রশ্ন হইল, “এইখানেই বাড়ি বুঝি? তা বেশ। কার বাড়ি? তোমায় যেন দেখেছিও এর আগে?”

গোরাচাঁদের লুপ্ত উৎসাহ আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, “আজ্ঞে, দেখবেন বৈকি, ঐ যে সামনেই বাড়ি...”

“না, দেখেছি মানে—এইমাত্র তুমিই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করছিলে না?”

গোরাচাঁদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া জিভ দিয়া ঠোঁট ভিজাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল। একটু নড়াচড়া করিলেও জড়তাটা কাটে, তা ঠায় একভাবে দাঁড়াইয়া তামাক টানিতেছে। গোরাচাঁদ বিনাদোষেও যেন কয়েদীর মত আড়ষ্ট!...একটাও কিছু কথা বলুক লোকটা...

প্রশ্ন হইল, “সামনের এই বাড়ি?”

গোরাচাঁদ উৎসাহের সহিত বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ যে খোলা জানালা। ঐ জানালা থেকে প্রায় রোজই বসে বসে আপনাকে দেখি, একটা না একটা কাজ নিয়ে রয়েছেন। কেমন একটা ইয়ে আসে—মানে, ভক্তিই বলতে হবে—ভাবি যাই, আবার মনে হয়, ব্যস্ত আছেন...”

“আমাদের মধুর বাড়ি?—এক নম্বর নচ্ছার ছেলেগুলো—জামরুলের ডালটা গিয়ে পড়েছে—তা, একটা জামরুল যদি গেরস্তর ঘরে ওঠে। কখন ধরতে পাই না, নৈলে...”

গোরাচাঁদ কোঁচার খুঁট তুলিয়া কপালের ঘাম মুছিল। অনেকক্ষণ কোন কথাই যোগাইল না মুখে। তাহার পর একটু বুদ্ধিবৃত্তি গুছাইয়া লইয়া বলিল, "আমার নিজের বাড়ি নয় কিনা, বারণ করি—বলি—গাছের ফল গাছে থাকলেই শোভা, কথাই শোনে না! মাসীমার সেজ ছেলেটা আবার..."

"ও, তোমার মাসীর বাড়ি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেজ মাসীর। যাওয়া-আসা একেবারেই নেই। আমার বাড়ি শিবপুরে সেই ট্রাম ডিপো পেরিয়ে—একরকম রামকেষ্টপুরও বলতে পারেন। ন'মাসে ছ'মাসে কখনও ফুরসুৎ হ'ল, একবার চলে এলাম, আবার মাসীমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে নিয়ে, টুপ করে..."

"ও তোমারই নাম গোরাচাঁদ বুঝি?"

এ যেন প্রায় বজ্রাঘাতেব মত। গোরাচাঁদ একেবারে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে আসিলে জামরুলের খরচটা বাড়িয়া যায়, যশের মূলে নিশ্চয় এই নিদারুণ তত্ত্বটুকু রহিয়াছে।—মাসতুতো ভাইয়েরা বে-কায়দায় পড়িয়া কখনও ফাঁস করিয়া দিয়া থাকিবে যে, তাহাদের জামরুল-অভিযান গোরাচাঁদ নামক তাহাদের কোন মাসতুতো ভাইয়েরই প্ররোচনায়।

একে গলা শুকাইয়া আছে, তাহাতে লবঙ্গ চিবাইয়া আসিয়াছিল, যেন একখানি শুকনা কাঠ হইয়া গেছে।

একবার মনে হইল সরিয়া পড়ে, কিন্তু এমন জায়গায় কথাবার্তাটা আসিয়া থামিয়াছে যে, যাওয়াটা একেবারে বেখাপ্পা হইয়া পড়ে।

অস্বস্তিভাবে এদিক ওদিকে চাহিতে দূরে মাসীর বাড়ির নিকট একটি কামিনী ঝাড়ের আড়ালে দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া গেল,—রাজেন নিজেকে যথাসম্ভব গোপন করিয়া ঝাঁকড়া চুল আর আঙুল নাড়িয়া ইসারা করিতেছে। এমনভাবে এক একবার নিজের বুকে আঙুল কয়টা ঠেকাইয়া হাতটা সামনে বাড়াইতেছে—বেশ বুঝা যায় শুধু জানিতে চায় সময়টা আসিবার অনুকূল কিনা। গোরাচাঁদ ফাঁপরে পড়িল। তাহার একলারই অবস্থা যা দাঁড় করাইয়াছে, রাজেন আসিলে তো ব্যাপার আরও সংগীন হইয়া পড়িবে। ওরা ভাবিতেছে গোরাচাঁদ জমাইয়া লইয়াছে, আসিয়াই প্ল্যান মত আলাপ সুরু করিয়া দিবে। এদিকে যে সবই উল্টা পথে চলিয়াছে, জানিতেও পারিবে না। অথচ বারণ করা যায় কি করিয়া? শুধু তো তাহাই নয়, যেমন সবেগে ইসারা করিতেছে দৈবযোগে মাথাটা একটু ঘুরাইলেই বুড়োর নজরে না পড়িয়া উপায় নাই। এদিকে যেমন আড়চোখের খেলা দেখিল হাতটা একটু উঁচু পর্যন্ত করিতে সাহস হইতেছে না। ঘামিয়া উঠিতেছে। ইষ্ট নাম জপ করিতেছে।

এমন সময় ইষ্টদেবতা একটু সুযোগ করিয়া দিলেন বলিয়া মনে হইল। তাহারা পুকুরের প্রায় কিনারাটিতে দাঁড়াইয়া

ছিল, উপরের আম গাছ থেকে একটি আধপাকা আম টুপ করিয়া ঢালুর মাথায় পড়িয়া নিচের খড়ের বনের মধ্যে গড়াইয়া গেল। "নাঃ, আর থাকতে দেবে না একটাও, কাকে পর্যন্ত পেছনে লেগেছে"—বলিয়া বাঁ হাতে হুঁকাটি লইয়া ভুবন মুখুজ্যে নামিয়া খুঁজিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদ আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট করিল না। যাহাতে বুড়ো আর রাজেন দু'জনের উপরই নজর থাকে এইভাবে অল্প একটু তেরছা হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবলবেগে হাতমুখ নাড়িয়া ইসারা সুরু করিয়া দিল।...ফ্যাসাদ হইয়াছে, যেটা ফিরিয়া যাইবার ইংগিত—সেটাকে রাজেন আগাইয়া আসিবার জরুরি তাগাদা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে,—পা বাড়াইয়াছে। গোরাচাঁদ একবার চকিতে ফিরিয়া দেখিল,—না,—আম এখনও পাওয়া যায় নাই, গভীর মনোযোগের সহিত খোঁজ চলিতেছে। গোরাচাঁদ এত বেশি মুখ নাড়িল যে, তাহার মধ্যে আওয়াজ থাকিলে পাড়াটা ফাটাইয়া দিত। রাজেন বুঝিতেছে না, তবে একটু যেন সন্দেহের ভাব আসিয়াছে। কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে।...মাথা নিচু করিয়া কি যেন ভাবিতেছে।...সন্দেহটা কাটিল, একবার ঘুরিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি আবার কামিনী ঝাড়ের আড়ালে অন্তর্হিত হইল।

আমটা পাওয়া গেল। ভুবন মুখুজ্যে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া ডান হাতের আমটা বাঁ হাতে লইলেন এবং বাঁ হাতের

গোবাচাঁদ এত বেশি হাত নাড়িল

হুঁকাটা ডান হাতে লইয়া আবার ঠিক পূর্ব্ববৎ পুকুরের দিকে মুখ করিয়া হুঁকাটা টানিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদ খুব সন্তর্পণে একবার দূরে কামিনী ঝাড়ের দিকে চাহিয়া লইল। অতি সামান্য যা' একটু ঘাড়টি ঘুরাইয়াছিল আবার সোজা করিয়া লইয়া বলিল, "বাঃ, আমটা তো দেখছি খুব..."

বলিতে যাইতেছিল, "চমৎকার," কিন্তু প্রায় অর্দ্ধেকটা কাকে-খাওয়া দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

প্রশ্ন হইল, "ছেলেটি কে ছিল ?"

গোরাচাঁদের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বলিয়া ফেলিল, "দেখিনি তো—কোন্ ছেলেটি ?"

ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকার শব্দ হইতেছে। গোরাচাঁদের বুকে যেন কে হাতুড়ি পিটিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে উত্তর আশঙ্কা করিতেছে, "যাকে তুমি ইসারা করছিলে।"—ঢালুর নিচে ছিল, মাথাও ঘোরায় নাই এতটুকু, কিন্তু এটা ঠিক যে, সামান্যও কিছু বাদ যায় নাই বুড়োর নজর থেকে।...গোরাচাঁদ মিথ্যাটাকে আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে দিতে সাহস করিল না, একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "ও আপনি বুঝি রাজেনের কথা বলছেন ?"

প্রশ্ন হইল, "রামজয়ের ভাইপো বুঝি ? ফিরে গেল কেন" ?

গোরাচাঁদ সুরে সুর মিশাইয়া দিল, "হ্যাঁ, ফিরে যাবার কি দরকার ছিল ?—এত করে ডাকলাম..."

আর কোন প্রশ্ন হইল না। গোরাচাঁদ নিজের অন্তরের অস্বস্তিতেই বলিল, "বোধ হয় মাসীমার বাড়ীতে আমায় খুঁজতে এসেছিল, একলা পড়ে গেছে বেচারি।"

এমন সময় পিছনে যেন কয়েকজনের ধাক্কা খাইয়া রাজেন কামিনী ঝাড়ের আড়াল থেকে ছিটকাইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোরাচাঁদের নজর না পড়িয়া উপায় ছিল না। ভুবন মুখুজ্যে কিন্তু একদৃষ্টে একটা শোলমাছের ঝাঁকের পানে চাহিয়া তামাক টানিতেছিলেন। সেইরূপভাবে অবিচলিত থাকিয়াই বলিলেন, "একলা মনে হচ্ছে না তো।"

গোরাচাঁদ বলিল, "বোধ হয় আসতে গিয়ে হোঁচট লেগেছে বেচারির।"

আর ঢাকা দেবার কোন উপায় নাই দেখিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "আমায় খুঁজছিলি বুঝি?—আমি হেথায় রে রাজেন—হোঁচট খেলি তো? যেমন অসাবধান!"

ভুবন মুখুজ্যের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "আমায় দেখতে পায় নি আর কি, ভেবেছে কে না কে গল্প করছে আপনার সঙ্গে।"

রাজেন কামিনী ঝাড়ের দিকে একবার কটমট করিয়া চাহিয়া নজরটা ফিরাইয়া লইল।

গোরাচাঁদের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বিস্ময়ে সমস্ত শরীরটা একটু গুটাইয়া লইল। প্রশ্ন করিল, "আরে আমাদের গোরাচাঁদ নাকি?—তুই এখানে?"

তামাকের টান সেই একই রকম নির্বিকার ভাবে চলিতেছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

গোরাচাঁদ একটু জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি ভুবন ঠাকুরদা দাঁড়িয়ে, ভাবলাম একটু দেখা করে যাই...আমাকে খুঁজছিলি নাকি ?"

চোখের একটু ইসারা করিল।

রাজেন অগ্রসর হইয়া ফটকটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "খুঁজছিলাম এখন থেকে নয়। সেজমাসীমার বাড়িতে ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছি..."

গোরাচাঁদ চোখের উগ্র রকম ইসারা করিল, খুব বড় রকম একটি ভুল করিয়া ফেলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া রাজেন সামলাইয়া লইবার ভঙ্গিতে বলিল, দু'ঘণ্টা না হোক প্রায় পনের মিনিট তো নিশ্চয়। তা কেউ কিছু বললে না তো।"

ভুবন মুখুজ্যে একবার আড়চোখে গোরাচাঁদের পানে চাহিলেন, প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কতক্ষণ হ'ল এসেছ মনে হয় ?"

আবার সামনের দিকে চাহিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদের মুখটা শুকাইয়া গিয়াছিল, রাজেনের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "দুৎ, এই তো আমি মিনিট দশেকও আসিনি ওখান থেকে..."

রাজেন ঘাবড়াইয়া গিয়া পূর্বাপর আর কোন মিলই রাখিতে পারিল না, বলিল, "তা'হলে বোধ হয় মিনিট পাঁচেক

হবে এসেছি; 'হাঁা ঠিকই তো—পৌঁছতেই ঢং ঢং করে আটটা বাজল, আসবার সময় দেখি অটটা পাঁচ হয়েছে।”

একটু দূরে পিছনের কোন একটা বাড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল।

কেমন যেন সুর কাটিয়া গেল, অনেকক্ষণ আর কোন কথা হইল না। শুধু রাজেন ইঙ্গিত করিবার জন্য কয়েকবার গোরাচাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। আড়-চোখের আতঙ্কে গোরাচাঁদ একেবারেই চাহিল না।

শেষে ভুবন মুখুজ্যেই কথা কহিলেন; প্রশ্ন করিলেন, “তা কি করা হয় তোমাদের বাপু?”

গোরাচাঁদ আর রাজেন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। গোরাচাঁদ উত্তর করিল, “আজ্ঞে চাকরি খুঁজছি আজকাল।”

প্রশ্ন হইল, “এ বনবাদাড়ে কোথায় পাবে?”

গোরাচাঁদ আর রাজেন আবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। রাজেন একটা ইসারা করিল যাহার অর্থ বোধ হয়—“চল্ সরে পড়া যাক্।”

গোরাচাঁদ খুব সূক্ষ্মভাবে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, “আর ঐ সঙ্গে স্বার্থত্যাগ, গ্রাম সংস্কার, বড় যোগটোগ হ'লে ভলন্টিয়ারী...”

রাজেন বলিল, “এক কথায় সেবাধর্ম বল্ না।...

আমাদের একটা সেবাদল আছে কিনা, গণেশ তার প্রেসিডেণ্ট গোরাচাঁদ সেই কথাই বলছে।”

ভুবন মুখুজ্যে প্রশ্ন করিলেন, “দলের সবাই এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াও বুঝি—কে জলে ডুবল, কার ঘর পুড়ল এই সব হাতড়ে হাতড়ে?”

রাজেন বিমূঢ়ভাবে গোরাচাঁদের পানে চাহিল। গোরাচাঁদ উত্তর করিল, “আজ্ঞে না, এমনি সবাই নিজের নিজের ধান্দায় ঘুরে বেড়াই। কোন শুভকাজে দরকার পড়লে একত্র হই, তারপর…”

রাজেন পূর্ণ করিয়া দিল, “তারপর আবার কাজ সারা হয়ে গেল যে যার চাকরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করি!”

“আজ কোন দরকার আছে বুঝি?”

গোরাচাঁদ কথাটা যে কোথায় যাইতেছে বুঝিয়াছিল, কোন উত্তর দিল না; রাজেন বলিল, “আজ্ঞে না, আজ তো এমনি ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি গোরাচাঁদ দাঁড়িয়ে...”

প্রশ্ন হইল, “তবে কামিনী ঝাড়ের আড়ালে দলের ওরা কি করছে?”

ভুবন মুখুজ্যে যে কতটা জানেন রাজেনের জ্ঞান ছিল না। খুব নিরীহ মিথ্যাচারের সঙ্গে বলিল, “কৈ, সেখানে তো কেউ নেই।

গোরাচাঁদের অবস্থা চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে, একটু

শাসনের কণ্ঠে বলিল, "আছে বোধ হয় কেউ, ভুবন ঠাকুরদা বিচক্ষণ মানুষ, তিনি কি না দেখেশুনেই বলছেন ? দাঁড়া, দেখে আসি..."

রাজেন বুঝিল গোরাচাঁদ পালাইতে চায়। বলিল, "বাঃ, আমি যে এই মাত্র এলাম ওখান থেকে। বেশ, না বিশ্বাস হয় দু'জনেই দেখে আসি চল্..."

এমন সময় একটু যেন ঠেলা খাইয়াই কে. গুপ্ত কামিনী ঝাড়ের বাহির থেকে রাস্তায় দাঁড়াইল। একবার তাড়াতাড়ি এদিকে চাহিয়া আবার চলিয়া যাইতেছিল, গোরাচাঁদ হাঁক দিল, "কাকে খুঁজছেন ? আমরা এখানে।"

রাজেন বলিল, "ভুবন ঠাকুরদার সঙ্গে গল্পসল্প করছি।"

কে, গুপ্ত কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হইয়া গেছে। রাজেন বলিল, শুনতে পায়নি, দাঁড়া ডেকে নিয়ে আসি।"

পা বাড়াতেই দেখা গেল, ঘোৎনা আর ত্রিলোচন কামিনী ঝাড়ের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পিছনে কয়েদীর মত মাথা নিচু করিয়া কে, গুপ্ত একবার মাথাটা তুলিয়া নিম্ন কণ্ঠে কি একটা যেন বলিয়া আবার নিচু করিয়া লইল। ঘোৎনা হাকিয়া বলিল, "তোরা এখানে ? আর আমরা..."

পাছে আবার "দু-ঘণ্টা"র হাঙ্গামাটা আনিয়া ফেলে সেই ভয়ে রাজেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এই মাত্র খোঁজ নিচ্ছিলি বুঝি ? আমি তো এক্ষুনি ওখান থেকে এলাম কি না...পাঁচ মিনিটও হয়নি।"

ভুবন মুখুজ্যে খুক্ খুক্ করিয়া দুইবার কাসিলেন। তাহার পর আবার হুঁকায় সেই একঘেয়ে শব্দ সুরু হইল।

ত্রিলোচন ঘোঁৎনা, আর কে, গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে উদ্দেশ্যে লইয়া আসা, তাহা সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা লক্ষ্য হইতেছে না। তাহা ভিন্ন পুটুরাণীর দেখা হওয়া তো পরের কথা, বুড়োর হাত থেকে পরিত্রাণ পাইলে বাঁচে। যাইতে কোন বাধা নাই, অথচ যাইবারও কোন উপায় নাই। প্রতি কথাতেই প্রবঞ্চনার প্রমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। ত্রিলোচন, ঘোঁৎনা আর কে, গুপ্ত আসিল, আরও বাড়িবে। কি ব্যাপার এখানে তাহারা তো জানে না; নিশ্চিন্ত মনে কথা কহিয়া যাইবে।

গোরাচাঁদ ঘোঁৎনার পানে চাহিয়া সহজ ভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, "তা হঠাৎ খুঁজতে বেরিয়েছিস কেন?"

চোখের একটি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "ওঃ, বুঝেছি, সেই ব্যাপারটা?...চল, আয় রে রাজেন।"

ভুবন মুখুজ্যের পানে চাহিয়া বলিল, "আমাদের সেবাসংঘের একটা ভয়ানক দরকারী কাজ পড়ে গেছে, আর দাঁড়াতে পারলাম না।"

রাজেন বলিল, "লাগছিল কিন্তু চমৎকার। জায়গাটি বড্ড মনোরম কিনা।"

গোরাচাঁদ তাহার দিকেই চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল

"আর ভুবন ঠাকুরদার সম্বন্ধটা বুঝি কিছু নয়? মনে হয় না পাশটি ছেড়ে কোথাও যাই, ফুরসুৎ পেলেই আবার এসে আবদার করব ঠাকুরদা।"

ফটকের কাছে আসিয়া কে, গুপ্ত নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "কৈ, পুঁটুরাণীকে দেখা হ'ল না তো?"

গোরাচাঁদ নিম্নস্বরেই একটু ঝাঁঝিয়া বলিল, "শখ থাকে তো যান না মশাই, দেখুন গে না।...মাঝে পড়ে আমার মাসীর বাড়ি আসার দফা নিকেশ হ'ল। কে জামরুল খাবে আর কার বদনাম!..."

[৩]

ইহারা চলিয়া গেলে ভুবন মুখুজ্যের হুকার টান আরও অধিক দ্রুত হইয়া উঠিল। একটু পরে মাথাটা অল্প সঞ্চারিত করিয়া নিজের মনেই বলিলেন, "নাঃ, কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো। অমন করে এক এক করে জুটলই বা কেন, আবার হঠাৎ চলেই বা কেন গেল?"

কলকেয় টোকা দিতে গিয়া দেখিল, অনেক পূর্বেই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

ভুবন মুখুজ্যের তামাকের বাজেট যে ঢালোয়া এমন নয়, তবে আপাতত আর এক ছিলিম না হইলে নয়। একটা সমস্যা পড়িয়া গেছে, তাহার কিনারা করা দরকার।

বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এমন সময় দেখা গেল বই-শ্লেট হাতে নাত্‌নী স্কুল থেকে ফিরিতেছে। গতিতে বেশ খানিকটা উৎসাহের ভাব লক্ষ্য করিয়া ভুবন মুখুজ্যে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

পুঁটু ফটক খুলিয়া প্রবেশ করিতে করিতেই প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ দাদু, গোরাচাঁদদাদা আর ওদের দলের ওরা সব কেন এসেছিল ?"

প্রশ্ন হইল, "তুই টের পেলি কি করে ?"

মেয়েটি একটু বেশি রকম মুখফোঁড়, শুধু ঠাকুরদাদা আর ঠান্‌দিদি অভিভাবক হইলে যেমনটি হইবার কথা। বলিল, "ওমা, দেখলাম যাচ্ছে, গোরাচাঁদদাদা বল্লেও যে, 'পুটুরাণী, তোমাদের ওখান থেকে আসছি—কত আম আর জামরুল সাবাড় করে দিয়েছি।' আমিও হটবার মেয়ে কিনা, বললাম, 'তাহলে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আসতে সবাই, যা ঠাকুরদা আগলে বসে আছে!'...চুপ করে থাকব কেন দাদু ?"

ভুবন মুখুজ্যে অন্যমনস্কভাবে হুঁকার ছিদ্রপথে মুখটা বসাইয়া বলিলেন, "হুঁ...ওদের আবার একটা দল আছে নাকি ?"

পুঁটু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ওমা, তোৎলা গণেশের দল আছে, শিবপুরে কে না জানে ? কাউকে বলো না ওকথা যেন আর দাদু, হাসবে।"

ভুবন মুখুজ্যে কপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "এতদূর ! দলের কাজটা কি শুনি ?...

পুটু বলিল, "অনেক কাজ, কি কাজ নয় তাই জিগ্যেস করো। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—হেন কাজ নেই, যা ওদের দল জানে না। এবার আমাদের সরস্বতী পূজোটা ওরাই তো জমিয়ে রেখেছিল। পাখী, জানোয়ারের ডাক, কতরকম ম্যাজিক—রুমালে তোমার টাকা বাঁধা, রুমাল রৈল পড়ে, টাকা নেই; তারপর ছোরা নিয়ে লড়াই, লাঠি ঘোরান ...ও দাদু, বড্ড মনে পড়ে গেল, তোমায় বলিনি আগে..."

পুঁটু একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসির মধ্যেই ছাড়িয়া ছাড়িয়া বলিয়া চলিল, "লাঠি খেলা দেখালে তোৎলা গণেশ নিজে দাদু...প্রথমেই তো এত বড় এক নেকচার, 'আপনারা ম-ম-ম-ম্মনে করেন না-না-না-ন্নাঠির কোন খ-খ-খ-ক্ষমতা নেই—' ও দাদু, নেকচার শুনব কি, হেসে আমরা নুটোপুটি খেয়ে যাচ্ছি..."

পেটে বই-শ্লেট চাপিয়া পুঁটু প্রায় লুটোপুটি খাইবার দাখিলই হইল, তাহার পর আবার সামলাইয়া লইয়া কতকটা অভিনয়ের ভঙ্গিতে আরম্ভ করিল, "এমন সময় আমাদের সেক্রেটারী বুড়ো উঠলেন, 'আমি দেখে অত্যন্ত—অত্যন্ত... কি একটা কথা বললে দাদু, মনে পড়ছে না...দেখে অত্যন্ত... তাই হচ্ছি যে আমাদের স্কুলের মেয়েরা ভব্যতা কাকে বলে জানে না। শ্রীমান গণেশ বাবাজীবন আমাদের অতিথি, আজ দয়া করে আমাদের চিত্ত'—চিত্ত...বিনাশন কি বিভীষণ, কি একটা বললে দাদু, আমার মনে পড়ছে না...যাক,

প্রথমেই তো এত বড় এক নেকচার…

তারপরে তো আমাদের গণেশ বাবাজীবনের লাঠি খেলা আরম্ভ হল। সে মদ্দাত্ত যদি দেখতে!—একবার সামনে এগিয়ে আসে, একবার পেছনে নাপিয়ে যায়, কতরকম মুখ করে, কতরকম শব্দ!...তারপর আরম্ভ করলে লাঠি—একটু করে ঘোরাতে ঘোরাতে শেষকালে এত জোর হয় যে, ভাল করে দেখাও যায় না লাঠিটা। সেক্রেটারী বুড়োর সবই বাড়াবাড়ি কিনা; আমরা সবাই যেমন হাততালি দিচ্ছি তুইও দে, তা নয়; চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে শানাপাড়ার যাত্রা-দলের নারদ ঋষির মত দুহাত তুলে যেই 'সাধু, সাধু' করে উঠেছে, সাধুর হাতের লাঠি ছিটকে সবাইকে ডিঙিয়ে একেবারে ঠকাস্ করে কপালের মাঝখানে..."

পুঁটু আর একচোট ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভুবন মুখুজ্যের মুখের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইল। একটু অভিমানের সুরে কহিল, "দাদু, তুমি শুনছ না, আমায় মিছিমিছি বকিয়ে মারলে। একটা মজার কথা বলছি, শুনবে তা নয়, শুধু কে কোথায় একটা জাম খেলে কে একটা জামরুল কুড়ুলে...যাও..."

ভুবন মুখুজ্যে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "শুনলাম তো রে পাগলী, তোদের সেক্রেটারীর কপাল ফেটে গেল।...খুব লাঠি খেললে বুঝি?"

"অমন শিবপুরে কেউ দেখেনি কখন দাদু! সে কি পাক দিয়ে দিয়ে ঘোরা লাঠির!—চরকিবাজি হার মানে।"

সাধু, সাধু !...

"ছোরার খেলাও খুব দেখালে বুঝি? ক'জন খেললে?"

"অনেক জন।"

"হু!...তুই তো অনেক জানিস দেখছি, মস্তবড় পাড়া-বেড়ানি হয়েছিস কিনা। ক'জন আছে ওদের দলে খোঁজ রাখিস?"

"কেউ বলে চল্লিশ জন, কেউ বলে বেশি, কেউ বলে—না, ওরা পাঁচ ছ'জনই আছে, কিন্তু পঞ্চাশ জনের মোয়াড়া নিতে পারে।...কেন, দাদু, তুমি ডাকবে নাকি ওদের—খেলা দেখাতে?...হ্যাঁ দাদু, ডাকো, কী চমৎকার যে জানে দাদু!..."

আবদারের সঙ্গে হাতটা জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর আবার এক ঝলক হাসির সঙ্গে হঠাৎ মুখের উপর দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "কিন্তু খবরদার; তুমিও যেন 'সাধু সাধু' বলতে যেওনা দাদু,—তোমার আবার একমাথা টাক্..."

বাড়ির দিকে অগ্রসর হইয়াছেন; ভুবন মুখুজ্যে বলিলেন, "হুঁ, ডাকব। তুই তোৎলা গণেশ না কি নাম বললি—তার বাড়ি জানিস?—কার ছেলে?"

"তার বাড়ি সেই ওদিকপানে কোথায় আমি জানি না। গোরাচাঁদদাদাকে তো জানি ঐ বাড়িতে আসে, নন্তীর দাদা হয়। তাকে ডেকে আনব দাদু? তার কাছেই সব খবর পাবে'খন।"

"তা আনিস। কলকেটা একটু সেজে নিয়ে আয় দিকিন আগে।"

"তোৎলা গণেশের দল আসবে! তোৎলা গণেশের দল আসবে!"—বলিয়া উৎফুল্লভাবে একরকম লাফাইতে লাফাইতে পুঁটু ছুটিয়া চলিয়া গেল। বারান্দার নিকট গিয়া, বোধ হয় ব্যবস্থাটা পাকা করিয়া লইবার জন্যই ঘুরিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "ওরা একটিও পয়সা নেবে না দাদু, সব ভলেন্‌টিয়ার, মাংনায় উবগার করে বেড়ায়।"

তামাকটা আর একবার ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত ভুবন মুখুজ্যে বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল অনেক ভাবিলেন।... ভ্যাগাবণ্ডের মত গায়ে পড়িয়া উপকার করিয়া ফেরে, টাকা উড়াইয়া দিতে জানে, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা জানে, দলের মধ্যে চারজন আছে কি চল্লিশ জন আছে—কাহাকেও জানিতে দেয় না; কাজ নাই কর্ম নাই, অথচ সবাই ভদ্রসন্তান,—এ দলের হঠাৎ তাহার এখানে আবির্ভাব কেন? আর ঐরকম প্রবঞ্চনা করিয়া!...

সেদিন সন্ধ্যায় ষ্টীমার ঘাটে সবাই একত্র হইয়াছে, গোরাচাঁদ আসিয়া বলিল, "গন্‌শা খাওয়া, এবার গাঁথল!"

গন্‌শা ছাড়া "সবাই তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। গোরাচাঁদ বলিল, "আজ বুড়ো হঠাৎ ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল।"

"সত্যি নাকি?" বলিয়া সবাই উন্মুখ হইয়া উঠিল। গোরাচাঁদ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তবু কে ডাকতে এসেছিল বলিনি এখনও..."

আন্দাজেই সকলে চেঁচাইয়া উঠিল, "পুটু ?"

ঔৎসুক্যের চোটে ত্রিলোচন আর রাজেনের শুধু ঘাড়ে পড়িতে বাকি রহিল।

গোঁরাচাঁদ একবার আড়চোখে গন্‌শার পানে চাহিল, সে নির্লিপ্তভাবে ওপারের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গম্ভীরভাবে বলিল, "পুঁটু—স্বয়ং পুঁটুরাণী—ওরফে মৃণালিনী দেবীই... বল বা নতুন কায়দায় মুখার্জিই বল—যেমন আজকাল পাঁচজনে বলছে। নাও, নাম নিয়ে খুঁতখুতনি ছিল, আজ তাও বের করে নিলাম।"

এইটুকু সংবাদই এত চমকপ্রদ যে, সকলে খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। শেষে গন্‌শা বলিল, "গো-গ্-গোরার সবই আধখেঁচড়া। তোর দেড় হাত লম্বা নামওয়ালা মেয়েটা ক-ক্কেন এল তা বল্ ওদের—সব হাঁ করে রয়েছে।"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকেই চাহিয়া বলিল, "বললাম তো বুড়ো ডেকে পাঠিয়েছে—তোমার নাম, ধাম, ঠিকানা, মামার নাম সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলে। চেনেও তোমার মামাকে বুড়ো—অনেক আগে নাকি তোমাদের পাড়াতেই থাকত বললে, 'গোলোক দাদার ভাগ্নে ?—সে তো ঘরের ছেলে'। আজকালের মধ্যেই ঠেলে উঠবে তোমাদের বাড়ি, দেখে নিও।"

গন্‌শা বিড়ি ধরাইতেছিল। গোঁরাচাঁদ নিজের ঠোঁটে একটা বিড়ি চাপিয়া, তাহার হাত থেকে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের

কাঠিটা লইয়া অগ্নিসংযোগ করিল। একটা টান দিয়া বলিল, "তা ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে ঢোক আপত্তি নেই, আপাতত কিন্তু যাবার সময় পূর্ণ ময়রার দোকান হয়ে যেতে হবে; শোনা হচ্ছে না ওজর আপত্তি।"

ঘোঁৎনা বলিল, "তা বইকি, বাড়িতে জুটবে কিনা কে বলতে পারে? দেবতা বাড়িতে ডেকে আলাপ করছেন, গিয়ে দেখবে বোধ হয় হাঁড়ি ফেঁসে বসে আছে।"

গন্‌শা বলিল, "একটা ভ-ভদ্দলোকের নামে যা'তা বলতে তোদের আটকায় না দেখছি।"

বহুদিন পরে আড্ডাটা বেশ ভালভাবে জমাট হইয় উঠিল।

[৪]

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেছে। গোলোক চাটুজ্যে বৈঠকখানায় কতকগুলা হিসাবের খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, এমন সময় দরজার সামনে একটি ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইলেন। গায়ে একটা হাতকাটা ফতুয়া, পরণের কাপড়টা একটু খাট, পায়ে ঠনঠনের চটি, হাতে একটা বেতের মোটা লাঠি, বয়স পঞ্চাশের নিচেই, তবে শরীরটা বেশি রকম শীর্ণ বলিয়া মনে হয় যেন বুড়া হইয়া গিয়াছে। গোলোক চাটুজ্যে চাহিতেই ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "দাদা বোধ হয় চিনতে পাচ্ছেন না?"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "ভেতরে এস," এবং আগন্তুক গিয়া একটি চেয়ারে উপবেশন করিলে চোখের চশমা খুলিয়া লইয়া চিনিবার চেষ্টায় তাহার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

আগন্তুক একটু হাসিয়া বলিল, "পারবেন না চিনতে, অনেক দিন হ'ল কিনা। আমি ভুবন, পাশের ওই মল্লিকদের বাড়িতে বহুদিন ছিলাম এর আগে। পারলেন চিনতে এবার?"

গোলোক চাটুজ্যে দাড়িটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মাথা হেলাইয়া বলিলেন, "পেরেছি। চেনা চেনা ঠেকছিলই, তবে একটু ধোঁকা লাগছিল। তা বেশ, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল, আজকাল আছ কোথায়?"

"আছি এইখানেই চাটুজ্যে হাটের ওদিকে ছটাকখানেক জমি কেনা ছিল, একটা কুঁড়ে তুলে কোনরকমে দিন গুজরান করছি। এদিকপানে একটু বরাৎ ছিল, ভাবলাম দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।"

"বেশ করেছ...ওরে, কলকেটা একবার বদলে দিয়ে যা... চা করতে বলি একটু?"

"তা বলতে হবে বৈ কি। চা দু-বেলা তো এই বাড়িতেই বরাদ্দ ছিল।"—বলিয়া লাঠির মাথায় দুইটা হাত রাখিয়া ভুবন মুখুজ্যে অল্প দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সে ঝোঁকটা থামিলে প্রশ্ন করিলেন, "তারপর বাড়ির কি খবর বলুন দাদা—ছেলেপুলেরা—"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, ছেলেপুলের মধ্যে তো দুটি মেয়ে; একটির বিয়ে দিয়েছি বছর চারেক হল, একটিকে এখনও বছর তিনেক রাখা যাবে। ছেলের মধ্যে একটি অপোগণ্ড ভাগনে—”

ভুবন মুখুজ্যে সতর্কই ছিলেন। লাঠির মুঠিশুদ্ধ হাতটা অল্প একটু বাড়াইয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, ভাগনের কথায় মনে পড়ে গেল,—কাল সকালেই?—হ্যাঁ, কাল সকালেই তো—আমার আবার মনেও থাকে না এসব কথা—কাল সকালেই পাঁচটি ছেলে—ভদ্দর ঘরের ছেলে বলেই মনে হ'ল—হঠাৎ ঘুল ঘুল করতে করতে আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। কেমন একটা ছমছমে ভাব সবার, না কোন পষ্ট কথা বলে, শুধু এদিকে ওদিকে নজর,—বেশ সুবিধে বলে বোধ হল না। আজকাল অবস্থা তো জানেনই—চারিদিকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি; ভদ্রঘরের ছেলেদের মধ্যেও সব ঢুকেছে এই রোগ, কাজকর্ম নেই, ওই করছে, ধরা না পড়ল বহুৎ আচ্ছা, ধরা পড়লেই, স্বদেশ উদ্ধার করছি!...চুলোয় যাক, আমার বাড়িতে স্বদেশ উদ্ধারের আর পাবে কি? চারিটি প্রাণী, কোনরকম করে এক মুঠো জোটে দু'বেলা কেটে যাচ্ছে।—তবুও কেমন একটা খটকা লেগে রইল; জিগ্যেস করলাম, 'বাপুহে, তোমরা কর কি বল দিকিন—কার ছেলে, কি বিত্তান্ত, একটু ভেঙ্গে বলতে হচ্ছে।'...পরিচয় তো কেউ দিলে না, তবে যখন নেহাৎ

কোণঠাসা করে ধরেছি তখন বললে, 'আমরা পরোপকার করে বেড়াই, এই জীবনের ব্রত করেছি, আমাদের একটা সেবা-সমিতি আছে...হেন তেন সাত সতেরো।'...ভাবলাম পথে এস...'কে কে আছ বাপু তোমাদের সেবা-সমিতিতে? ধনুর্ধরগুলির নাম করতো।' না, 'আছি আমরা অনেকজন' আমাদের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে গণেশ'...'এই মহামতি গণেশটি কে শুনতে হচ্ছে তো?'...তখন তোমার নাম করলে। তোমার নাম করতে আমিও সঙ্গে সঙ্গে চেপে গেলাম। ভাবলাম, থাক ওদিকে যদি যাই তো দাদাকেই একবার জিগ্যেস করে দেখব। কথা হচ্ছে—ওরা যা করে করুক গিয়ে, তবে আমাদের নিজেদের ঘরের ছেলে..."

গোলোক চাটুজ্যে দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নতমুখে শুনিয়া যাইতেছিলেন, বুঝিলেন ভুবন মুখুজ্যের 'বরাৎ'টা আসলে কি।—তাঁহার ভাগিনেয়ের দল, তাদের আপাত একমাত্র যা উদ্দেশ্য তাহাই লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল; ভুবন মুখুজ্যে কৃপণ মানুষ, নিজের সঞ্চয়টুকু প্রাণপণে আগ্‌লাইয়া থাকে, পদে পদেই ডাকাতির সম্ভাবনা দেখে এবং দেখিয়াছেও।... গোলোক চাটুজ্যের মুখে একটা মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেটুকুকে ঠোঁটেই মিলাইয়া লইয়া বলিলেন, "উনি হয়েছেন প্রেসিডেন্ট?—তা প্রেসিডেন্ট রুস্‌ভেল্টও ছিলেন নাকি উপস্থিত?"

ভুবন মুখুজ্যে রসিকতাটুকুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত একচোট

হাসিয়া বলিলেন "দাদা আমাদের ঠিক সেইরকম নকুলে আছেন ...বলেন কিনা...প্রেসিডেণ্ট রুস্‌ভেল্ট !..."

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সে কথা নয়, তাকে আমি জানি, সৎ ছেলে—তবে বারণ করে দেবেন, ওসব গুণ্ডোটুণ্ডোদের সঙ্গে যেন না মেলামেশা করে, ওদেব পক্ষে সবই সম্ভব কিনা; একদিন বোধ হয় দেখবেন নিরীহ ছেলে, কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, হুট করে এক স্বদেশী ডাকাতির মামলায় নাম উঠে গেল, তখন..."

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "তাহলে তো বুঝব একটা কাজ করেছে হে..."

মন্তব্যটা এতই অপ্রত্যাশিত, ভুবন মুখুজ্যে একেবারেই থ হইয়া গেলেন। মুখের ভাবটা বুঝিবাব জন্য একবার খুব মিহি করিয়া আড়চোখে চাহিলেন,—ওটা মনের কথা নাকি?—মামার যদি এই মনেব কথা হয় তাহা হইলেই তো সর্বনাশ!

ঠিক এই সময় চা আসিয়া পড়ায়, অস্বস্তিটা চায়ের পিয়ালায় নিমজ্জিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তামাকও দিয়া গিয়াছিল। চা শেষ হইলে সটকাটা আগাইয়া ধরিয়া গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "নাও ধরাও, তুমি যা ভেবেছো তা আদপে নয়। ডাকাতি করলেও তো বুঝতাম, হারামজাদা নিজের পেটের সংস্থান নিজে করছে। তা করবার ওর দরকার?—জানে মামা-বেটা চোখ বুজলেই চালচুলো যা একটু করে যাচ্ছে

আমার হাতে আপসে আপ্ এসে পড়বে।...সে সব কিছু নয়, সবগুলো এখন অন্য এক ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে...জানি কিনা, আমার কাছেও চর আসছে মাঝে মাঝে।"

ভুবন মুখুজ্যে সটকা থেকে মুখ সরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বুঝলাম না, একটু খোলসা করে বলুন দাদা।"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "বলতে একটু বাধ বাধ ঠেকছে, তা নিজেদের মধ্যেই যখন...ওর নাম কি বাড়িতে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কি নাতনী-টাতনী আছে কি ?"

ভুবন মুখুজ্যে একটু সচকিত হইয়া বলিলেন, "একটি নাতনী আছে, ঠিক বিয়ের যুগ্যি নয়, বার তের বছর..."

"হ'ল তো ?...ঠিক ধরেছি। ...ডাকাতি নয়, ওরই জন্যে ঘটকের পাল পৌঁছেছিল। আমার এ আবাগের-বেটা ভূত হচ্ছে পাত্র। গোটা ছয়েক আছে দলের মধ্যে। সব হরিহর আত্মা। তার মধ্যে গোটা তিনেকের মাথা মুড়ন হয়ে গেছে। এটা সর্দার, এটার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠেছে সবার। আমার কাছে তো আমল পায় না, নিজেরা কোমর বেঁধে নেমেছে। কম মতলববাজ হারামজাদারা !..."

ভুবন মুখুজ্যের মনটা নিশ্চিন্ততার জন্য সুস্থ হইয়া আসিতেছিল, একটু বিস্মিতভাবে হাসিয়া বলিলেন, "ঘটকালি করতে গেছল সব ?—তা বললে না তো কেউ! স্বচ্ছন্দেই পারত বলতে...দাদার সঙ্গে কুটুম্বিতে সে তো পরম সৌভাগ্য আমার..."

"সৌভাগ্য যদি কখন মনে করি তো আমি নিজেই কথা পাড়ব'খন। আগে একটা চাকরি করুক, পাকা হয়ে বসুক তাতে, তারপর ওসব শখ। ওরা যা পথ ধরেছে তোমায় অতিষ্ঠ করে তুলবে ভুবন, ওদের চেন না। তার ওষুধ দরকার, যাতে আপাতত ওদিকে আর পা বাড়াতে না সাহস করে।...ধরল ছিলিমটা?—দেখি দাওতো।"

দাড়িটা বেশ শক্ত করিয়া মুঠাইয়া ধরিয়া গোলোক চাটুজ্যে নিবিষ্টমনে নত মস্তকে তামাক টানিতে লাগিলেন। খানিকটা এইভাবে থাকিয়া বলিলেন, "শোন।...তা'হলে—যা ঠিক করলাম।...কি বলে আলাপ জমাতে গেছল সব?—ঠাকুরদা? —মেয়েটি নাতনী বললে না? কেমন আটঘাট বেঁধে সম্বন্ধ পাকা করে আস্তে আস্তে এগুচ্ছে লক্ষ্য ক'রো! পাকা খেলোয়াড় সব!...বেশ, একটু ঠাকুরদার রসিকতার স্বাদ পাক সব···তবে শোন···ওরে আর এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা···"

[৫]

বার্ড কোম্পানীর জেটির পিছনে ফুটবলের মাঠে ইহারা সকলে বসিয়াছিল। কে. গুপ্তর দোষে আজকের ম্যাচে একটা পেনালটি দিতে হইয়াছিল, সেই আলোচনাই চলিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া গেছে, মাঠে আর অপর কেহ নাই।

গোরাচাঁদ একটু তফাতে মনমরা হইয়া বসিয়াছিল।

সামনে আসিয়া বলিল, "তাহ'লে যাচ্ছো না তো কেউ ? এই আমার শেষ বার জিগ্যেস করা।"

ঘোঁৎনা বলিল, "যা তা বকিস্ নি গোরে, তোকে ডেকে ঐসব কথা বললে!—ঐ মানুষ!—একবার কাছে গিয়েই বুঝেছি কি চীজ্ ও।"

গোরা রাগিয়াই ছিল, আরও রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "আলবৎ বলেছে, গোরাচাঁদ গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে কখনও মিছে কথা বলে না। আমার মাসতুতো ভাই ছনেকে দিয়ে বাড়ি থেকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেছে।"

গণেশ আর ত্রিলোচন পরে আসিয়াছিল, পুরাপুরি সব কথা শোনে নাই, ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "কি বলেছে বল দিকিন গোড়া থেকে, মিলিয়ে দেখি সম্ভব কি না।"

গোরাচাঁদ বলিল "বসে আছি, ছনে এসে বললে, 'গোরাদা, একাদশী মুখুজ্যে তোমায় ডাকছে।'...ওর নাম করে না কিনা ওদিকে কেউ।...ভাবলাম পরশুর ব্যাপারটা বোধ হয় টের পেয়েছে, ঠাট্টা করতে এসেছে। খেদিয়ে দিলুম। এক পকেট থেকে দুটো আম, আর এক পকেট থেকে কতকগুলো জামরুল বের করে বললে, 'এই দেখ, নিজে দিয়েছে বুড়ো। রাখো তোমার কাছে সবগুলো—মিথ্যে হয় ফিরিয়ে দিও না, বরং মেরো যত ইচ্ছে।'...গেলাম; মিথ্যে কথা বলব না, একটু গা ছমছম যে না-করছিল এমন নয়।... সে মানুষই নয়!—দিব্যি আদর করে বসালে—একথা সেকথা

—মানে কি কি সেবার কাজ করি, কোথায় কোথায় গতায়াত আছে সব খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে বললেন 'গোরাচাঁদ, পরশু কথাটা পাড়ব পাড়ব করছি এমন সময়, সমিতির কাজে তোমরা হঠাৎ চলে গেলে; তবুও মনে হল একবার টুকি, কিন্তু আবার ভাবলাম—উৎসাহ করে একটা শুভকাজে বেরিয়েছে সবাই, থাক; সুবিধে দেখে একদিন ডেকেই না হয় বলা যাবে'খন। তা বলছিলাম আমার ঐ নাতনীটির কথা। এখন থেকে চেষ্টা-চরিত্র তো করতে হবে? একা মানুষ, তায় একেবারেই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পাই না, সে তো দেখতেই পাও; তাই বলছিলাম—তোমরা তো নানাকাজে চারিদিকে ঘোরাফেরা কর, আলাপ-পরিচয়ও আছে, ভালওবাসে সব; তোমরা যদি খোঁজ টোঁজ দাও মাঝে মাঝে, কিম্বা ধর যদি থাকেই তেমন কোন পাত্র নজরে—এই মোটা ভাতটা মোটা কাপড়টার সংস্থান আছে, স্বভাব চরিত্রটা ভাল হয়, নেহাৎ গণ্ডমূর্খ না হয়, আর বংশটা হয় ভাল, তাহ'লেই চলবে আমার। আজকালকার বি-এ, এম-এ—শ্বশুরের সামনে টেবিলে পা তুলে দিয়ে বার্ডসাই টানবে আর বলবে, ড্যাম ফাদার-ইন্-ল—ওসব আমাদের পোষাবে না।...আমিও জো বুঝে মারলাম কোপ, বললাম, 'আছে একজন সন্ধানে, বলেন তো চেষ্টা করি; তবে একেবারে কথা দিতে পারলাম না; কেননা তার গার্জেনরা তো ঝুলোঝুলি করছে, কিন্তু ছোকরা বলে আমি বিয়ে না হলে চাকরি করব না..."

কথার গোলমালে সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতে গোরাচাঁদ একটু লজ্জিত হইয়া শুধরাইয়া লইয়া বলিল, "বলে চাকরি না হ'লে বিয়ে করব না···শুনে বুড়ো বললেন—'করবে না বিয়ে,—বটে! তুমি একবার ঠকিয়ে ঠাকিয়ে তাকে আমার নাতনীটি কোন রকমে দেখিয়ে দিতে পার? একবার দেখুক, তারপর যদি শালা ঐ মেয়ের জন্যে এসে পা না চাটে তো...' "

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল, গন্‌শাও হাসিয়া বলিল, "শালা বুড়ো রসিক আছে তো!"

ত্রিলোচন বলিল, "দেখো পেকে আসছে সম্বন্ধ, নির্ঘাৎ; এ বিয়ে যদি না হয় তো আমার নামে কুকুর পুষো।"

গোরাচাঁদ বলিল, "এই কথা। বিশ্বাস কর, যেতে চাও, বলে আসি কালই যোগাড়পত্র করতে।...মেয়েটির ওপর অনেক শালা ছেলের বাপের নজর আছে, শুভস্য শীঘ্রই হওয়া ভাল। আমি বুড়োকে বলে এসেছি; 'দেখি, রাজি করতে পারি আমরা দু'জনে যাব।...আদৎ ছেলেটির সম্বন্ধে আপনাকে ইসারা করে দোব, পরখ করে নেবেন।' বললেন—'তা বেশ, গাছের ফল আমার, পুকুরের মাছ, তোমরা দু'জনেই এস বা ছাপ্পান্ন জনেই এসো।' "

গোরাচাঁদ একটু চুপ করিল, তারপর উঠিতে উঠিতে বলিল, "তাহলে, আমি গিয়ে বলি—না মশাই, পারলাম না রাজি করাতে ছোকরাকে।"

গন্‌শা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, বলিল, "রা-রাগের কি আছে এর মধ্যে? একটা ভদ্দরলোক ডে-ডেকেছে যখন..."

রাজেন বলিল, "আমি কিন্তু আর ও-মুখো হচ্ছি না। বাপ, এক দিনেই শিক্ষা হয়ে গেছে!" শিক্ষাগুরুর উদ্দেশ্যে দক্ষিণ হস্তটি সসম্মানে কপালে ঠেকাইয়া নামাইয়া লইল।

পরদিন রাত্রি প্রায় আটটা হইবে। পাঁজি দেখিয়া আটটা সতেরয় সময় ধার্য্য করা হইয়াছে। গোরাচাঁদ ব্যবস্থা মত একটু আগেই আসিয়াছে। বাহিরে আগে কোন লোকজন না দেখিয়া একবার কি রকম মনে হইল। কিন্তু ভুবন মুখুজ্যের বাড়িতে এটা তেমন অস্বাভাবিক অবস্থা নয় জানিয়া একটু পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বারান্দায় উঠিল। অস্বস্তির ভাবটা বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না, ইচ্ছা হইল একবার ঠাকুরদা বলিয়া হাঁক দেয়; কি ভাবিয়া তাহা না করিয়া শুধু একবার জোরে গলা খাঁখারি দিল। কোন রকম সাড়া শব্দ নাই— ডাকিতেও আর রা উঠিল না।

বারান্দার একপ্রান্তে বৈঠকখানা: তাহার সামনে কপাট থেকে হাত দুয়েক ছাড়িয়া একটা কাঠের পর্দা। গোরাচাঁদ নিঃশব্দে গিয়া পর্দার আড়ালে গলা বাড়াইল। দরজায় আবার একটি পুরান ফুলকাটা কাপড়ের পর্দা ঝোলান। সেটি

ভেদ করিয়া কিছু দেখা যায় না, তবে এটা বোঝা যায় যে ভিতরে আলো জ্বলিতেছে।

আলো দেখিয়া একটু সাহস পাইয়াই হোক বা দারুণ উৎকণ্ঠা চাপিতে না পারার জন্যই হোক, গোরাচাঁদ কাঠের পর্দাটা ঘুরিয়া গিয়া দুয়ারের পর্দাটা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিল বলা ঠিক হয় না,—প্রথম পা'টা ভাল-ভাবে পড়িবার পূর্বেই—'ওরে বাপ্‌রে!' বলিয়া একটা অস্ফুট-ধ্বনি করিয়া পর্দার খানিকটা ছিঁড়িয়া এবং কাঠের পর্দাটা প্রায় ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। লাফাইয়া নামিয়া পলাইতে এদের পাঁচজনের প্রায় ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে,—চাপা গলায় বলিল, "পালা শীগ্‌গির, সাংঘাতিক ব্যাপার!...শীগ্‌গির,—সারলে দফা!..."

রাজেন পর্যন্ত আসিয়াছে। ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "সাপ?"

গোরাচাঁদ ইহাদের ছাড়াইয়া প্রায় বাঁশের ফটক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সেইখানে থেকেই হাত নাড়িয়া চাপা গলায় বলিল, "দৌড়ো, তার চেয়ে সাংঘাতিক।"

এদের আগ্রহও ছিল, আবার গোরাচাঁদের ভীরুতার জন্য একটা অবজ্ঞাও ছিল। বুনো জায়গায় সাপেরই ভয় বেশি, সেটা নয় জানিয়া ইহারা আধ ভয় আধ কৌতূহলে একটু দাঁড়াইল। তাহার পর ত্রিলোচন বলিল, "চল্, এতটা এসেছি যখন...গুণ্ডা লাগিয়ে ঠেঙিয়ে তো মারতে পারবে না...।"

কৃত্রিম সাহসের রেষারেষিতে সকলে এক রকম ঠেলাঠেলি করিয়া পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা মিশ্র আতঙ্কের শব্দ উচ্চারণ করিয়া যে যেমনভাবে পারিল ছুট দিল। কাপড়ের পর্দাটা একেবারেই ছিঁড়িয়া কে. গুপ্ত আর রাজেনকে জড়াইয়া ফেলিল। ঠেলা খাইয়া কাঠের পর্দাটা পড়িয়া গেল এবং ভীত ত্রস্ত পাঁচ জোড়া পায়ের তলায় চুরমার হইয়া গেল। কেহ ছিটকাইয়া পড়িল, কেহ কাহারও ঘাড়ে পড়িল—তারপর কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া বাঁশের ফটক ভাঙ্গিয়া হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অথচ 'সাপের চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার'টা কিছুই নয়। দিব্য ধব্‌ধবে ফরাসপাতা চৌকির উপর দুইটি মানুষ মুখোমুখি হইয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে দাবা খেলিতেছে।

—ভুবন মুখুজ্যে আর হাতে দাড়ি মুঠাইয়া পাত্রের মামা গোলোক চাটুজ্যে।